জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বিজেপিতে ভাঙন

পাণ্ডবেশ্বরে বিজেপিতে বিরাট ধস৷ দলের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন ২০০ নেতা-কর্মী৷ তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বাড়বে অস্বস্তি

দক্ষিণবঙ্গে আর নিম্নচাপ না থাকায় বৃষ্টির প্রভাব কমবে৷ সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা৷ জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি৷ শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গে অতি-ভারী বৃষ্টি হবে

ট্রেনের ধাক্কায় ঝাড়গ্রামে দুই শাবক-সহ ৩ হাতির মৃত্যু

ডিজিটাল অ্যারেস্টে ৯ জনের যাবজ্জীবন, দেশে প্রথম নজির

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৫৬ • ১৯ জুলাই, ২০২৫ • ২ শ্রাবণ ১৪৩২ • শনিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 21, Issue - 56 • JAGO BANGLA • SATURDAY • 19 JULY, 2025 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

মোদির মিথ্যাচার, জবাব তৃণমূলের

প্রতিবেদন : ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচন। তৃণমূলের কাছে গোহারা হারা বিজেপি ভোট-তাড়নায় ফের মাঠে নামিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। বাংলায় এসে মোদির একরাশ ডাহা মিথ্যাচারের তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরে সপাটে জবাব দিল তৃণমূল কংগ্রেস।

মোদি : বাংলায় কর্মসংস্থান নেই বলে যুবরা অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছে।

তৃণমূল : কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, বাংলায় দেড় কোটি ভিনরাজ্যের শ্রমিক কাজ করেন। তাঁরা কি অন্য রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছেন? এ-রাজ্যের ১৯ লক্ষ শ্রমিক দক্ষ বলেই মহারাষ্ট্র-গুজরাতে গিয়ে দেশ গড়ার কাজ করছেন।

মোদি : বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে বীরভূম হবে বেঙ্গালুরু, জলপাইগুড়ি হবে জয়পুর।

তৃণমূল : ২০২১-এর মতো ফের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী। বীরভূম জেলার মাটির রং কেমন জানেন? মানুষগুলোকে চেনেন?

মোদি : পশ্চিম ভারতের মতো পূর্ব ভারতও সমান উন্নত হবে। জোরদার উন্নয়ন হবে বাংলায়।

তৃণমূল : বাংলার উন্নয়ন দেখতে হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে হবে। মোদির কাগুজে স্বপ্ন বাংলার মানুষ নেবে না। উনি বীরভূম, জলপাইগুড়ি কিংবা গোটা বাংলার বাস্তবতা জানেন না। উন্নয়ন তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করছেন।

মোদি : দুর্গাপুরে ৫৪০০ কোটি বরাদ্দ করল কেন্দ্রীয় সরকার। আরও অনেক বিনিয়োগ আসবে পরিবর্তনের বাংলায়।

তৃণমূল : কেন্দ্র-প্রধানমন্ত্রী বাংলার দৃশ্যমান বকেয়া ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা দেননি। আবার অদৃশ্য ৫ হাজার কোটির গল্প শুনিয়েছেন! বাংলায় খালি হাতে কেন এসেছেন? যেখানে সভা করলেন, সেই বর্ধমানেও ১০০ দিনের টাকা দেননি।

মোদি : বাংলায় কাজ নেই, তাই অন্য রাজ্যে যেতে হয় এখানকার ছেলেমেয়েদের।

তৃণমূল : বছরে ২ কোটি চাকরির কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই হিসেবে ২২ কোটি চাকরি হওয়া উচিত ১০ বছরে। অথচ কেন্দ্রের রিপোর্ট বলছে মাত্র ২২ লক্ষ চাকরি হয়েছে। গোটা দেশে বেকারত্ব বাড়ছে। বাংলায় বেকারত্ব কমছে।

মোদি : বাংলায় বিনিয়োগের পরিবেশ নেই, শিল্প নেই।

তৃণমূল : কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, শিল্পের পরিকাঠামোয় দেশের সেরা ৩ রাজ্যের মধ্যে একটি বাংলা। (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে এক-একদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

জয়-পরাজয়

জয়-পরাজয় নিয়েই বাস্তব
হার অথবা জিত এটাই সত্য
বিজয়ীর মালা বিজয়কেতন
পরাজয়ের গ্লানি সমস্যার পথ্য।

কখনো জেতা কখনো হারা
এটাই নিয়ে পথ চলা
শুধু জিতবো, কখনো হারবো না
এ কথা মিথ্যা বলা।

জয়-পরাজয় আবদ্ধ বলেই
প্রতিযোগিতা জন্ম নেয়।
দুটোর মধ্যে একটা বাদ গেলে
যোগ্যতার নেই ঠাঁই।

যোগ্যতার বলে সব সম্ভব
অযোগ্যরা বলে কঠিন
যোগ্যতার বিচারে চেষ্টা করলে
অসম্ভব হয় সম্ভব রুটিন।

বিজেপির বাংলা বাঙালি বিদ্বেষ

জবাব দিতে পারলেন না প্রধানমন্ত্রী!

প্রতিবেদন : প্রশ্ন অনেক কিন্তু একটিরও জবাব নেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে। বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে বাংলাভাষীদের বিতাড়ন থেকে বাংলার প্রতি বঞ্চনা-সহ তৃণমূলের কোনও প্রশ্নেরই উত্তর নেই। তাই সম্বল মিথ্যাচার।

তিনি বাংলায় এলেন— ডাহা মিথ্যাচার করলেন— চলে গেলেন। সেইসঙ্গে যেখানে সভা করে মিথ্যাচার করলেন, সেই দুর্গাপুর স্টেডিয়ামটাকে কার্যত ধ্বংস করে দিয়ে গেলেন! উন্নয়ন করছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা-মাটি-মানুষের সরকার। আর ধ্বংস ও মিথ্যাচার করছে বিজেপি। এককথায়, প্রধানমন্ত্রীর সফরকে এভাবেই ধুয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরে দলের স্পষ্ট বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একরাশ বিকৃত তথ্য দিয়েছেন। আসলে সত্যের অপলাপ করছেন। বড় বড় কথা বলছেন! (এরপর ১০ পাতায়)

প্রধানমন্ত্রীর সভার পর লন্ডভন্ড স্টেডিয়াম

প্রতিবেদন : প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য যদি আস্ত একটি স্টেডিয়াম ধ্বংস হয় তো হোক। কী যায়-আসে তাতে? দুর্গাপুরের স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য গোটা স্টেডিয়ামটি কার্যত ওলটপালট করা হয়েছে। একঝলকে দেখলে মনে হবে স্টেডিয়ামের মাঠের ওপর দিয়ে কেউ কুৎসিতভাবে বুলডোজার চালিয়েছে। গোটা ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। স্টেডিয়ামের লন্ডভন্ড ছবি দেখার পর ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় সাংসদ কীর্তি আজাদ জানিয়েছেন, এ জিনিস মানা যায় না। একটা রাজনৈতিক সভার জন্য একটা স্টেডিয়ামকে এভাবে ধ্বংস করা হবে ভাবা যায় না। আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি ছবি দেখে। ছিঃ ছিঃ।

স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বও বাসিন্দাদের সঙ্গে সহমত। তাঁরাও প্রয়োজনে এই ঘটনা নিয়ে জোরালো প্রতিবাদ করবেন। রাজনৈতিক সভা তো অনেক হয়, কই এভাবে তো কেউ একটা গোটা স্টেডিয়ামকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে না!

একুশে জুলাই

শ্রদ্ধা ও আবেগের জবাব তৃণমূলের

প্রতিবেদন : হাইকোর্টের কথার উপরে কোনওরকম মন্তব্য না করে একুশে জুলাইয়ের আবেগ ও শ্রদ্ধার জবাব দিল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের স্পষ্ট কথা, একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচির সঙ্গে অন্য কোনও কর্মসূচি মিলিয়ে দেখা যায় না। যেতে পারে না। বাংলার বুকে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় গণহত্যার ঘটনা হয়েছে ১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই। পুলিশ বেছে বেছে নিরস্ত্র রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যা করেছে। শহিদদের স্মৃতিতর্পণের সঙ্গে অন্য কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি মেলে না। এ-বিষয়ে মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ তৃণমূল ভবনে সাংবাদিকদের বলেন, এটা শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এটা একটা আবেগ। চোখে জল, বুকে আগুন এবং ইতিহাসের পাতার সামনে রেখে (এরপর ১২ পাতায়)

শিঙাড়া-জিলিপিতে কটাক্ষ

প্রতিবেদন : বাংলায় মাছ-মিষ্টি এবং মোর ছিল-আছে-থাকবে। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যাচারের জবাব দিতে তৃণমূল ভবনে শিঙাড়া-জিলিপি ও ফিশফ্রাই-সহ সাংবাদিক বৈঠক করেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক এবং মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কারণ এই শিঙাড়া-জিলিপির ওপরেও ফতোয়া জারি করেছে মোদি সরকার। তারই প্রেক্ষিতে তাঁর মিথ্যাচারের জবাব দিতে বসা শিঙাড়া-জিলিপি সহযোগে। কুণাল বলেন, কে কী খাবেন, পরবেন সেটা মানুষ ঠিক করবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলায় কোনও খাবারের গুণগত মান ঠিক থাকলে সেখানে সরকার কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করার পক্ষে নয়। এটা হয় না। কেউ আমিষ খান, কেউ নিরামিষ খান। পুজোর দিন আমরা নিরামিষ খাই। যার যেটা পছন্দ তিনি তাই খাবেন। অনেক জায়গায় তো মাছ-মাংস খেতে দিচ্ছে না। তা কেন হবে?

কীসের কেন্দ্রীয় ফতোয়া! সাংবাদিক সম্মেলনে দুই নেতৃত্বের কটাক্ষের উপস্থাপনা।

রাম ভরসা ছেড়ে প্রধানমন্ত্রী এবার ডুবলেন দুর্গা-কালীতে

প্রতিবেদন : বাংলায় পরিবর্তনের স্লোগান তুলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজের পরিবর্তন প্রকাশ করে ফেললেন। বিগত ১১ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী যতবার বাংলায় এসেছেন ততবার রামের নাম নিয়েছেন। আর এবার প্রধানমন্ত্রীর মুখে জয় কালী-জয় দুর্গা। প্রধানমন্ত্রী বলতেন, বাংলায় নাকি দুর্গাপুজো হয় না। বাংলার দুর্গাপুজো এখন ইউনেস্কোর ঐতিহ্যের তালিকায়। আর মা কালী? তিনি আছেন দক্ষিণেশ্বরে, আছেন কালীঘাটে। সময় করে আসুন। দুই জায়গায় ওঁকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবেন বাংলার মানুষ। প্রধানমন্ত্রী যদি কালীপুজোর দিন আসেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে মা কালীর আশীর্বাদটা নিয়ে আসবেন। ১১ বছর বাদে আসলে পরিবর্তন হয়েছে মোদির।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

২০১২ হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)

প্রয়াত হন। নন্দিত কথাকার। দীর্ঘকাল ধরে লেখার জাদুতে পাঠককে মোহিত করে রেখেছিলেন তিনি। শুধু হিমু নয়, একে একে মিসির আলি, শুভ্রসমগ্র, সায়েন্স ফিকশন, শিশুতোষ, আত্মজীবনী, ভ্রমণসাহিত্য, শ্রেষ্ঠ গল্প— সবই তাঁর সৃষ্টি। হুমায়ুন আহমেদ প্রতি প্যারায় প্যারায় পাঠককে চমকে দেন। চমকে দেওয়া লেখকদের অন্যতম গুণ। অনেক লেখক দেখা যায় দু-চার পাতা পর একটা চমক দেন। অনেক লেখক একটা অধ্যায়ের শেষে চমক রাখেন, যাতে পাঠক পরের অধ্যায় পড়তে আগ্রহ বোধ করেন। আর হুমায়ুন আহমেদ পাঠককে চমকে দেন ক্ষণে ক্ষণে। দু-চার-দশ লাইন পরপরই চমক থাকে। পাঠক চমকাতে চমকাতে একটা বিস্ময়কর ঘোরের মধ্যে চলে যায়।

১৮২৭ মঙ্গল পাণ্ডে (১৮২৭-১৮৫৭)

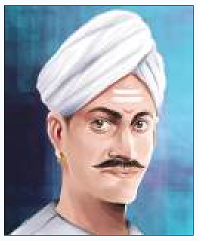

বলিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় সিপাহি বিদ্রোহের সূচনার মূল ভূমিকা পালনকারী। এই অপরাধে নির্ধারিত তারিখের দশদিন আগে, ১৮৫৭-র ৮ এপ্রিল, প্রকাশ্যে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়। ১৯৮৪-র ৫ অক্টোবর ভারত সরকার পাণ্ডের স্মরণে তাঁর ছবি সংবলিত ডাকটিকিট প্রকাশ করে। বারাকপুরে ব্রিটিশ সেনাদের যে স্থানে পাণ্ডে আক্রমণ করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সেখানে তাঁর স্মরণে শহিদ মঙ্গল পাণ্ডে মহা উদ্যান নির্মাণ করা হয়েছে।

১৮৯৯ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) এদিন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বনফুল ছদ্মনামেই অধিক পরিচিত। কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও কবি। পেয়েছেন পদ্মভূষণ উপাধি, শরৎস্মৃতি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, জগত্তারিণী পদক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধি প্রদান করে। তবে পাটনা মেডিক্যাল কলেজে থেকে এমবি, ডিগ্রি লাভ করেন। প্যাথলজিস্ট হিসাবে ৪০ বৎসর কাজ করেছেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন। শিক্ষকদের কাছ থেকে নিজের নাম লুকোতে তিনি বনফুল ছদ্মনামের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

২০০০ কমলা দাশগুপ্ত (১৯০৭-২০০০) প্রয়াত হন। অগ্নিযুগের বিপ্লবী ও সাহিত্যিক। তিনি বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের কাছে লাঠিখেলা শিখতে আরম্ভ করেন। ১৯২৯ সালে যুগান্তর দলের নেতা রসিকলাল দাসের প্রেরণায় গান্ধীর অহিংসবাদ ছেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য যুগান্তর দলে যোগ দেন। সহপাঠী ছিলেন কল্যাণী দাস। তিনি বীণা দাসকে রিভলভার সরবরাহ করেন যা দিয়ে তিনি ফেব্রুয়ারি ১৯২২ সালে গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যার চেষ্টা করেন। বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হন কিন্তু প্রমাণের অভাবে প্রত্যেক সময় মুক্তি পান। ১৯৩২-৩৮ তিনি প্রেসিডেন্সি ও হিজলী বন্দিনিবাসে আটক থাকেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়েও কারাবাস করেছেন তিন বছর।

১৮৬৩ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। কবি, নাট্যকার ও সংগীতস্রষ্টা। তাঁর লেখা বিখ্যাত গান 'ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা', 'বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ' ইত্যাদি। তাঁর লেখা বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একঘরে, কল্কি-অবতার, বিরহ, সীতা, তারাবাঈ, দুর্গাদাস, রাণা প্রতাপসিংহ, মেবার-পতন, নূরজাহান, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহল-বিজয় ইত্যাদি।

১৯০০ শৈলজারঞ্জন মজুমদার (১৯০০-১৯৯২) জন্ম নেন। বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ, রবীন্দ্রসংগীত প্রশিক্ষক, রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপিকার। বিশ্বভারতীর রসায়ন বিভাগে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন।

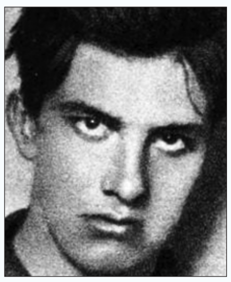

১৮৯৩ ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি (১৮৯৩-১৯৩০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। রুশ কবি। ৩৬ বছর বেঁচেছিলেন। আত্মহনন করে জীবনে যতি টেনে দেন। ১৯১৫ সালে পাতলুন পরা মেঘ এবং মেরুদণ্ডের বাঁশরী কবিতার জন্য তিনি প্রথম খ্যাতিলাভ করেন। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয় ভ্লাদিমির লেনিনকে নিয়ে কবিতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। রুশ ফিউচারিজমের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন।

পার্টির কর্মসূচি

একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে শ্রীরামপুর শহর আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে পথসভায় উপস্থিত শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল সভাপতি সন্তোষ সিং-সহ দলের নেতা-কর্মীরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৪৭

১	■	■	২		৩		৪
৫				■		■	
	■	■	৬			■	
৭		৮		■		■	■
■	■		■	৯			১০
১১	■	১২			■	■	
	■		■	১৩			
১৪					■	■	

পাশাপাশি : ২. গোবেচারা ধরনের লোক ৫. ঘৃত ৬. সমবয়সি বন্ধু, সখা ৭. গঙ্গোদক ৯. শারীরিক পরিশ্রম ১২. ততেক, সেই পরিমাণ ১৩. যে ব্যক্তি মাটির পাত্র ইত্যাদি তৈরি করে ১৪. পাঁউরুটি।

উপর-নিচ : ১. আকস্মিকতা ২. অদৃষ্টের জোর ৩. নৈরাজ্য, অরাজকতা ৪. ভ্রমর ৮. জলের ঢেউ ৯. সংশোধন ১০. পেতে বসার জন্য মোটা সুতোয় তৈরি চাদর ১১. নিজস্বী।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৪৬ : পাশাপাশি : ১. আর্তব ৩. গোরস্থান ৫. মামলারফল ৭. নন্দিত ৮. মগজ ১০. উত্তমসাহস ১২. তরোয়াল ১৩. ময়না। **উপর-নিচ :** ১. আলোকন ২. বন্দেমাতরম ৩. গোয়ালা ৪. নকল ৬. রকমসকম ৯. জরিমানা ১০. উচিত ১১. সামাল।

১৮ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮২৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮৭৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৩৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৩১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৩২০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৬.৯৯	৮৫.৮৪
ইউরো	১০১.৭২	১০০.১০
পাউন্ড	১১৭.১৪	১১৫.৬১

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দেব

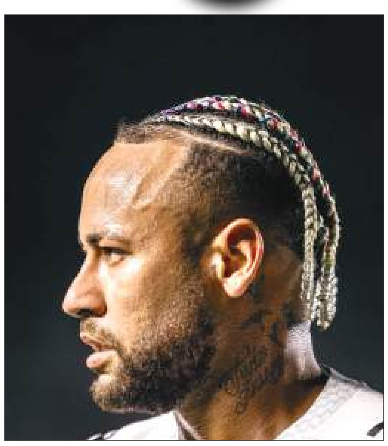

■ নেইমার

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

19 July, 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৯ জুলাই ২০২৫
শনিবার

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহিলার সঙ্গে প্রতারণা। অভিযোগে গ্রেফতার এক বিএসএফ কনস্টেবল। নাম মহম্মদ নিষাদ আলি। নিউ টাউনের ঘটনা

■ সোমবার তৃণমূলের শহিদ দিবস। তার আগে শুক্রবার চলছে সভাস্থল ও মঞ্চ তৈরির কাজ। নিরাপত্তার কড়া নজরদারিতে ছিল ডগ স্কোয়াডও। ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

রোহিঙ্গা মিথ্যাচারও ফাঁস

প্রতিবেদন : অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা নিয়ে গদ্দারের ক্রমাগত কুৎসা-অপপ্রচার-মিথ্যাচার! বাংলায় নাকি ৭০ লক্ষ রোহিঙ্গা! নির্বাচন কমিশনে ও বাংলার মানুষের সামনে ক্রমাগত এইসব মিথ্যে তথ্য প্রচার করছেন রাজ্যের কাণ্ডজ্ঞানহীন বিরোধী দলনেতা। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যানেই গদ্দার অধিকারীর সেই মিথ্যাচারের বেলুন চুপসে গিয়েছে। বৃহস্পতিবারই গদ্দারের এই কুৎসাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এত রোহিঙ্গা যদি বাংলায় থাকে তাহলে তাদের ঠিকানা দিন! মুখ্যমন্ত্রীর এই চ্যালেঞ্জের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রিপোর্টেও গদ্দারের মুখে চুনকালি পড়েছে।

বাংলায় ১,০০০-১,২০০ রোহিঙ্গা

অমিত শাহের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে আনুমানিক ৪০ হাজার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করেছে। আর মিথ্যেবাদী গদ্দার বলছেন শুধু বাংলাতেই নাকি ৭০ লক্ষ রোহিঙ্গা! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তথ্য বলছে, এই অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের অধিকাংশই দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, তেলেঙ্গানায় বসবাস করে। ৪০ হাজারের মধ্যে বাংলায় রয়েছে মাত্র ১০০০ থেকে ১২০০ রোহিঙ্গা। তার মধ্যেও অনেকে রাষ্ট্রসংঘের রেজিস্টার্ড শরণার্থী।

বিশ্বে ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা, তার মধ্যে ৯ লক্ষই বাংলাদেশে

আবার রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে বর্তমানে রোহিঙ্গা রয়েছে প্রায় ১ মিলিয়ন অর্থাৎ ১০ লক্ষ। তার মধ্যে ৯ লক্ষেরও কিছু বেশি রোহিঙ্গা রয়েছে বাংলাদেশের কক্সবাজার ও তার সংলগ্ন এলাকার উদ্বাস্তু শিবিরে। অর্থাৎ বাকি থেকে যায় একলক্ষেরও কম। এক্ষেত্রে গোটা বিশ্বেই যেখানে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ১০ লক্ষ মানুষ টিকে আছে, সেখানে অশিক্ষিত গদ্দার কোন মুখে বাংলায় ৭০ লক্ষ রোহিঙ্গার কথা বলেন?

রোহিঙ্গারা মায়ানমারের, বাংলায় কথা বলবে কী করে?

মূলত মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষই রোহিঙ্গা জনজাতিভুক্ত। নাগরিক অধিকার ও নিরাপত্তার অভাবে বহু বছর ধরে এই রোহিঙ্গারা স্বদেশছাড়া। আর এই রোহিঙ্গাদের মাতৃভাষাও রোহিঙ্গা ভাষা নামেই পরিচিত। সেই ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার কোনও সম্পর্কই নেই। গদ্দার কিংবা রাজ্য বিজেপির নেতাদের যে ভাষা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানও নেই, সেটা তাঁদের অভাব-অভিযোগেই স্পষ্ট। গদ্দারদের এই অভিযোগ তাই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক!

■ শুক্রবার টালিগঞ্জ বিধানসভার গল্ফগ্রিনে একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে এক বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সভায় বিজেপি ও সিপিএম থেকে ৫০ জন কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্ত ও সন্দীপ নন্দী মজুমদার।

ছাত্র ভোটের প্রস্তুতি শুরু

প্রতিবেদন: ছাত্রভোট নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য। শীঘ্রই জানানো হবে দিনক্ষণ। শুক্রবার এমনটাই জানালেন শিক্ষাসচিব বিনোদ কুমার। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে ছাত্রভোট নিয়ে তাঁরা কী ভাবছেন সেই নিয়ে মতামত জানাতে বলেছে হাইকোর্ট। সেই মতোই এই নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিল রাজ্যের শিক্ষা দফতর। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে শিক্ষাসচিব বিনোদ কুমার ও দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে অনলাইনে আলোচনাও হয়। শিক্ষাসচিব জানান, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রভোট নিয়ে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। ছাত্রভোটের দিনক্ষণ শীঘ্রই জানাব। যথাসময়ে কোর্টকেও জানানো হবে। এদিন সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি সংরক্ষণ মামলাটি তালিকায় ওঠার কথা ছিল। কিন্তু ওঠেনি।

এসএলএসটির দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা সম্ভবত সেপ্টেম্বরে

প্রতিবেদন : আগামী ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর এসএলএসটি (এ টি) ২০২৫-এর নিয়োগ পরীক্ষা হতে পারে সেপ্টেম্বরে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে আঞ্চলিক কমিশন অফিসগুলোতে চিঠি পাঠিয়ে প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনার সিদ্ধার্থ মজুমদার জানান, শিক্ষা দফতরের অনুমতি চেয়ে পাঠানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই অনুমতি মিলবে। তারপরেই দেওয়া হবে বিজ্ঞপ্তি। নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি হিসেবে ইতিমধ্যে কমিশন স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাগুলির প্রধানদের, শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী— যাঁরা পরীক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন তাঁদের তথ্য যথাযথ স্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় দু'দিনের পরীক্ষায় প্রায় ৫ লক্ষের কাছাকাছি চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষায় বসবেন বলে জানা গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই নতুন করে নিয়োগের প্রস্তুতি স্কুল সার্ভিস কমিশনের।

স্কুলে নোটিশ

প্রতিবেদন: ২১ জুলাই সোমবার। উপচে পড়বে জনজোয়ার। বেশ কিছু স্কুলে ছুটি ঘোষণা করল স্কুল কর্তৃপক্ষ। তবে সরকারি, সরকার পোষিত এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলো খোলা থাকবে। কয়েকটি বেসরকারি স্কুল বন্ধ রাখা হবে। যদিও অনলাইনে ক্লাস হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। সিধো-কানহু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা ২৫ জুলাই করা হয়েছে।

ইন্ডিয়া-র ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক

প্রতিবেদন : শনিবার ইন্ডিয়া জোটের ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটার তালিকায় নিবিড় সমীক্ষা বা স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশনের নামে প্রচুর ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে প্রথম সরব হয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার এই ইস্যুটিই প্রাধান্য পাবে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে। কমিশনকে সামনে রেখে বিজেপির এই গণতন্ত্রবিরোধী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র রুখতে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, বৈঠকে একজোট হয়ে সেই সিদ্ধান্ত নেবে ইন্ডিয়া জোট।

স্কুলে না গিয়ে আদালতে ভর্ৎসনার মুখে শিক্ষকরা

প্রতিবেদন : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করেন শিক্ষকদের। তিনি বলেন, স্কুলে না গিয়ে দায়িত্বে অবহেলা করছেন শিক্ষকরা। ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, আর শিক্ষকরা আদালতে দাঁড়িয়ে আছেন! বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী আরও বলেন, স্কুলে না গিয়ে দায়িত্বে অবহেলা করছেন শিক্ষকরা। কর্তৃপক্ষও জানে না কেন এঁরা স্কুলে নেই। এমনকী কেউ ক্যাজুয়াল লিভও নেননি। চাইলে আমরা ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিতে পারি। শুক্রবার এই মামলায় প্যারাটিচার ও হেটেরোজেনাস গ্রুপের পক্ষে সওয়াল করে আইনজীবী পার্থ ভট্টাচার্য জানান, ২০১৬ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগ হয়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে জেলাভিত্তিক নিয়োগ ও অ্যাপটিটিউড টেস্টের কথা বলা হয়েছিল কিন্তু, উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অ্যাপটিটিউড টেস্ট স্থগিত ছিল। এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের চিঠিও দেওয়া হয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যের সব জেলাতেই নিয়োগ হয়েছিল এবং সফল প্রার্থীদের একটি প্যানেল প্রকাশ করে তবেই নিয়োগ হয়। তিনি দাবি করেন, আদালতের রায় পড়ে কোথাও দুর্নীতির কোনও প্রমাণ বা ইঙ্গিত মেলেনি। ২০১৯ সালে প্রশিক্ষণও সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান তিনি। আইনজীবী পার্থ ভট্টাচার্যের এই মন্তব্যের ভিত্তি কী পাল্টা জানতে চায় ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি, এদিনের শুনানি চলাকালীন একজন কর্মরত শিক্ষক বলেন, আমরা ৬০০ জন শিক্ষক, আমরা কেউ প্যারাটিচার নই। একজনের বক্তব্যের ভিত্তিতে আমাদের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ৩০ ও ৩১ জুলাই।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
19 July, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অসম লড়াই

বাংলায় এসে শুধু কুৎসাই করে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। তৃণমূল অবশ্য প্রত্যেকটি মিথ্যাচার তুলে ধরে পাল্টা সত্যটা মানুষের কাছে হাজির করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বিজেপির এই মিথ্যাচার কেন? কেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে এই মিথ্যাচারের পাপ ঢাকতে পাঠিয়েছেন? উন্নয়ন থেকে শিক্ষা— একাধিক বিষয়ের পাশাপাশি মহিলাদের উপর আক্রমণ কিংবা মহিলাদের উন্নয়ন, সব কিছুতেই এগিয়ে বাংলা। না, এটা কোনও মিথ্যাচারের তথ্য নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্য থেকেই এই বিষয়টি সামনে এসেছে। ২০১৬ সাল থেকে বিজেপি বাংলা দখলের চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। এবং কী আশ্চর্য, প্রত্যেকবার মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রশ্ন, কেন এই ব্যর্থতা? বাংলার সঙ্গে অন্য রাজ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতি-ভাবনা বিজেপি গুলিয়ে ফেলেছে। মহামতি গোখলে অনেক আগেই বলে গিয়েছিলেন, আজ বাংলা যা ভাবে, কাল দেশ তা ভাবে। বাংলার প্রকৃত অস্মিতা এখানেই। অটলবিহারী বাজপেয়ী-পরবর্তী প্রজন্ম মোদি-শাহ-নাড্ডাদের ধারণা হয়েছে ভিনি-ভিসি-ভিডির মতো তাঁরা ক্ষমতা দখল করবেন। কিন্তু ভুলে গিয়েছেন বিজেপির প্রতিষ্ঠাতার জন্ম এই বাংলাতেই। অথচ তাঁর দল একবিংশ শতকের শুরুতে দু'-একটা আসন পেতে শুরু করে। কিন্তু দলটা দৌড়ে চললেও লাভের লাভ কিছুই হয়নি। ক্ষমতার স্বপ্ন দেখা যায় কিন্তু স্বপ্ন সাকার করার সৈনিক কোথায়? অন্য দলের ভাড়াটে সৈনিক নিয়ে কি আর যুদ্ধ জয় করা যায়! নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বাংলার উপর চাপিয়ে দেওয়ার কী মরিয়া চেষ্টা! বিজেপি ভুলে গিয়েছে ভারতবর্ষের নবজাগরণ বাংলার মাটি থেকেই শুরু হয়েছিল। আর তাদের উত্তরাধিকারীরাই বাংলা তথা দেশের বিরোধীদের পথ দেখাচ্ছে। লড়াইটা কতখানি অসম বুঝতে পারছেন তো?

কন্যাশ্রীর জাগরণ, নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলা-সহ সারা দেশেই রয়ে গিয়েছে বাল্যবিবাহের অভিশাপ। সরকারি আইন অগ্রাহ্য করে লুকিয়েচুরিয়ে কিছু নাবালিকাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হত। কিছু সাহসী মেয়ে সরাসরি এর প্রতিবাদ করে। তারা আরও পড়াশোনা এবং বড় হয়ে চাকরি করতে চায় জানিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হচ্ছে। প্রশাসনও তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু তারপরেও লাগাম টানা যাচ্ছে না সর্বত্র। বনগাঁ মহকুমা প্রশাসনেই গত ছ'মাসে ৪৭ জন নাবালিকার বিয়ে রুখে দিয়েছে। অনিয়মের খবর পেলেই সরকার ও প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে লাগাতার কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। এই অবস্থা নিঃসন্দেহে ডবল ইঞ্জিন চালিত সরকার শাসিত রাজ্যগুলির তুলনায় ঢের ভাল। পশ্চিমবঙ্গের এই অনন্যসাধারণ উদ্যোগের ধারাবাহিকতা এবং দেশ জুড়ে সম্প্রসারণ চাই। অন্য রাজ্যগুলিও অনুসরণ করুক এই পদক্ষেপ। তবেই 'টিনএজ মা' নামক অধ্যায়ে ইতি পড়বে। দেশ পাবে সুস্থ সবল শিশু। সুনাগরিক পেতে ভাল শিশুর জন্মদান ভীষণ জরুরি। একমাত্র যথার্থ 'কন্যাশ্রী'রাই ভারতের এই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে। এত কথা বলার দরকার পড়ত না, যদি না মোদিবাবু বাংলায় এসে ডবল ইঞ্জিন সরকারের নারী নিরাপত্তা নিয়ে বড় বড় কথা বলতেন। ওনাকে, থুড়ি, এনাদেরকে মনে করিয়ে দিই ওড়িশায় কী ঘটেছে সে কথা। বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ করা সত্ত্বেও কেন পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে গত শনিবার কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এক নিযাতিতা। সেখান থেকে বেরিয়েই তিনি নিজের গায়ে আগুন দেন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়েছে দগ্ধ হন আরও এক ছাত্র। নির্যাতিতার বন্ধু বলেন, ''ওরা অধ্যক্ষের কাছে গিয়েছিল। অধ্যক্ষ বলেছিল, একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আরও সময় চাই। এর পর আমরা বন্ধুরা কয়েক জন কলেজের বাইরে যাই কিছুক্ষণের জন্য। খেতে গিয়েছিলাম আমরা। ও (নির্যাতিতা) ভিতরেই ছিল। কিছু ক্ষণের ফোন। 'ফোনের ও পার থেকে বলা হল, আমাদের বন্ধুকে নাকি অগ্নিপরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয়েছে। অগ্নিপরীক্ষা শব্দটা ব্যবহার করছি এই কারণে যে, নিশ্চয়ই অধ্যক্ষ এমন কিছু বলেছিল, ও সহ্য করতে পারেনি। বিচারের জন্য লড়তে লড়তে একেবারে ভেঙে পড়েছিল ও। একটা মানুষ মানসিক ভাবে কতটা বিধ্বস্ত হলে এ-কাজ করতে পারে!'' মোদি এর পর কোন মুখে ভোট চান?

— সুবীর দাস, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

সাম্প্রদায়িকতা নয়, সম্প্রীতি
চাই এক বিদ্বেষহীন ভারতের বোধন

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের দেশে ভুলি ভেদাভেদজ্ঞান আগুয়ান হওয়ার মন্ত্র জানেন কেবল জননেত্রী। তাঁরই নেতৃত্বে নতুন ভোরের অভ্যুদয়ের জন্য অপেক্ষমাণ আমরা সবাই। লিখছেন **চিরঞ্জিৎ সাহা**

ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি শেখায়— 'অতিথি দেবো ভব'। অর্থাৎ অতিথি হলেন ঈশ্বর। তাই তো হিন্দুপুরাণে উল্লেখিত— 'অতিথি নারায়ণ।' সাম্যবাদী আন্দোলনের সর্বপ্রথম সূত্রপাত হয়েছিল এই পশ্চিমবঙ্গের পবিত্রভূমি নদীয়ার নবদ্বীপেই। সৌজন্যে ধামেশ্বর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। জাতি, ধর্ম, বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে কীর্তনের সম্মোহনে গোটা বাংলাকে যিনি দীক্ষিত করেছিলেন মনুষ্যত্বের মহামন্ত্রে। ধর্মীয় ও প্রাদেশিক সংকীর্ণতাকে ধূলিসাৎ করে মানবিকতার আহ্বান তাঁকে মৃত্যুর ৫০০ বছর পরেও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় চিরজীবী করে তুলেছে।

'এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে, যেদিন হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান জাতি গোত্র নাহি রবে।'— এই বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশের সর্বপ্রথম মহাত্মা বাঙালি লালন ফকির, যে অভাগার জাতটাই আজও সঠিকভাবে চিহ্নিত করে উঠতে পারলেন না গবেষকরা। কেউ তাকে মুসলমান বলে, কেউবা বলে হিন্দু। আদতে তিনি জাত-বর্ণ-ধর্ম বহির্ভূত মানবিক বন্দনার বাউল। লালন হিন্দু বা মুসলমান কোনওটিই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন ওহেদানিয়াত নামক একটি নতুন ধর্মীয় মতবাদের অনুসারী। ওহেদানিয়াতের মাঝে বৌদ্ধধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্মের সহজিয়া মতবাদ, সুফিবাদ-সহ আরও অনেক ধর্মীয় মতবাদ বিদ্যমান। তাই তো উদাত্ত কণ্ঠে বাঙালি লালন গাইতে পেরেছিলেন—

'গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায়
তাতে ধর্মের কী ক্ষতি হয়।
লালন বলে জাত কারে কয়
এই ভ্রম তো গেল না।।'

সংহতির শাশ্বত রাজধানী এই বাংলার সম্প্রীতির সার্থক পতাকা বাহক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে গরিব আখরোট বিক্রেতা রহমত কাবুল থেকে কলকাতায় এসে কোনোরকম পূর্বপরিচয় ছাড়াই সন্তানস্নেহে আপন করে নেয় ছোট্ট বাঙালি মেয়ে মিনিকে। গড়ে ওঠে সখ্য। পরবর্তীতে ভাগ্যের দুর্বিপাকে কলকাতায় দশ বছরের জেলযাত্রা ঘটে রহমতের। মুক্তির পর নিজের মেয়ের বিয়ের আড়ম্বরের ব্যয় সংকোচন করে কপর্দকশূন্য আফগান কাবুলিওয়ালার দেশে ফেরার ব্যবস্থা করেন মিনির বাঙালি বাবা। সেই রবীন্দ্রনাথই তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায় লিখেছেন— 'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন—

শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।' শ্রীচৈতন্য, লালন কিংবা রবীন্দ্রনাথের প্রোথিত এই আদর্শের বীজ মহীরুহ হয়ে ক্রমে সমৃদ্ধ করেছে বঙ্গসংস্কৃতিতে। উদারতা বাঙালির সত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবহমান।

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে চন্দননগরের ফরাসডাঙায় বসবাস করতে শুরু

করে এক পর্তুগিজ পরিবার। সেই পরিবারেরই ছোট ছেলে অ্যান্টনি বাংলা ভাষা রপ্ত করে তাতে গান বেঁধে রাম বসু, ঠাকুর সিংহ, ভোলা ময়রার মতো দুর্ধর্ষ কবিয়ালদের পর্যদুস্ত করেছিলেন অবলীলায়। খ্রিস্টান এই ভদ্রলোকের কলকাতা বউবাজারের বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে ছিল আন্তরিক যাতায়াত। তাই আজ এই মন্দির পরিচিত 'অ্যান্টনি কালীবাড়ি' নামে—

'খৃষ্টে আর কৃষ্টে কোনও তফাৎ নাই রে ভাই / শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এই কথা শুনি নাই... আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে / ঐ দ্যাখো শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে / আমার মানবজনম সফল হবে যদি রাঙা চরণ পাই।'

তৎকালীন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ও প্রগতিশীল চিন্তাবিদ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কর্মভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এই বাংলাকেই। ১৯২৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দার্জিলিংয়ে আসেন আলবেনিয়ান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী মাদার টেরেজা। মানবসেবার মহৎ আদর্শে নিজেকে উদ্দীপ্ত করে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটি। আন্তরিকতার শহর কলকাতার ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করার স্পর্ধা পরবর্তীতে আর দেখাতে পারেননি তিনি।

আয়ারল্যান্ড থেকে কলকাতায় এসে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন মাত্র ২১ বছরের একটি মেয়ে। তারপর সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার মায়া কাটিয়ে আর দেশে ফেরা হয়ে ওঠেনি তাঁর। ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছিলেন নিজেকে। মাত্র ৪৪ বছর বয়সেই ক্লান্ত নিথর শরীরটা আশ্রয় নিয়েছিল ভারতমাতার নিরাপদ কোলে। ততদিনে জড়িয়ে পড়েছেন এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও। রবীন্দ্রনাথের 'লোকমাতা', এই আইরিশ, মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল বঙ্গদেশকে কোনও স্বার্থ ছাড়াই ভালোবেসে ছিলেন নিজের মাতৃভূমির চেয়ে অনেক বেশি। আর বাংলাও সনাতনী সংস্কৃতি অনুসরণ করে এদের আপন করে নিয়েছিল হৃদয়ের মণিকোঠায়।

১৯৮০-এর দশকে বন্ধু মজিদ ও খাবাজিকে সঙ্গী করে সুদূর ইরান থেকে কলকাতা ময়দানে পা রেখেছিল ঝাঁকড়া চুলের এক দামাল ছেলে। সময়ের সাথে সাথে কলকাতাই হয়ে ওঠে তার ঘরবাড়ি। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগেই কল্লোলিনী বুকে জড়িয়ে নিয়েছিল ইরানিয়ান ঝরনা জামশিদ নাসিরিকে কিংবা হাল আমলের ব্রাজিলিয়ান হোসে রামিরেজ ব্যারেটো থেকে বাইচুং ভুটিয়া, আলভিটো ডিকুনহা— পেশাদারি ফুটবলের প্রয়োজনে কলকাতায় পাড়ি জমালেও অবসর পরবর্তীকালে তিলোত্তমার উষ্ণ আশ্রয় অগ্রাহ্য করে ফিরে যেতে পারেননি নিজেদের পুরনো শিকড়ে। আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা পড়েছেন কলকাতার ভালবাসার শিকলে।

পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্যিক রাজধানী কলকাতার বড়বাজার যেন এক টুকরো ভারতবর্ষ। নির্ভয়ে বহু মাড়োয়ারি, পাঞ্জাবি নিজের মাতৃভাষায় তাদের রুটিরুজির ব্যবস্থা করছে এই বাংলায়। ব্যারাকপুর কিংবা দুর্গাপুরের শিল্পতালুকে প্রবেশ করলে গুলিয়ে যেতে পারে বিহারের কোনও নাম না জানা শহরের সাথে। এই বাংলা সততই যেন উদারতার তীর্থক্ষেত্র। ঝালমুড়ির স্টলের সাথে কলকাতার ফুটপাথ আজ নির্দ্বিধায় ভাগ করে নেয় পাহাড়ি মোমো কিংবা বিহারি লিট্টির ঠেলাগাড়ি। সুদূর চিন কিংবা কোরিয়া থেকে আসা অল্প বয়সি ছেলেটির বানানো উপাদেয় সহযোগে ব্রেকফাস্ট সারতে বাঙালি ভোরবেলা ভিড় জমায় চায়না টাউনে। অথচ সেই বাঙালিকেই আজ নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলার অপরাধে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে। গুজরাতের সুরাটে পুলিশ জোরজবরদস্তি বন্ধ করে দিচ্ছে বাঙালির মিষ্টির দোকান। গুরুগ্রামের হোটেলের গরিব রাঁধুনি কোচবিহারের সিরোজ আলম মিয়াঁকে বাংলা বলার অপরাধে বাংলাদেশি হিসেবে দাগিয়ে হেনস্থা করে হরিয়ানার পুলিশ। মহারাষ্ট্রের বাঙালি মেয়েদের স্বামীর ঘর ছাড়তে হচ্ছে শুধুমাত্র জাতিগত কারণে। অথচ প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ বেড়াজাল অতিক্রম করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ স্বীকৃতি দিয়েছে মোট ১১টি ভাষাকে। তাহলে কেন এই বৈষম্য? আসলে মিথ্যের ট্রাপিজে ঝুলতে থাকা বিজেপি সরকার ভয় পাচ্ছে বাঙালিকে। ইতিহাস বলে, বিদ্যাসাগর নামের এক বাঙালিই একদা আত্মস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের সাহস দেখিয়েছিলেন। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে রাজা রামমোহন রায় বন্ধ করেছিলেন সতীদাহ প্রথা। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে সুভাষচন্দ্র ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তৎকালীন আইসিএসের মত লোভনীয় চাকরি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকল্পে সর্বাধিক আত্মবলিদানের নজির রয়েছে এই বাঙালিরই। বরাবরই বিপ্লব এবং পরিবর্তনের আঁতুড়ঘর বাংলা। তাই ভয় পাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি। বিদ্যাসাগর, রামমোহন, নেতাজির উত্তরাধিকারী বাঙালির আজও একটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছে, যিনি বাংলাভাষীর স্বার্থে উদয়ন পণ্ডিতের মতো আত্মত্যাগের মহামন্ত্রে বলীয়ান হয়ে ঘোষণা করেই দিয়েছেন— 'দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান!' আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা। তারপর সাম্প্রদায়িকতার কাঁচের খাঁচা গুঁড়িয়ে সম্প্রীতির দেবী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বোধন হবে এক নিরপেক্ষ ভারতবর্ষের।

■ জয়নগরে একুশের প্রস্তুতিসভা। রয়েছেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, বিধান হালদার প্রমুখ

রাজ্যের অনুরোধ উড়িয়ে ডিভিসির ছাড়া জলে আবার বন্যার আশঙ্কা

প্রতিবেদন : ডিভিসি ফের রাজ্য সরকারের অনুরোধ অগ্রাহ্য করল। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার মিলিয়ে ডিভিসির তরফে মোট ৬২ হাজার কিউসেকেরও বেশি জল ছাড়া হয়েছে। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় নতুন করে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালেই রাজ্য সেচ দফতরের পক্ষ থেকে ডিভিসিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, জলছাড়ের হার ২৫ হাজার কিউসেকে সীমিত রাখলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। কিন্তু ডিভিসির পক্ষ থেকে জানানো হয়, উৎসমুখে অতিভারী বৃষ্টির জেরে জলাধারে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে। জলাধার রক্ষা করতেই জল ছাড়া ছাড়া উপায় নেই। এরপর বিকেলে ডিভিসির

দুর্গাপুর ব্যারেজ দিয়ে বিপুল পরিমাণ জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। শুক্রবার সেই জল খানাকুল, পাঁশকুড়া, আরামবাগ সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় প্লাবন পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

ডিভিসির দামোদর ভ্যালি রিজার্ভার রেগুলেটরি কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি সঞ্জীব কুমার জানিয়েছেন, ৬২১০০ কিউসেক করে জল ছাড়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি, সুবর্ণরেখা নদীর ঝাড়খণ্ডের গালুডি জলাধার থেকেও এক লাখ দশ হাজার কিউসেকের বেশি জল ছাড়া শুরু হয়েছে।

রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেছেন, ডিভিসিকে বারবার অনুরোধ করা হলেও তারা কথা রাখেনি। এই বিপুল পরিমাণ জল ছাড়ায় দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার বিস্তীর্ণ অংশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, ত্রাণ, উদ্ধার ও শিবির তৈরির সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

একুশের প্রস্তুতি : হাওড়া স্টেশন, জেটিঘাট পরিদর্শনে নগরপাল

সংবাদদাতা, হাওড়া: একুশে জুলাইয়ে ধর্মতলা চত্বরে যে জনসমুদ্র হবে তা সহজেই অনুমেয়। একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের আগের দিন থেকেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা তৃণমূল কর্মীরা ট্রেনপথে হাওড়ায় আসতে শুরু করেন। একুশের সমাবেশে যোগ দিতে আসা লাখ-লাখ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন জেটিঘাট ও বাসস্ট্যান্ড ঘুরে দেখলেন হাওড়ার নগরপাল প্রবীণ ত্রিপাঠী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হাওড়া সদর তৃণমূলের সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, হাওড়া সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি কৈলাস মিশ্র, হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসির সভাপতি অরবিন্দ দাস, হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য বাপি মান্না-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। শুক্রবার বিকেলে হাওড়া ফেরিঘাটে গিয়ে ওইদিনের ফেরি পরিষেবা চলাচল নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ নেন। এরপর বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে কীভাবে মিছিল আসবে, কোথায় দলের সহায়তা কেন্দ্র থাকবে, কীভাবে সবাইকে সঠিকভাবে পথ নির্দেশিকা দেওয়া হবে তা বিস্তারিতভাবে নগরপালের সঙ্গে আলোচনা করেন গৌতম চৌধুরি ও কৈলাস মিশ্ররা। সমস্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী। হাওড়া সদর তৃণমূলের সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরি জানান, শনিবার থেকেই হাওড়া স্টেশনে আমাদের দলের তরফে সবসময়ের জন্য সহায়তা শিবির চালু থাকবে। সেখানে দলের নেতা-কর্মীরা সবসময় উপস্থিত থাকবেন। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা দলীয় কর্মীদের শহিদ সমাবেশে যাবার জন্য যথাযথ গাইড করা হবে। এছাড়াও দূরবর্তী জেলা থেকে আগের দিন আসা দলীয় কর্মীদের থাকা-খাওয়ারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

■ জেটিঘাট পরিদর্শন। রয়েছেন নগরপাল প্রবীণ ত্রিপাঠী, বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, যুবনেতা কৈলাস মিশ্র প্রমুখ।

মাঝনদীতে ডুবছে জাহাজ, তৎপর প্রশাসন

সংবাদদাতা, নামখানা: নামখানার কাছে হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীতে ডুবতে বসেছে ছাইভর্তি জাহাজ। নজরে আসামাত্রই ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন। জানা গিয়েছে, কলকাতা থেকে তিনদিন আগে বাংলাদেশের পথে রওনা দিয়েছিল ওই জাহাজ। সেখানে ৮ নাবিক। কিন্তু খানিকটা যেতেই ধীরে ধীরে ডুবতে শুরু করে পণ্যবাহী জাহাজ এমভি সোহান মালতী। নামখানা থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে, জাহাজের নিচের অংশ ফুটো হয়ে যায়। সেই সময় ভিতরে জল ঢুকতে শুরু করে। ধীরে ধীরে জাহাজটি নদীতে ডুবতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ওই জাহাজটির মধ্যে যে ছাই আছে সেগুলোকে সরিয়ে জাহাজের ভাঙা অংশে কাজ করে যাতে জাহাজটি উদ্ধার করা হয় যায় সেই ভাবেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৯ জনের যাবজ্জীবন

ডিজিটাল অ্যারেস্ট ভারতে প্রথম সাজা

প্রতিবেদন : ডিজিটাল অ্যারেস্টে ভারতে প্রথম সাজা। ৯ জনকে যাবজ্জীবন সাজা দিল কল্যাণী আদালত। দোষীরা প্রত্যেকেই ভিন রাজ্যের বাসিন্দা। ২ হাজার পাতার চার্জশিট পেশ করে পুলিশ। গত বছর কল্যাণীর এক অবসরপ্রাপ্ত কৃষি বিজ্ঞানীর থেকে প্রায় ১ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ পায় কল্যাণী সাইবার ক্রাইম পুলিশ। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে তিনি ডিজিটাল অ্যারেস্টের শিকার। ওই কৃষিবিজ্ঞানীকে ১১ দিন ধরে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করে রাখে। ধাপে ধাপে ১ কোটি টাকার প্রতারণা করে অপরাধীরা। তদন্তে ৬ নভেম্বর মোট ১৩ জনকে গ্রেফতার করে কল্যাণীর সাইবার ক্রাইম থানা। ধৃতেরা রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, গুজরাতের বাসিন্দা। একজন মহিলাও রয়েছে। একমাস বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধার হয় প্রচুর মোবাইল, পাসবই, চেকবই, প্যান কার্ড-সহ একাধিক নথি। জেরা করে পুলিশ জানতে পারে, প্রতারকরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েকশো কোটি টাকার জালিয়াতি করেছে। এই টাকা বিদেশে পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, এই চক্রের মাথা রয়েছে কম্বোডিয়ায়।

জেল হেফাজত

প্রতিবেদন : খুনের ঘটনায় নারকেলডাঙার তৎকালীন ওসি-সহ চারজনকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। শুক্রবার সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে এই মামলার শুনানিতে হাজিরা দিয়ে ১০ অভিযুক্ত আগাম জামিনের আবেদন করেন। ৬ জনকে শর্তসাপেক্ষ জামিন দেয় আদালত। বাকিদের জামিন আর্জি খারিজ করে ৩১ জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

শতাধিক তৃণমূলে যোগ

সংবাদদাতা, পাথরপ্রতিমা : বিজেপির ভাওতাবাজি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান কয়েকশো নেতা-কর্মীর। শুক্রবার পাথরপ্রতিমার জি প্লট এলাকায় উত্তর একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি উপলক্ষে জনসভার আয়োজন হয়। সেই সভায় সাংসদ বাপি হালদারের হাত ধরে সিপিএম ও বিজেপি ছেড়ে শতাধিক কর্মী তৃণমূলে যোগ দেন।

■ রাজারহাট নিউটাউন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস ও ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা। ছিলেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়, মিনু দাস চক্রবর্তী, শাহনওয়াজ আলি মণ্ডল, আরিত্রিকা ভট্টাচার্য, নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, রহিমা বিবি মণ্ডল-সহ অন্যরা। শুক্রবার।

■ দক্ষিণ কলকাতার যদুবাজারের একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক মদন মিত্র, মেয়র পারিষদ অসীম বসু-সহ অন্যরা। শুক্রবার।

■ বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ডানলপ মোড়ে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা।

■ শুক্রবার সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে বিধাননগরে ক্যাম্প অফিস পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী সুজিত বোস।

■ ৫২তম বর্ষে কেন্দুয়া শান্তি সংঘ সর্বজনীন দুর্গোৎসবে ভিড় এড়িয়ে প্রবীণ নাগরিকদের মাতৃদর্শনের সুযোগ দিতে পুজো কমিটি ও ইসকনের অভিনব যৌথ উদ্যোগ 'উদ্বোধনের আগেই উন্মোচন'। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত পুজো কমিটির চেয়ারম্যান বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত, ইসকনের সহসভাপতি রাধারমণ দাস, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী সুশান্ত পাল প্রমুখ।

রাজ্য
19 July, 2025 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে আমতার বিনলায় মহামিছিল। নেতৃত্বে বিধায়ক সুকান্ত পাল

জলযন্ত্রণায় ভোগান্তি গুরগাঁও-বেঙ্গালুরুতে

নিকাশিতে দেশের সেরা কলকাতা

প্রতিবেদন : একটু বেশি বৃষ্টি হলেই জলের তলায় ডুবছে ভারতের শীর্ষ প্রযুক্তি হাবগুলি। জলযন্ত্রণা থেকে মানুষকে রেহাই দিতে চূড়ান্ত ব্যর্থ বেঙ্গালুরু-গুরগাঁওয়ের মতো হাইটেক সিটি। কিন্তু গত ১৫ বছরে নিকাশি ব্যবস্থার অভাবনীয় রূপান্তরের মাধ্যমে বন্যা-নিয়ন্ত্রণে গোটা দেশকে পথ দেখাচ্ছে তিলোত্তমা কলকাতা। অন্যান্য আইটি শহরগুলির তুলনায় বৃষ্টির জল নিষ্কাশনে এখন কলকাতাই সেরা! কারণ কলকাতায় এখন ৬ ঘণ্টার মধ্যেই জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রয়েছে। সমাজমাধ্যমে তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

বেঙ্গালুরু, গুরগাঁওয়ের মতো আধুনিক শহরে এখনও বর্তমান বহু প্রাচীন নিকাশি ব্যবস্থা। মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টি হলেই যার ফল ভুগতে হয় সাধারণ মানুষকে। গতবছরের জুলাইতে ১২ ঘণ্টায় ১৩৩ মিমি বৃষ্টিতে ডুবে গিয়েছিল গোটা গুরগাঁও। এই টেকহাবের ১১৯টি অঞ্চল

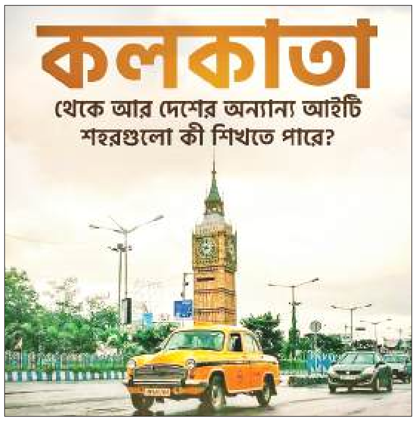

‘বন্যাপ্রবণ’ চিহ্নিত হয়েছে, যার মধ্যে ২৩টি আবার ‘অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ’! কিন্তু দেশের শীর্ষ প্রযুক্তি হাবগুলোর নিকাশি ব্যবস্থা এমন অকর্মণ্য কেন? কারণ হিসেবে উঠে এসেছে জলাধারের হারিয়ে যাওয়া। গত ৪০ বছরে মেট্রো শহরগুলিতে ৩৮৯টিরও বেশি জলাশয় নিশ্চিহ্ন হয়েছে। শুধুমাত্র বেঙ্গালুরুতেই ১৯৭০ সাল থেকে ৮০ শতাংশ লেক হারিয়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে, শহর কলকাতায় ১৫ বছরে নিকাশি ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। কলকাতা পুরসভার দৌলতে শহর জুড়ে এখন রয়েছে ১০০টিরও বেশি নিকাশি পাম্পিং স্টেশন। ২০২০ সালের পর থেকে নিকাশি ব্যবস্থায় ২০ লক্ষ টন পলি তোলা হয়েছে। খরচ হয়েছে ৯০০ কোটি টাকা। পুনর্জীবন পেয়েছে ৪৫ কিলোমিটারের বাগজোলা খাল-সহ ১৬টি খাল। ফলে বেড়েছে প্রতিঘণ্টায় জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা। গতবর্ষায় ১২০ মিমি বৃষ্টির জল মাত্র ৬ ঘণ্টার মধ্যেই নিষ্কাশন হয়েছিল। আর জল নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় পরিত্রাতার ভূমিকা নেয় পূর্ব কলকাতার জলাভূমি, যা কার্যত জল শোষণে প্রাকৃতিক স্পঞ্জের মতো কাজ করে।

কমছে বৃষ্টি, বাড়বে অস্বস্তি

প্রতিবেদন : দক্ষিণবঙ্গের উপর আর কোনও অক্ষরেখা বা নিম্নচাপ না থাকায় বৃষ্টির প্রভাব কমবে দক্ষিণবঙ্গে। সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা। তবে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। শনিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি, এই পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস পরবর্তী দু’-তিন দিন। রবিবার অতি-ভারী বৃষ্টি হতে পারে কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলাতে। শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। রবিবার পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।

তবে সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে। বুধবার পর্যন্ত আংশিক মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে দু’-এক জেলার দু’-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।

পরিচ্ছন্নতায় স্বীকৃতি কেন্দ্রের, সেরার শিরোপা হুগলির বৈদ্যবাটি পুরসভার

সংবাদদাতা, হুগলি: কেন্দ্রের সেরার তালিকায় আবার জায়গা করে নিল রাজ্য। পরিচ্ছন্নতার নিরিখে সেরার শিরোপা জিতে নিল বৈদ্যবাটি পুরসভা। দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতর হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেন কেন্দ্রের আবাস ও শহরাঞ্চল বিষয়ক ও কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নগর উন্নয়ন সংস্থার (সুডা) ডিরেক্টর জলি চৌধুরি। চলতি বছর জুন মাসে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল এসে শহরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেন। শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য পৃথকীকরণ, সুলভ শৌচালয়ের ব্যবস্থাও ঘুরে দেখেন। এরপরেই পরিচ্ছন্নতার নিরিখে বৈদ্যবাটি পুরসভাকে বেছে নেন তাঁরা।

স্বীকৃতি মেলার পর বৈদ্যবাটি পুরসভায় সেলিব্রেশন।

পুর চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাতো বলেন, কোনও বিষয় নিয়ে শহরের সাধারণ মানুষের মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চেষ্টা করি সকলকে নিয়ে চলতে। জাপানি সংস্থার জাইকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বৈদ্যবাটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। হুগলি জেলার আরও সাতটি পুরসভা এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে সংযুক্ত হয়েছে। পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদা করে সংগ্রহ করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রিসাইকেল করা হচ্ছে। জাপানি টেকনোলজিতে। শহর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ঝাড়ুদার গাড়ি, জল ছড়ানোর জন্য গাড়ি, জঞ্জাল সংগ্রহের গাড়ি কেনা হয়েছে। শহরের যত্রতত্র আর জঞ্জাল পড়ে থাকে না। রাজ্যের পুরসভাগুলো নিয়ে যখন মিটিং হয় সেখানে বৈদ্যবাটিকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়। এটা বড় প্রাপ্তি।

বিবাহিতাদেরও সরকারি কোটায় অধিকার রয়েছে

প্রতিবেদন : বিবাহিত মহিলাদেরও সরকারি ‘এক্সজেমপটেড ক্যাটাগরি’ কোটায় চাকরি করার অধিকার রয়েছে। বক্রেশ্বর থার্মাল প্রকল্পে জমি হারানো পরিবারের বিবাহিত কন্যার আবেদন খারিজ করে শ্রম দফতর জানায়, কেবল অবিবাহিত মেয়ে এবং ছেলেরা এই সুবিধা পাবে। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ তা লিঙ্গবৈষম্যমূলক বলে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে। ডিভিশন বেঞ্চেও সেই রায় বহাল থাকে। এরপর ওই মামলায় শ্রম দফতর জানায়, আবেদনকারীকে কোটাভুক্ত করে সমস্ত সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যাসাগর সেতুতে গাড়িতে আগুন

প্রতিবেদন : দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে চলন্ত গাড়িতে ভয়াবহ আগুন লাগে। শুক্রবার সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে সেতুর উপরেই গাড়িটিতে আগুন ধরে যায় বলে জানা গিয়েছে। তবে, চালক দ্রুত নেমে পড়ায় এই ঘটনায় কেউ আহত হননি। খবর পেয়ে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল বাহিনী। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। ভবানী ভবনের এক আধিকারিক গাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন। ঘটনায় কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হলেও পরে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

একুশে জুলাই : গঙ্গাবক্ষে অভিনব প্রচার তৃণমূলের

বেলুড়ে গঙ্গাবক্ষে একুশের প্রচারে বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদদাতা, হাওড়া: হাতে আর কয়েকটা দিন। এরপরেই ঐতিহাসিক একুশে জুলাই। তার আগে সমাবেশের সমর্থনে বেলুড়ে গঙ্গাবক্ষে অভিনব প্রচার সারল তৃণমূল। শুক্রবার সকাল ১০টায় বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বেলুড় মঠের জেটিঘাট থেকে দুটি নৌকায় শুরু হয় প্রচার। ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্টু বণিক, বেবি প্রামাণিক সহ এলাকার তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। দলীয় পতাকা, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া ফেস্টুন ও ব্যানারে সুসজ্জিত দুটি নৌকায় বেলুড় মঠের জেটিঘাট থেকে বালি ব্রিজ পর্যন্ত দু’পাড়ের সবক’টি ঘাটে প্রচার চালানো হয়। একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে গঙ্গাবক্ষে আয়োজিত অভিনব এই প্রচার চাক্ষুষ করতে বেলুড় ও বালির প্রতিটি ঘাটেই মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায় বলেন, বেলুড়, বালির এলাকায় গঙ্গার পাড়ে ও তীরবর্তী অঞ্চলে বহু মানুষের বসবাস। তাঁদের কাছে একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের প্রচার চালাতেই আমরা এদিন দুটি নৌকা করে গঙ্গাবক্ষে প্রচার চালালাম।

বিজেপির বাঙালি বিদ্বেষের প্রতিবাদ ও একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে শুক্রবার বারুইপুরে মিছিল। নেতৃত্বে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও সায়নী ঘোষ।

একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে বিধাননগরে মন্ত্রী সুজিত বোসের নেতৃত্বে তৃণমূলের মিছিল। শুক্রবার।

একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে আরামবাগে সাংসদ মিতালি বাগের নেতৃত্বে মিছিল। শুক্রবার।

জলপাইগুড়ির জলঢাকা নদীর চরে একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী হাতির মৃতদেহ উদ্ধার

কয়েক ঘণ্টায় আটক

■ জলপাইগুড়ির মাটিয়ালিতে শুক্রবার উদ্ধার হয় নিখোঁজ কিশোরীর দেহ। কয়েকঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তকে আটক করল পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই কিশোরী বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটে থেকে নিখোঁজ ছিল। পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান পাননি। পরদিন সকালে স্থানীয়রা পাটখেতে দেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন মেটেলি থানার আইসি নিম্মা লেপচা ও তাঁর নেতৃত্বাধীন পুলিশ দল। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে নিখোঁজ ছিল মেয়েটি। পরে দেহ উদ্ধার হয়।

অবশেষে আত্মসমর্পণ

■ সাতমাস পর আত্মসমর্পণ করল বাবলা সরকার খুন কাণ্ডে অভিযুক্ত বাবলু যাদব। শুক্রবার বাবলু যাদব মালদহ জেলা আদালতে এসে আত্মসমর্পণ করে। উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি প্রকাশ্য দিবালোকে নিজের ওয়ার্ডেই খুন হন মালদহের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা ইংরেজবাজার পুরসভার ২২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দুলাল সরকার ওরফে দুলাল। দুষ্কৃতিরা তাঁকে ২২ নং ওয়ার্ডের মহানন্দাপল্লি এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে একাধিক গুলি চালিয়ে খুন করে। সমস্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পারলেও, ঘটনার পর থেকে বাবলু বিহারে গা ঢাকা দিয়েছিল।

সেতুর শিলান্যাস

■ সেতু নির্মাণকাজের শিল্যানাস করলেন করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের রানিগঞ্জ গ্রামপঞ্চায়েতের গেঁড়া নদীর ওপর পাকা কংক্রিটের সেতু নির্মাণ করা হবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের অর্থানুকূল্যে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন সেতু তৈরি করা হবে। ছিলেন পম্পা পাল, গৌতম পাল, জয়ন্ত দেবব্রত চৌধুরী প্রমুখ।

সাইকেলে রওনা

■ ২১ জুলাই কলকাতায় শহিদ দিবসে যোগ দিতে সাইকেল নিয়ে রওনা দিলেন উত্তর দিনাজপুরের চার যুবক। চার বন্ধু ইটাহার থেকে এদিনা রওনা হন। চারজন হলেন সাহাবাজ আলি, সৌরভ বর্মন, জয়ন্ত বর্মন, পিন্টু দেবশর্মা। এদের বাড়ি রায়গঞ্জ গৌরীপুর অঞ্চল ও ইটাহার দুর্গাপুর অঞ্চল। বৃহস্পতিবার বিকেলে ইটাহার জয়হাট ব্লক তৃণমূল দলীয় কার্যালয় থেকে ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের উপস্থিতিতে সাইকেল চালিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তাঁরা। এদিন ওই চার যুব তৃণমূল কর্মীর সাইকেল যাত্রার সাফল্য কামনা করেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন।

প্রতিবাদে গর্জে উঠল আইএনটিটিইউসি

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের হেনস্তা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে প্রতিবাদে শামিল হলেন দার্জিলিং জেলা সমতলের নেতা-কর্মীরা। শুক্রবার বিরাট প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দেন দার্জিলিং জেলা সমতলের আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নির্জল দে। ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রেয়াল, যুব জেলা সভাপতি জয়ব্রত মুখুটী, আইএনটিটিইউসির জেলা, ব্লকের নেতৃত্বরা। নির্জল বলেন, এই প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়বে গোটা দেশে। বিজেপি আটকাতে পারবে না। মানুষ জবাব দেবেন।

সংস্কৃতি চর্চায় স্কুলে মুক্ত মঞ্চ, খুশি ছাত্রীরা

■ উদ্বোধনে উপস্থিত বুলুচিক বরাইক। শুক্রবার।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : লেখাপড়ার মাঝেই স্কুলে যেন সংস্কৃতি চর্চা। এই বিষয়ে বরাবরই জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধূপগুড়ির প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলেও তৈরি হয়েছে মুক্তমঞ্চ। শুক্রবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে ধূপগুড়ি মহকুমার ধাপিদেবী বালিকা বিদ্যালয়ে ওই মুক্ত মঞ্চের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত এই মুক্তমঞ্চটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা। এই মঞ্চ ছাত্রীদের সৃজনশীল বিকাশ ও নানা সহপাঠ কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক এবং ধূপগুড়ি বিধানসভার বিধায়ক অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায়। ছিলেন বানারহাট থানার আইসি বিরাজ মুখার্জি, এলাকার পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

সাজা ঘোষণা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : পকসো মামলায় অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিল জলপাইগুড়ি বিশেষ আদালত। বানারহাট থানার পুলিশ দ্রুত চার্জশিট পেশ করায় এক বছরের মধ্যেই সাজা পেল দুই দোষী। শুক্রবার জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালত রায় ঘোষণা করে। আদালত কৃষ্ণ মাহালিকে ২৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানা ও অমিত লোহার ওরফে সুন্দরু লোহারকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে। একই সঙ্গে নির্যাতিতাকে ৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশও দেন বিচারক।

■ বাম-কংগ্রেস শিবিরে ভাঙন। শুক্রবার কালিয়াগঞ্জে ১৫টি পরিবার যোগ দিল তৃণমূল কংগ্রেসে।

উঠোন থেকে শিশুকে নিয়ে গেল লেপার্ড

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বাড়ির উঠোন থেকে শিশুকে টেনে নিয়ে গেল চিতাবাঘ। শুক্রবার রাতে বানারহাটের কলাবাড়ির ঘটনা। বছর তিনেকের ওই শিশুর নাম আয়ুব কালান্দির। বাড়ির উঠোনে খেলছিল শিশুটি। তখনই আচমকা ঢোকে চিতাবাঘ। তারপরই শিশুটিকে টেনে নিয়ে যায়।

খবর পাওয়া মাত্রই রাজ্য বন দফতর ও স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ডায়না, বিন্নাগুড়ি, নাথুয়া ও মরাঘাট রেঞ্জের বনকর্মীদের একত্র করে বিশেষ তৎপরতায় শুরু হয়েছে নজরদারি ও চিতাবাঘ ধরার অভিযান। নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বন দফতর।

সমাবেশের উদ্দেশে নেতা-কর্মীদের রওনা

■ নিউকোচবিহার স্টেশনে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

■ দলের কর্মীদের নিয়ে কোচবিহারের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

■ ধূপগুড়ি থেকে বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়। সঙ্গে দলের কর্মীরা।

■ ময়নাগুড়িতে মিছিল করে স্টেশনে এলেন দলীয় কর্মীরা।

■ কালিয়াগঞ্জে কর্মীদের রওনা। ছিলেন নিতাই বৈশ্য, রাম দেব সাহানী প্রমুখ।

■ বালুরঘাটে দলীয় কর্মীদের সহায়তায় স্টেশনে শিবির।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
19 July, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি মিছিলেই জেলায় জেলায় নারীশক্তির উদ্ভাস

■ শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পথসভা। বর্ধমানের কার্জন গেটে এই সভায় পূর্ব বর্ধমান জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী নীলা মুন্সি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। একুশে ধর্মতলায় বর্ধমান থেকে মহিলাদের অংশগ্রহণ যাতে রেকর্ড করে তার আবেদন জানানো হয় এদিন।

■ ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের ৭ নম্বর পেটবিন্ধি অঞ্চল তৃণমূলের উদ্যোগে প্রস্তুতি মিছিলে শামিল হন গোপীবল্লভপুর ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি টিঙ্কু পাল, জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র, পেটবিন্ধি অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি শংকরপ্রসাদ দে, অঞ্চল সহসভাপতি অমৃত ঘোষ, অঞ্চল তৃণমূল নেত্রী মণিকা চন্দ মাইতি প্রমুখ।

সিউড়িতে আইটি হাব মোদির ভোটের টোপ

সংবাদদাতা, সিউড়ি : দুর্গাপুর সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার বলেন, বিজেপি বাংলায় ক্ষমতা এলে বীরভূম ব্যাঙ্গালোরের মতো আইটি হাব হয়ে যাবে! এই মন্তব্যকে অত্যন্ত হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি। বললেন, প্রধানমন্ত্রী বীরভূমের মানচিত্র সম্পর্কে অবগত নন। ওঁর দলের কর্মীরা ওঁকে ভুল বোঝাচ্ছেন। এই ধরনের কথাবার্তা আসলে ভোটের টোপ। প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে উনি অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও একটাও পালন করেননি। বীরভূমে আইটি হাব গড়ে তোলা ওইরকমই ভুয়ো প্রতিশ্রুতি।

স্কুলে বাজ পড়ায় অসুস্থ পাঁচ ছাত্রী

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : স্কুলচলাকালীন বাজ পড়ে। তার জেরেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে পাঁচ ছাত্রী। শুক্রবার দুপুরে গঙ্গাজলঘাটির থানার কুস্থলিয়া হাইস্কুলে। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি দ্রুততার সঙ্গে ওই পাঁচ ছাত্রীকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কিত পড়ুয়ারা। সহশিক্ষক বিকাশচন্দ্র মণ্ডল বলেন, টিফিনের সময় বৃষ্টির মধ্যেই বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় পাঁচ ছাত্রী কম বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে অষ্টম শ্রেণির চার ও ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীও রয়েছে।

বাঙালি-বিরোধী মোদিকে গো ব্যাক বাংলা পক্ষ-র

প্রতিবেদন : নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালিকে আক্রমণ করছে। বাংলা ভাষায় কথা বললেই 'বাংলাদেশি' বলে দাগিয়ে জেলে ঢুকিয়ে অত্যাচার করছে কিংবা জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে বিজেপি সরকার। সেই সময়েই মোদি বাংলার দুর্গাপুরে এসে বাঙালির থেকে ভোট চাইছেন! এই অভিযোগ তুলে মোদির দুর্গাপুর সফরকালে তাঁর যাত্রাপথে বিক্ষোভ দেখাল বাংলাপক্ষ। পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সম্পাদক অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্লোগান ওঠে, 'বাঙালির শত্রু নরেন্দ্র মোদি গো ব্যাক।' যে বাঙালি ভারত স্বাধীন করেছে, বিজেপির আমলে সেই বাঙালিরই নাগরিকত্ব ও ভাষা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে! বাংলাভাষায় কথা বলা অপরাধ? গরিব বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের কেন এভাবে আক্রমণ করা

হচ্ছে? মোদির কাছে তারই জবাব চাইছে বাঙালি। দাবি, বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। আগামী ভোটে বাঙালির শত্রু বিজেপিকে বাংলা থেকে মুছে দেবে বাঙালি।

খড়্গপুরে আত্মঘাতী পড়ুয়া কেন মৃত্যুমিছিল উঠছে প্রশ্ন

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : একের পর এক ছাত্র আত্মঘাতী হচ্ছে আইআইটি খড়্গপুরে। মৃত্যুমিছিল চলেছেই। শুক্রবার আবার এক পড়ুয়া আত্মঘাতী হলেন। কেন বারবার পড়ুয়ারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন, কেন তা

আটকানো যাচ্ছে না, সেই প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। আইআইটি কর্তৃপক্ষ নাকি ছাত্রমৃত্যু আটকাতে নানা কৌশল নিচ্ছে। কিন্তু তার ফলশ্রুতি কী, বোঝা যাচ্ছে না। শুক্রবার আইআইটির আরপি হল থেকে পাখায় ঝুলন্ত অবস্থায় ঋতম মণ্ডল নামে এক ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার করল খড়্গপুর টাউন থানার পুলিশ। ঋতম খড়্গপুর আইআইটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। কলকাতা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। সকালবেলা গেট না খোলায় বন্ধুবান্ধবেরা গেটে নাড়া দেন। তাতেও গেট না খুললে তাঁরা হল ম্যানেজমেন্টকে খবর দেন। হল ম্যানেজার পুলিশকে ডেকে গেট খুলে ভেতরে ঢুকলে ঝুলন্ত অবস্থায় ছাত্রটিকে দেখা যায়। ঋতমের বাবা উত্তমকুমার মণ্ডলকে ইতিমধ্যে ফোন করে সমস্ত বিষয়টি জানিয়েছে খড়্গপুর টাউন থানার পুলিশ। খবর পেয়েই খড়্গপুর আইআইটির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন উত্তমবাবু।

গবেষণায় বর্ধমানের শিক্ষকের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

সংবাদদাতা, বর্ধমান : আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সংস্থা সায়েন্টিফিক লরেলস বর্ধমানের কাঞ্চননগর দীননাথ দাস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ড. সুভাষচন্দ্র দত্তকে 'ইনোভেটিভ রিসার্চার অফ দ্য ইয়ার' সম্মানে সম্মানিত করল। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গ্রিন ওয়ার্ল্ড অ্যামবাসাডার তথা গ্রিন অ্যাপল এনভায়রনমেন্ট অ্যাওয়ার্ড বিজেতা, রেশমকীট বিষয়ক একটি পেটেন্টের অধিকারী, ১৩৯টি গবেষণাপত্রের লেখক সুভাষচন্দ্র একজন প্রতিভাবান গবেষক। জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা পরিবেশ তথা বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা নিচ্ছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যে তিনি বিশেষজ্ঞ। সুভাষ বায়ো মেডিসিন বা হেলথ কেয়ার গবেষক, জাতীয় মেন্টর ও এসটিইএম এডুকেটর, এসটিইএম ইনোভেটর তথা আন্তর্জাতিক

গবেষক, বিভিন্ন জার্নালের এডিটর ও বোর্ড মেম্বার, পরিবেশবিদ। এছাড়াও তিনি বিজ্ঞানসংক্রান্ত একাধিক পত্রিকার নিয়মিত লেখক। যার মধ্যে রয়েছে এনভায়ারনমেন্টাল সায়েন্স পত্রিকা, অ্যাডভান্সেজ ইন ক্লিনিকাল টক্সিকোলজি, ইনসাইটস অফ ক্লিনিকাল অ্যান্ড মেডিক্যাল ইমেজেস প্রভৃতি। এর আগে সুভাষ অ্যালবার্ট নেলসন মারকুইস লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট, বায়োডায়ভার্সিটি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ গবেষণা পুরস্কার, আর্টিকল অফ মেরিট ইত্যাদি দেশিবিদেশি সম্মান পেয়েছেন। সুভাষ জানিয়েছেন, পরিবেশবান্ধব উদ্ভিদ তথা প্রাণিসম্পদ, উদ্ভিদের রোগনিরাময় ক্ষমতা, ননমেডিকেটেড ব্যক্তি ও এনজিওদের এ-বিষয়ে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করা, পাখিদের জন্য কৃত্রিম বাসা, কৃষিজমির নতুন ব্যবহার, পরিবেশসচেতনতা নিয়ে তিনি কাজ করে চলেছেন। এই সম্মান পাওয়ায় কাজের স্পৃহা বাড়ল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বাঁকুড়ার শালতোড়া থেকে রঘুনাথপুর গিয়ে সিমেন্টের বস্তা নামিয়ে ফেরার পথে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া রাজ্য সড়কের সাধুশালতোড়া মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরিতে ধাক্কা দেওয়ায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান লরির খালাসি। আহত তিন শ্রমিক। একজন আশঙ্কাজনক

আমার বাংলা
19 July, 2025 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

প্রধানমন্ত্রীর সভার আগেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে দুশো

দুর্গাপুর

■ নবাগতদের হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর: শুক্রবার দুর্গাপুরে হল প্রধানমন্ত্রীর সভা। আর ঠিক তার আগেই পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার জামগড়া গ্রামে বিজেপির যুব মণ্ডল সভাপতি-সহ প্রায় ২০০ জন সক্রিয় কর্মী তৃণমূলে যোগ দিলেন। বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন। তৃণমূলে যোগদানের পরই প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি সুমন্ত রুইদাস বলেন, বিজেপি পুরোপুরি ভাঁওতাবাজদের দল। জনগণের পাশে থাকা তো দূরের কথা, মিথ্যাচার আর অন্যায় অপবাদের পাশাপাশি ধর্মীয় জিগির তুলে বিজেপি রাজনীতি করে যাচ্ছে। এটা ওই দলে থেকে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। তাই এই দল করার আর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমরা চাই মানুষের পাশে থাকতে। এর জন্যই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন যজ্ঞে শামিল হতে আজ তৃণমূলে যোগ দিলাম।

রেলের গাফিলতিতে ক্ষুব্ধ বনমন্ত্রী ট্রেনে কাটা পড়ে ৩ হাতির মৃত্যু

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফের রেল লাইনে এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল তিনটি হাতির। ঝাড়গ্রামের বাঁশতলা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ডাউন জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু হয় একটি পূর্ণবয়স্ক হাতি-সহ দুটি শাবক হাতির। রাত প্রায় ১টা নাগাদ খড়্গপুর-টাটানগর ডিভিশনের অন্তর্গত একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায়। সাত বছর আগে একই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনায় এভাবেই অংশ ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছিল বন্য হাতি। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, রেল লাইনে হাতিমৃত্যুর দায় কার? এ প্রসঙ্গে বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা বলেন, হাতিমৃত্যুর ঘটনা বন দফতরের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা কাল রাত ১০.৫৬ মিনিটেই রেল কর্তৃপক্ষকে আগাম হাতির বিষয়ে মেসেজ করে জানিয়ে দিয়েছিলাম। বিষয়টি তদন্ত করে দেখার পাশাপাশি এত স্পিডে ট্রেনটি কেন যাচ্ছিল সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় বনকর্মী ও হুলা পার্টির দাবি, ঘটনার ঠিক আগে ওই এলাকায় হাতির উপস্থিতি সম্পর্কে রেল ও বন দফতরের যৌথ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বার্তা পাঠানো হয়েছিল। তবুও কেন ট্রেনের গতি কমানো হয়নি, কেন বারবার হর্ন বাজিয়ে সতর্কতা নেওয়া হয়নি, তা নিয়েই উঠছে তীব্র অভিযোগ। অন্যদিকে বন দফতর জানিয়েছে, হাতির দলটি কয়েক দিন ধরেই ওই জঙ্গলে অবস্থান করছিল। কোনওরকম 'ড্রাইভ' বা তাড়ানোর কাজ চলছিল না। ফলে রাতে হুলা পার্টি রেল লাইন ধরে হাতি ড্রাইভ করাচ্ছিল বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা অস্বীকার করেছে বন দফতর। শুক্রবার ভোরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বন দফতর ও রেলের যৌথ দল। দেখা যায়, বেঁচে থাকা হাতিরা দুর্ঘটনায় মৃত হাতিদের দেহ ছেড়ে যেতে চাইছে না। তারা রেল লাইনের উপরে দাঁড়িয়ে পড়ে রীতিমতো রেল চলাচল ব্যাহত করে। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর অবশেষে বনকর্মীরা হাতিগুলিকে সরিয়ে দেন। এরপর জেসিবি মেশিন এনে মৃত হাতিগুলিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

ঝাড়গ্রাম

■ লাইন থেকে হস্তিশাবকের দেহ উদ্ধারের চেষ্টা।

জেলায় জেলায় একুশের প্রস্তুতি

■ আউশগ্রাম বিধানসভা তৃণমূলের উদ্যোগে হাটতলা মাঠে একুশের প্রস্তুতিসভায় বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডার, সাংসদ অসিত মাল, জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, সহ-সভাপতি শান্তাপ্রসাদ রায়চৌধুরি, জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি সন্দীপ বসু প্রমুখ।

■ কৃষ্ণনগর কালেক্টরি ভবনে শুক্রবার একুশের প্রস্তুতি মিছিলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের নদিয়া জেলা শাখা কার্যকরী সভাপতি অনুপম মণ্ডল ও সভাপতি তরুণকান্তি মুন্সি-সহ নেতৃত্ব।

একুশের ধর্মতলায় এক লক্ষ মানুষ জড়ো করা টার্গেট পূর্ব মেদিনীপুরের

সংবাদদাতা, তমলুক : ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটাই তৃণমূলের শেষ একুশে জুলাই সমাবেশ। তাই এবার এর ঝাঁজ বাড়াতে চলেছে দল। একুশে জুলাইয়ের মাধ্যমে হবে জনসংযোগ। নির্বাচনের আগে বিরোধীদের সামনে নিজেদের শক্তি দেখাতে এবারের একুশে জুলাইকেই বড় মাধ্যম হিসেবে বেছে নিচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে এবার ১ লক্ষ মানুষকে ধর্মতলা নিয়ে যাওয়ার টার্গেট বেঁধে প্রচারে নেমেছেন তাঁরা। কাঁথি এবং তমলুক দুই সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের তরফে চলছে একুশের প্রস্তুতিপর্ব। চলছে কোন অঞ্চল থেকে কত মানুষ যাবেন তার হিসেবনিকেশ।ব্লক, অঞ্চল পর্যায়ে চলছে একুশের প্রস্তুতিসভা। কাঁথি থেকে ৫০ হাজার, তমলুক থেকেও ৫০ হাজার মানুষ নিয়ে যাওয়া হবে ধর্মতলা সমাবেশে। প্রতিটি অঞ্চল থেকে কমপক্ষে ২০০ মানুষ যাবেন। অঞ্চল পিছু দুটি করে বাস বরাদ্দ হচ্ছে। যেখানে জনসংখ্যা বেশি সেখানে ৪টি পর্যন্ত বাস থাকছে। যে যে ব্লকে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে ট্রেনেই নিয়ে যাওয়া হবে। গোটা জেলার জন্য ৭০০টি বাস ভাড়া করেছে জেলা তৃণমূল। গেঁওখালি, কুকুড়াহাটির মতো এলাকাগুলি থেকে জলপথে লঞ্চ ভাড়া করে মানুষকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হবে। বিভিন্ন জেলা থেকে কোলাঘাট হয়ে কলকাতা যেতে হয়। তাই কোলাঘাটে তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের তরফে বিশেষ ক্যাম্প হবে। সেই ক্যাম্পে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মানুষদের জন্য থাকবে টিফিন-জলের ব্যবস্থা। শুক্রবার কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বীরেন্দ্র স্মৃতিসৌধ ভবনে একুশের প্রস্তুতিসভা করে। উপস্থিত ছিলেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পীযূষকান্তি পন্ডা। তিনি জানান, একুশে জুলাই আমাদের আবেগ। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা শুনতে কাঁথি থেকে ৫০ হাজার মানুষ নিয়ে যাব। তমলুকেও ব্লকে ব্লকে একুশের প্রস্তুতিসভায় থাকছেন জেলা সভাপতি সুজিতকুমার রায়। তিনি জানান, ৫০ হাজার লোকের বাস বুকিং চলছে।

■ মহিষাদলে একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে মহামিছিলে বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী-সহ নেতৃত্ব।

জগন্নাথধামে ৭০ পুরোহিত নিয়ে তৃণমূল নেতা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ৭০ জন পুরোহিতকে নিয়ে শুক্রবার সদলবলে দিঘার জগন্নাথধাম দর্শনে গেলেন মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। এলাকার পুরোহিতরা নিখরচায় দিঘার জগন্নাথধাম দেখার সুযোগ পেয়ে খুশি। মাস খানেক আগে মেমারি থেকে দিঘা সরকারি বাস চালু হয়। সেদিনই মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, পুরোহিতদের দিঘার জগন্নাথধাম দর্শনে নিয়ে যাবেন তিনি। সেই মতো শুক্রবার সকালে পুরোহিতদের নিয়ে বাস রওনা দেয় দিঘার উদ্দেশে।

পুলিশকর্তার ফ্রি কোচিং সেন্টারে পড়ে পিএসসি-তে সফল ৬ পড়ুয়া

মৌসুমী হাইত ● পশ্চিম মেদিনীপুর

ইচ্ছে থাকলেও আর্থিক অভাবে ডব্লুবিসিএস, পিএসসি পরীক্ষার কোচিং নিতে পারছিলেন না এলাকার যুবক-যুবতীরা। তাঁদের পাশে দাঁড়ান গড়বেতা থানার ওসি। নিজের উদ্যোগে ওই এলাকায় তিনি চালাচ্ছেন একটি ফ্রি কোচিং সেন্টার। যার নাম 'গড়বেতা ডব্লুবিসিএস কোচিং সেন্টার'। যার শুরু তৎকালীন গড়বেতা ১-এর বিডিও ওয়াসিম রেজার হাতে। তাঁর বদলির পর দুশ্চিন্তা ছিলেন ওই কোচিং সেন্টারের পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া যুবক-যুবতীরা। সেই দুশ্চিন্তা দূর করে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন গড়বেতা থানার ওসি ডঃ প্রণবকুমার সেনাপতি। নিজের উদ্যোগে গত দু'বছর ধরে কোচিং সেন্টারটি চলছে রমরমিয়ে। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৫। পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মিসলেনিয়াস পরীক্ষার প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ হয় ১৬ জুলাই। তাতে দেখা যায়, সাফল্যের সঙ্গে পাস করেছেন এই কোচিং সেন্টারের ৬ পড়ুয়া সোনালি তামাং, ঋত্বিক নিয়োগী, সৌভিক নিয়োগী, পলাশ ঘোষ, সৌরভ হাজরা ও তুহিনশুভ্র খান। ওসি নিজে ছাড়াও আরও কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা এই সেন্টারে শিক্ষাদান করেন। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চলে কোচিং সেন্টারটি। খড়্গপুর গ্রামীণেও এরকম আরেকটি কোচিং সেন্টার চালান তিনি। ওসি নিজের ফেসবুকে লিখেছিলেন, খেতে না পাওয়া গরিব পরিবার থেকে লড়াই করে তাঁর এই জায়গায় পৌঁছনোর কষ্ট ও লড়াইয়ের কথা। তাই গরিব দুঃস্থ পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবেই এই ধরনের কোচিং সেন্টার চালাচ্ছেন তিনি। ওসির এই মানবিক ভূমিকায় খুশি এলাকাবাসী। প্রণববাবু বলেন, কোচিং শুরু করেছিলেন আগের বিডিও স্যার। স্যারের বদলির পর আমি দায়িত্ব নিই। বর্তমানে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এবার ৬ জন পাস করেছে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন মিসেলেনিয়াস প্রিলিমস পরীক্ষায়। পড়ুয়াদের আমরা যতটা সম্ভব সাহায্য করি। পড়ার পাশাপাশি পরীক্ষা নেওয়া হয়। এক-একদিন সেখানেই পড়ুয়াদের খাওয়াদাওয়ার আয়োজন হয়। প্রণববাবুর ইচ্ছে, ওই এলাকার কেউ কেউ ভবিষ্যতে একদিন জেলাশাসক, জেলা পুলিশ সুপার বা বিডিও সাহেব হয়ে উঠুন।

■ পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সফল এই ৬ পড়ুয়া পাশ করলেন পিএসসি মিসলেনিয়াস পরীক্ষা।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

19 July, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

বাংলায় কথা বলার দায়ে মতুয়ারা গ্রেফতার মহারাষ্ট্রে

সংবাদদাতা, নদিয়া : ভারতের বিভিন্ন বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলায় আক্রান্ত হচ্ছেন বাঙালিরা। পুলিশ বিনা কারণে আটকে রাখছে তাঁদের। অভিযোগ করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির দাবি, বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধেই নাকি এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।। সে কথা যে মিথ্যা প্রমাণিত হল রানাঘাটের এই ঘটনায়। শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার অপরাধে দুই মতুয়া ধর্মের মানুষকেও মহারাষ্ট্রের পুলিশের হাতে গ্রেফতার হতে হল। গত নভেম্বরে সেন্টারিংয়ের কাজে মহারাষ্ট্রে যান দুই ভাই মুনিশঙ্কর বিশ্বাস (২২) ও নয়ন বিশ্বাস (২০)। রানাঘাট ২ নম্বর ব্লকের

■ ছেলের পরিচয়পত্র দেখাচ্ছেন মা।

মাঠপাড়া এলাকার বাসিন্দা। ২৭ ডিসেম্বর হঠাৎ মহারাষ্ট্র পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে। পরিবারের লোকজন এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে খবর পান। সাতমাস ধরে ছেলেদের ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনছেন হতদরিদ্র বাবা-মা। বাবা নিশিকান্ত ও মা পুষ্পা বিশ্বাস জানান, অভাবের কারণেই মহারাষ্ট্রে কাজ করতে গিয়েছিলেন দুই ছেলে। কীভাবে অতদূর থেকে তাঁদের ছাড়িয়ে আনবেন সেই ভাবনায় তাঁরা শঙ্কিত। অভিযোগ, বাঙালি ও মতুয়া হওয়াতেই পুলিশ পরিকল্পিতভাবে তাঁদের হয়রান করছে। এদিকে মোদিজি বাংলায় এসে বড়বড় কথা বলে যাচ্ছেন।

■ ঘাটালের বিভিন্ন প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করে আজবনগর ২ পঞ্চায়েতের শিলারাজনগর এলাকায় শতাধিক মানুষকে চাল, ডাল, ত্রিপল, বস্ত্র-সহ ত্রাণসামগ্রী দিলেন প্রতিমন্ত্রী শিউলি সাহা, বিধায়ক অজিত মাইতি, ঘাটাল মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, বিডিও অভীক বিশ্বাস-সহ প্রশাসন কর্তারা।

■ একুশের আহ্বানে যুব তৃণমূলের বাইক র‍্যালি। উপস্থিত দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, নির্ণয় রায়-সহ নেতা-কর্মীরা।

হঠাৎ স্কুলে অসুস্থ ৫০ ছাত্রী চাঞ্চল্য নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জে

সংবাদদাতা, নদিয়া : এ যেন ভূতুড়ে কাণ্ড। হঠাৎ গ্রামের এক স্কুলের ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে শিক্ষকরা তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেন। তার কিছুক্ষণ পর থেকেই একের পর এক ছাত্রী অসুস্থ হতে শুরু করেছে। প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয়। নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত খালবোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খালবোয়ালি হাইস্কুলের। ক্রমাগত অসুস্থ ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে শেষে ৫০ ছাড়িয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শিক্ষক সুবীর ঘোষ জানান, প্রথমে এক ছাত্রী শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থ হওয়ায় তাকে আমরা স্থানীয় কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করি। এরপর আস্তে আস্তে ছাত্রীদের অসুস্থতার সংখ্যা বাড়তে থাকে, তাও প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি ছাত্রী হাসপাতালে ভর্তি। হাসপাতালের চিকিৎসকরা প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পরে জানান, এটি প্যানিক অ্যাটাক হতে পারে। এক অভিভাবকের বক্তব্য, বিদ্যালয়ের খুব কাছেই একটি অস্বাস্থ্যকর পরিত্যক্ত শৌচালয় রয়েছে ও একটি বুজে যাওয়া পচা পুকুর আছে। যার থেকে দুর্গন্ধ বা গ্যাস বেরিয়েও এই ঘটনা ঘটতে পারে। স্থানীয়

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থেকে শুরু করে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ছাত্রীদের দেখতে যান। জেলা স্বাস্থ্যকর্তারাও নজর রাখছেন। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জ্যোতিচন্দ্র দাস জানান, এখন সকল ছাত্রীই সুস্থ, চিন্তার কোনও কারণ নেই।

জলপাইগুড়িতে সপ্তাহে একদিন বসবে জনদরবার

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়িতে এবার থেকে সপ্তাহে একদিন করে বসবে জনদরবার। শুক্রবার ঘোষণা করেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ (এসজেডিএ)-এর চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। সাধারণ মানুষের সমস্যা সরাসরি শোনার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়ারে সরকার কর্মসূচিকে দেখেই অনুপ্রেরণা। শিগগিরই এই জনদরবার ব্যবস্থা চালু করা হবে যাতে শহরবাসীর অভাব-অভিযোগ সরাসরি প্রশাসনের কাছে পৌঁছতে পারে এবং দ্রুত সমাধানও সম্ভব হয়। শুধু জনদরবার নয়, জলপাইগুড়ি শহরের সামগ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনার কথাও এদিন জানান দিলীপ। বলেন, রাজবাড়ি দিঘিকে ঘিরে সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরুর পরিকল্পনা আছে।

বাঁচাও সুন্দরবন

■ বাঁচাও সুন্দরবন অভিযানে মৌসুনী দ্বীপের কুসুমতলা বিবেকপল্লিতে এক বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বরানগর বনহুগলি যুবক সংঘ। ‘একটি গাছ একটি প্রাণ’ স্লোগানকে সামনে রেখে অরণ্য সপ্তাহ উদযাপনের অংশ হিসেবে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। যুবক সংঘের সম্পাদক শঙ্কর রাউত জানান, এর মাধ্যমে সুন্দরবনের রাস্তার ধারের মাটিক্ষয় রোধ করা যাবে।

জবাব নেই মোদির

(প্রথম পাতার পর)

খালি হাতে এসেছেন কেন? বাংলার এক লক্ষ সত্তর হাজার কোটি টাকার বকেয়া— সেটা দেননি। দৃশ্যমান বকেয়া যেটা সেটা দেননি আর অদৃশ্য ৫ হাজার কোটি টাকার গল্প শুনিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাকে কেউ দয়া করতে বলছে না। সাফ কথা তৃণমূল কংগ্রেসের। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী বাংলায় এসেছেন। বাংলা রাজ্য কোনটা কীরকম দেখতে সেটা জানেন তো! বাংলাভাষীদের বিতাড়িত করছে বিভিন্ন রাজ্য। সেটা নিয়ে কিছু বললেন না। এখন বিকশিত বলছেন, বোঝা যাচ্ছে চাপটা ভালই হয়েছে। বিকাশটা কোথায় করলেন আমরা জানতে চাই। বিভিন্ন রাজ্যে যারা বাংলাভাষী, বাংলায় কথা বলি, তাদের রোহিঙ্গা বলে তাড়িয়ে দিচ্ছেন? একটি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যারা বাংলায় লিখছে তাদের বিদেশি বলে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। তারপর দেখলাম দুর্গাপুরে এসেছেন। কী করেছেন? কিছু একটা উন্মোচন করছেন? কুণাল ঘোষ বলেন, মিথ্যাচার কোন জায়গায় গেছে, নিজে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বছরে দু-কোটি চাকরির। দশ বছর হয়ে গেছে ২২ কোটি চাকরি হওয়ার কথা। রিপোর্ট বলছে, ২২ লাখ হয়েছে। সারাদেশে বেকারত্বের গড় বাড়ছে। বাংলায় গড় নিম্নমুখী। আর উনি আসছেন পশ্চিমবঙ্গের সমালোচনা করতে! প্রত্যেকটি বিজেপি রাজ্যে নিয়মিতভাবে নির্যাতন চলছে। আরজি করের কথা বলছেন! ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। কসবায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করেছে। বিজেপি রাজ্যে হসপিটাল-এর মধ্যে নার্সকে খুন করে দিয়ে গেল। উত্তরপ্রদেশে পুলিশ ছাত্রীকে ধর্ষণ করছে! মহারাষ্ট্রের পুণেতে হোম ডেলিভারি বয় ধর্ষণ করল। গুজরাতে বিলকিসের ধর্ষকদের ছেড়ে দিল। বাংলায় বাম জমানার থেকে ক্রাইম কমেছে। সম্পূর্ণভাবে মিথ্যাচার করেছেন। বাংলার বকেয়া টাকা দেননি।

তীব্র কটাক্ষে কুণাল ঘোষ বলেন, আপনার মঞ্চে তো সব দলবদলুরা। তাদের নিয়ে আপনি কী করবেন? যে নিজের দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের মানুষ বিশ্বাস করবে? তৃণমূলে থাকলে যাদের বিরুদ্ধে নাকি অভিযোগ তাদের এই করতে হবে ওই করতে হবে, তিনি মোদির পাশে বসে বলছেন পরিবর্তন আনবেন! তৃণমূলের বাতিল আর ছাঁটগুলো সব আপনার চারপাশে বসে আছে। যারা তৃণমূলে থেকে আপনাদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছিল, তারা তৃণমূলকে মিস করে আপনাদের পাশে বসে আছে। তাঁর সংযোজন, ওড়িশার ঘটনা তো ভয়ঙ্কর। কলেজের মধ্যে অধ্যাপক-শিক্ষক এরা নির্যাতন করছেন, ছাত্রীটি বিচার না পেয়ে গায়ে আগুন দিল। মণিপুর-গুজরাত-ত্রিপুরা-ওড়িশাতে মিছিল চলছে নারী নির্যাতনের। আর এখানে এসে নারীদের কথা বলবেন এটা কেউ যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার হল? আর এখানে বাংলায় কোনও ঘটনা ঘটলে রাজ্য পুলিশ কলকাতা পুলিশ কতগুলো ফাঁসির সাজা করিয়ে এনেছে! বিজেপির সাংসদ ব্রিজভূষণ নারী নির্যাতনে অভিযুক্ত। আপনার সঙ্গে এক মঞ্চে, আপনার পিছনে বসে রয়েছেন। কী করছিলেন আপনি? প্রধানমন্ত্রী, আপনি সমস্ত স্ববিরোধী কথা বলেছেন। নরেন্দ্র মোদি, আপনি এমন থুতু ফেলেছেন ওপরদিকে, তার প্রতিটা বিন্দু আপনার মুখে পড়ছে।

■ একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে বিভিন্ন জায়গায় দেওয়াল লিখন চলছে। হচ্ছে মিটিং-মিছিল। হাওড়া পুরসভার ৪৮ নং ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখনে হাত লাগালেন শিবপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি স্বয়ং।

বন্যার্তদের জন্য জেলা পুলিশের রান্নাঘর

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের নদীর তীরবর্তী জাহানপুর গ্রামে এক মানবিক পদক্ষেপের সাক্ষী রইল মানুষ। টানা বৃষ্টির জেরে ডুলুং, সুবর্ণরেখা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় আতঙ্ক হয়েছিলেন এলাকার মানুষ। এই পরিস্থিতিতে এলাকার সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ ও বেলিয়াবেড়া থানা। বেলিয়াবেড়া থানার জাহানপুর গ্রামে আয়োজন করা হয় কমিউনিটি কিচেন। জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং বেলিয়াবেড়া

থানার সহযোগিতায় এই রান্নার ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশের আধিকারিকেরা শুধু নজরদারি করেই থেমে থাকেননি, তাঁরা নিজের হাতে খাবারের বালতি নিয়ে গ্রামের মানুষদের পরিবেশন করেন। বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নিলু মণ্ডল, থানার সাব ইন্সপেক্টর সন্দীপ মল্লিক নিজে উপস্থিত থেকে ভাত, সব্জি তরকারি, মাংস, চাটনির মতো খাবার বসিয়ে খাওয়ান গ্রামবাসীদের। এই মানবিকতায় উজ্জ্বল এক নজির স্থাপন করল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যোগীরাজ্যের বাঘপতে পণের দাবিতে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে আত্মঘাতী হলেন ২৮ বছরের গৃহবধূ মনীষা। হাত-পা সহ সারা দেহে লিখে রেখে গেলেন সুইসাইড নোট। ভয়ঙ্কর অত্যাচারের করুণ কাহিনি। দায়ী করলেন স্বামী ও তার পরিবারকে

বৈধপথে পালাতে পারেননি রুশ মহিলা

দেশজুড়ে তল্লাশির নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

প্রতিবেদন : রুশ মহিলা ভিক্টোরিয়া ঝিগালিনা তাঁর চার বছরের সন্তানকে নিয়ে দেশেই আছেন। বৈধ পথে দেশ ছেড়ে যেতে পারেননি। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে একথা জানালেন কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী ঐশ্বর্য ভাটি। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচাপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি ছিল ভিক্টোরিয়ার স্বামী সৈকত বসুর দায়ের করা মামলার। তাঁর অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী ভিক্টোরিয়া আসলে রুশ গুপ্তচর। তিনি তাঁদের ছেলে স্ট্যাভিওকে গুম করেছেন। বিচারপতি সূর্যকান্ত কেন্দ্রের আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, তাহলে খুঁজে পাচ্ছেন না কেন ভিক্টোরিয়া এবং তাঁর শিশুসন্তানকে? কেন্দ্রের উত্তর, ডিফেন্স কলোনির যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন ভিক্টোরিয়া, সেখানে গিয়ে দিল্লি পুলিশ কাউকে খুঁজে পায়নি। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে লুক আউট জারি করে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে তারা। দেশের সব জায়গায় সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে। রুশ মহিলা ভিক্টোরিয়ায় মোবাইল ফোনও বন্ধ। এমনকী ৩ এপ্রিলের পর তিনি কোনও ব্যাঙ্ক লেনদেনও করেননি। বিদেশে ফোনও করেননি কাউকে। তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে ভিক্টোরিয়া শেষবার ২৫০ টাকা তুলেছেন, জানান আইনজীবী। ইতিমধ্যেই রুশ মহিলা ভিক্টোরিয়ার মা মস্কো থেকে ১০ জুলাই রাশিয়ান দূতাবাসে অভিযোগ জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ে নিখোঁজ। এরপর থেকে রুশ মহিলার মাকেও ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। দিল্লি পুলিশ দূতাবাসে তল্লাশি চালাতে গিয়ে জানতে পারে সেই তথ্য। বললেন আইনজীবী ভাট্টি। এদিকে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে সৈকত বসুর আইনজীবী শুভাশিস ভৌমিকের দাবি, ভারতের বিদেশমন্ত্রকে কর্মরত এক আধিকারিকের রুশ স্ত্রী ভিক্টোরিয়াকে সাহায্য করছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

আদালতে নির্দেশ, যা করার দ্রুত করুন। খুবই উদ্বেকজনক পরিস্থিতি। আগামী দু'দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ। গোটা দেশে অভিযান চালান। বিকল্প পথে ভিক্টোরিয়া তাঁর শিশুসন্তানকে নিয়ে কোথাও পালিয়েছেন কি না তা খতিয়ে দেখুন। জল, রেল, সড়কপথে কোথায় যেতে পারেন সব দিক খতিয়ে দেখতে হবে। নির্দেশ দেন বিচারপতি সূর্যকান্ত। সোমবার হবে মামালার পরবর্তী শুনানি। ওই দিনই স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়েছে, রুশ নাগরিক ভিক্টোরিয়াকে খুঁজে বার করতে সব রাজ্যের এজেন্সিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। প্রয়োজনে গুরগাঁও, নয়ডার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করতে হবে। ভিক্টোরিয়ার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশে দেওয়া হয়েছিল বৃহস্পতিবারই। সব মিলিয়ে শীর্ষ আদালত বুঝিয়ে দিয়েছে, সময় নষ্ট করা চলবে না মোটেই।

বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন নির্যাতিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু

বালেশ্বরের ছাত্রীকে অগ্নিপরীক্ষার প্ররোচনা দেওয়া হয় অধ্যক্ষের ঘরে

প্রতিবেদন: বালেশ্বরের ফকিরমোহন কলেজের নির্যাতিতা ছাত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া হয়েছিল অধ্যক্ষের ঘরেই। কেউ বা কারও কথা তাঁকে এমনভাবে আঘাত করেছিল যাতে 'অগ্নিপরীক্ষা' দিতে বাধ্য হন নির্যাতিতা। অধ্যক্ষের কথা হয়তো তাঁকে এতটাই আঘাত করেছিল যা সহ্য করতে পারেননি তিনি। অধ্যক্ষের ঘরের সামনে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন ওই ছাত্রী। বিস্ফোরক এই দাবি করেছেন মৃত ছাত্রীর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওইদিন অধ্যক্ষের ঘরে ছাত্রভর্তিকে কেন্দ্র করে বেশ ভিড় ছিল। দুপুরের ২০ মিনিটের বিরতিতেই এমন কিছু ঘটেছিল যা নির্যাতিতাকে প্ররোচিত করেছিল আত্মহত্যায়। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক ও অ্যাকাডেমিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন ওই ছাত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রায় ১০০ পড়ুয়াকে। ইচ্ছে করে ফেল করানো হচ্ছিল। ওই ছাত্রী অনেকবারেই বলেছিলেন তাঁর উপরে

নিপীড়নের কথা। কিন্তু চাননি আমি কিছু বলি কাউকে। কিন্তু নির্যাতিতার মৃত্যুর পরে আর মুখ না খুলে থাকতে পারলেন না ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

অগ্নিপরীক্ষার অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বন্ধু বলেছেন, নিশ্চয়ই অধ্যক্ষ এমন কিছু বলেছিলেন, যা সহ্য করতে পারেননি নির্যাতিতা। আসলে বিচারের জন্য লড়তে লড়তে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন আমার বন্ধু। তাঁর মন্তব্য, একটা মানুষ মানসিকভাবে ঠিক কতটা বিধ্বস্ত হলে এভাবে নিজেকে শেষ করে দিতে পারেন।

এখানেই শেষ নয়, উঠে এসেছে নিপীড়নের আরও এক ভয়ঙ্কর তথ্য। তাঁর বিরুদ্ধে নির্যাতিতা অভিযোগ জানানোর পরে তা মিথ্যা প্রমাণ করতে প্রায় ৩০০ পড়ুয়াকে নিজের পক্ষে আনার চেষ্টা করে অভিযুক্ত বিভাগীয় প্রধান। তারই ষড়যন্ত্রে ৭১ জন পড়ুয়া নির্যাতিতাকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দেয়। ছাত্রীর চরিত্রহননের চেষ্টাও হয়। অন্যদিকে ছাত্রীর পক্ষে সাহস নিয়ে দাঁড়িয়ে যান ১৫ থেকে ২০ জন পড়ুয়া। সবচেয়ে উদ্বেগ এবং লজ্জার কথা, সব জেনেবুঝেও অভিযুক্ত বিভাগীয় প্রধানকে আড়াল করার চেষ্টা করছিল অধ্যক্ষ। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে শেষপর্যন্ত অধ্যক্ষের ঘরের সামনেই নিজের গায়ে আগুন দেন নির্যাতিতা। ১৪ জুলাই ভুবনেশ্বর এইমসে তাঁর মৃত্যু হয়। তার আগেই অবশ্য অভিযুক্ত বিভাগীয় প্রধান এবং অধ্যক্ষকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় ওড়িশার গেরুয়া পুলিশ।

মহারাষ্ট্রে আজব ফরমান গেরুয়া সরকারের তফসিলি শংসাপত্রে বিভেদের রাজনীতি

ফড়নবিসের ঘোষণায় বিতর্ক

প্রতিবেদন: আজব ফরমান মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারের। বিভেদের রাজনীতির ঘৃণ্য প্রতিফলন। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং শিখ ধর্মাবলম্বী ছাড়া কাউকেই তফসিলি জাতির শংসাপত্র দেওয়া হবে না। অন্য কেউ ইতিমধ্যেই তফসিলি জাতির শংসাপত্র পেয়ে থাকলে তা বাতিল করে দেওয়া হবে। ধরে নেওয়া হবে, প্রতারণা করে এই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। ওই সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে কেউ কোনও সুযোগ-সুবিধা বা সরকারি চাকরি আদায় করে থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে নেওয়া হবে কড়া ব্যবস্থা। বৃহস্পতিবার স্পষ্টভাষায় একথা জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। এখানেই থেমে থাকেননি তিনি, জানিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হলেও রেহাই পাবেন না কেউ। যদি প্রমাণিত হয়, নিয়মবহির্ভূতভাবে শংসাপত্র জোগাড় করে কোনও প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন এবং জয়ী হয়েছেন, তবে তাঁর নির্বাচনও বাতিল করে দেওয়া হবে। বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বিতর্কের ঝড় উঠেছে মহারাষ্ট্রজুড়ে। ধিক্কার উঠেছে বিজেপির সংকীর্ণ ধর্মীয় এবং জাতপাতের রাজনীতির বিরুদ্ধে। বিরোধীদের বক্তব্য, এই ফরমান শুধু গণতন্ত্রের অবমাননা নয়, মানবিকতারও অপমান।

যৌথবাহিনীর গুলিতে খতম হল ৬ মাওবাদী

প্রতিবেদন: ছত্তিশগড়ের গভীর জঙ্গলে ফের মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই যৌথবাহিনীর। ৬ কুখ্যাত মাও জঙ্গিকে গুলি করে মারল বাহিনী। শুক্রবার নারায়ণপুর জেলার অবুঝমাড়ের জঙ্গলে মাওবাদীদের জড়ো হওয়ার খবর পেয়েই শুরু হয় ফরওয়ার্ড অপারেটিং বেস থেকে যৌথবাহিনীর অভিযান। জঙ্গলে ঘিরে ফেলেন বস্তার ফাইটার্স ইউনিটের জওয়ানরা। মাওবাদীরা গুলি চালালে পাল্টা জবাবে ৬ জনকে খতম করে নিরাপত্তা বাহিনী। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর অস্ত্র।

চিকিৎসা শিক্ষায় হিন্দি চাপানোর অপচেষ্টা মধ্যপ্রদেশেই মুখ থুবড়ে পড়ল বিজেপি সরকার

প্রতিবেদন: হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়ল বিজেপি রাজ্যেই। গেরুয়া শিবির কার্যত প্রত্যাখ্যাত হল বিজেপিশাসিত মধ্যপ্রদেশে। গোবলয় তথা গোটা দেশে হিন্দি প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর কেন্দ্রের বিজেপি ও তার সহযোগী বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলি। গোটা দেশে হিন্দি বাধ্যতামূলক করতে উঠেপড়ে লেগেছে বিজেপি। আর সেই লক্ষ্যে প্রথমে ধাক্কা মধ্যপ্রদেশে। নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী ডাক্তারি পড়ুয়াদের শিক্ষায় হিন্দি ভাষায় পড়ার যে পরিকল্পনা নিয়েছিল মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার, সেই পরিকল্পনা প্রথমেই হোঁচট খেল। হিন্দিতে ডাক্তারি পড়তে আগ্রহ দেখালেন না চিকিৎসক পড়ুয়ারা।

প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ করে চিকিৎসার পড়াশোনার জন্য হিন্দি ভাষায় পড়ার ব্যবস্থা করেছিল মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার ২০২২ সালে সেই হিন্দি ভাষার পাঠক্রম শুরু হল সেখানে কোনও চিকিৎসা পড়ুয়া নাম নথিভুক্ত করেননি। সরকারিভাবে কত পড়ুয়া হিন্দিতে এমবিবিএস পড়ছেন, তার কোনও তথ্যই প্রকাশ করা হয়নি। কারণ আদতে প্রকাশ করার মতো কোনও সংখ্যাই মধ্যপ্রদেশের খাতায় নেই। রাজ্যের গান্ধী মেডিক্যাল কলেজের মতো গুরুত্বপূর্ণ মেডিক্যাল কলেজেও হিন্দিতে পড়ুয়া পাওয়া দায়। অথচ কেন্দ্রের নতুন শিক্ষানীতি চালু হওয়ার পর প্রথম মধ্যপ্রদেশই এমন রাজ্য যেখানে হিন্দিতে ডাক্তারি করার ব্যবস্থা হয়। তার জন্য সব ইংরেজি মেডিক্যালের বই অনুবাদ করা হয় হিন্দিতে। যদিও মেডিক্যালের ইংরেজি টার্মগুলি স্বভাবতই অনুবাদ করতে পারা যায়নি। খরচ হয় ১০ কোটির টাকার কাছাকাছি।

চিকিৎসার পাঠক্রমের সেমিস্টার সিস্টেমে হিন্দিতে পড়া এবং পরীক্ষা দেওয়ার সুবিধা রেখেছে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার। সেমিস্টার পরীক্ষার আগে ফর্ম ফিলাপের সময় দেখা যাচ্ছে কোনও চিকিৎসা পড়ুয়া হিন্দি ভাষায় পড়ার জন্য ফর্ম ফিলাপ করেননি। এরপর লোভ দেখাতে ৫০ শতাংশ ইনসেন্টিভ-এর ঘোষণাও করে মধ্যপ্রদেশ সরকার। তাতেও কাজ হয়নি। ফলে ১০ কোটি টাকা দিয়ে কেন্দ্রের ধুঁয়ো ধরে যে হিন্দি প্রচার ব্যবস্থা প্রচলন করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি তা যে আদতে শিক্ষাব্যবস্থার গতিরোধ করে তা-ই প্রমাণিত মধ্যপ্রদেশে।

দিল্লি-বেঙ্গালুরুজুড়ে ৬০ স্কুলে ইমেলে বোমাতঙ্ক, ব্যাপক তল্লাশি

প্রতিবেদন : স্কুলে স্কুলে হুমকি মেইল। শুক্রবার দিল্লিতে কমপক্ষে ২০টি স্কুলে এবং বেঙ্গালুরুতে ৪০টি বোমাতঙ্কে শোরগোল পড়ে গিয়েছে দুই রাজ্যে। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকলের যৌথ তল্লাশি শুরু হয়েছে। সমস্ত হুমকি মেইলের সন্ধান চলেছে। দিল্লির পশ্চিম বিহার এলাকার একটি স্কুল, রোহিণী সেক্টর-৩-র অভিনব পাবলিক স্কুল-সহ শহরে আরও ২০-টির বেশি স্কুলে হুমকি মেইল গিয়েছে। এই মেইল কে বা কারা পাঠাচ্ছে তার উৎস খুঁজে পাওয়া যায়নি। তদন্ত চলছে। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

আর্থিক তছরুপ মামলায় গ্রেফতার ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে

প্রতিবেদন: আবগারি দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে ভূপেশ বাঘেলের ছেলে চৈতন্য বাঘেলকে তাঁর জন্মদিনেই গ্রেফতার করল ইডি। শুক্রবার সকালে ভিলাইতে ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হানা দিয়ে বেশ কয়েকঘণ্টা তল্লাশি অভিযানের পর চৈতন্যকে গ্রেফতার করেন ইডি আধিকারিকেরা। কেন্দ্রীয় সংস্থার অভিযোগ, ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে সে-রাজ্যে আবগারি ক্ষেত্রে প্রায় ২১০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেশ বিদেশ

19 July, 2025 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

দু'দেশের প্রাথমিক আলোচনায় ঐকমত্য হয়েছে ইতিমধ্যেই। কালাশনিকভ সিরিজের আধুনিকতম স্বয়ংক্রিয় রাইফেল একে-২০৩-এর পরে এবার রাশিয়ার সহযোগিতায় অত্যাধুনিক কার্বাইন এবং সাবমেশিনগান তৈরি হতে চলেছে ভারতে

পহেলগাঁও কাণ্ডের হোতা টিআরএফকে জঙ্গি তালিকাভুক্ত করল আমেরিকা

মার্কিন পদক্ষেপকে স্বাগত জানাল ভারত

প্রতিবেদন: পহেলগাঁও কাণ্ডে যুক্ত জঙ্গি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল আমেরিকা। পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লস্কর ই তৈবার ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট'কে নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠী বলে ঘোষণা করল ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, টিআরএফকে সন্ত্রাসবাদী কাজের জন্য এফটিও এবং এসডিজিটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করেছেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও। এরপরই আমেরিকার এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে ভারত।

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরে পহেলগাঁওতে পরিকল্পিত সন্ত্রাসবাদী হামলা ও পর্যটকদের মৃত্যুর পর প্রাথমিকভাবে এর দায় স্বীকার করেছিল এই জঙ্গি সংগঠন। পরে অবশ্য চাপের মুখে তারা

বিষয়টি অস্বীকার করে। যদিও এই ঘটনায় পাকিস্তানের মদত ছিল স্পষ্ট। ভারত একাধিকবার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। এমনকী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংসদীয় দলের প্রতিনিধিরা গিয়ে ভারতবিরোধী সন্ত্রাসে পাকিস্তানের মদত ও লাগাতার জঙ্গিদের সহযোগিতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তারপরও রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নিন্দা প্রস্তাবে টিআরএফের নাম উল্লেখ করা ছিল না। কূটনৈতিক মহলের ধারণা ছিল পাকিস্তান এবং চিনের আপত্তি কারণেই এই ঘটনা। তবে এবার ভারতের কূটনৈতিক চাপে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীর তালিকায় যুক্ত করা হল টিআরএফের নাম। ট্রাম্প প্রশাসনের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর লেখেন, সন্ত্রাসের বিরোধিতা ও মোকাবিলায় ভারত-আমেরিকা সহযোগিতার প্রমাণ এই পদক্ষেপ। মার্কিন বিদেশদফতর এবং বিদেশসচিবের এই সংক্রান্ত উদ্যোগ প্রশংসনীয়। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবসময় জিরো টলারেন্স নীতি মেনে চলতে হবে। যদিও আমেরিকার এই পদক্ষেপের পর সন্ত্রাসের মদতদাতা পাকিস্তানের তরফে কোনও বিবৃতি মেলেনি।

বিচারপতি যশোবন্ত ভার্মার ইমপিচমেন্ট: বিরোধীদের পাশে চেয়ে বার্তা কেন্দ্রের

প্রতিবেদন: দুর্নীতি ইস্যুতে আসন্ন বাদল অধিবেশনেই এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি যশোবন্ত ভার্মার বিরুদ্ধে সংসদে ইমপিচমেন্ট আনা হতে পারে। দিল্লি হাইকোর্টে কর্মরত থাকাকালীন বিতর্কিত বিচারপতির সরকারি বাসভবন থেকে ১৫ কোটি টাকার পোড়া নোট উদ্ধার হয়। সুপ্রিম কোর্টও তদন্ত করে অভিযোগের সারবত্তা পেয়ে শাস্তির সুপারিশ করেছে। এবার সংসদে বিচারপতি যশোবন্ত ভার্মাকে অপসারণ বা ইমপিচমেন্ট নিশ্চিত করতে বিরোধী শিবিরের সাহায্য চায় মোদি সরকার। শুক্রবার দিল্লিতে এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বিরোধীদের সঙ্গে নিয়েই চলতে চান বলে জানান। সংসদের বাদল অধিবেশনে যদি বিচারপতি ভার্মার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনা হয়, তাহলে সেখানে বিরোধী শিবিরের সাংসদরাও স্বাক্ষর করুন, চাইছে শাসক শিবির ও সরকারপক্ষ। এদিন তা বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয়

ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ শীর্ষ আদালতের

আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল জানিয়ে দিয়েছেন, বিচারপতি ভার্মার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট ইস্যুতে সরকার নয়, যা করার করবে আইনসভা বা সংসদ। এই ক্ষেত্রে শাসক ও বিরোধী শিবিরের সাংসদরা মিলে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের পক্ষে স্বাক্ষর করতে পারেন বলে আভাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী। সংসদের নিয়ম অনুযায়ী, লোকসভায় বিচারপতি ভার্মার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন সাংসদ ও রাজ্যসভায় কমপক্ষে ৫০ জন সাংসদের সই প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি থাকাকালীন যশোবন্ত ভার্মার দিল্লির সরকারি বাসভবন থেকে উদ্ধার করা হয় কোটি কোটি টাকা। সূত্রের খবর, আগুনে পোড়া নোটের আনুমানিক মূল্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা। এই ঘটনার পরে বিচারপতি ভার্মাকে দিল্লি হাইকোর্ট থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তাঁকে সবরকমের বিচার সংক্রান্ত কাজ থেকে সরিয়ে রাখা হয়। ভার্মার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট-সহ দেশের একাধিক হাইকোর্টে আইনজীবীরা কর্মবিরতি পালন করে বিক্ষোভ দেখান। সেইসময় বিচারপতি ভার্মার বাসভবন থেকে বেআইনি টাকা উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে তিন সদস্যের উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে দেন সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। এই কমিটি তাদের তদন্তে বিচারপতি ভার্মাকে দোষী সাব্যস্ত করে সংসদের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে। এদিকে, এই কমিটির রিপোর্ট মানতে না চেয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পাল্টা মামলা করেছেন বিচারপতি ভার্মা নিজে। তাঁর দাবি, তিনি পুরোপুরি নির্দোষ। একইসঙ্গে জানিয়েছেন তিনি পদত্যাগ করবেন না।

এবার বাদ রাজিয়া সুলতানা, নুরজাহান ও টিপু সুলতান!

প্রতিবেদন: ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি)-এর বর্তমান শিক্ষাবর্ষের (২০২৫-২৬) জন্য চালু করা নতুন অষ্টম শ্রেণির সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক থেকে রাজিয়া সুলতানা এবং নুরজাহানের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বর উল্লেখ বাদ দেওয়া হয়েছে। পুরনো পাঠ্যপুস্তকে রাজিয়া সুলতানাকে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট অংশ ছিল, যিনি একসময় দিল্লি সালতানাত শাসন করেছিলেন এবং মুঘল আমলের নুরজাহানের উল্লেখও আগের সিলেবাসে ছিল। আগে সপ্তম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের দিল্লি সালতানাত এবং মুঘলদের সম্পর্কে শেখানো হত, কিন্তু নতুন সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর সময়সীমার আগেই শেষ হয়ে গেছে। ফলস্বরূপ, এই বিষয়বস্তু এখন নতুন অষ্টম শ্রেণির

এনসিইআরটি

পাঠ্যপুস্তকের প্রথম অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যথারীতি সেখানেও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একাধিক চরিত্র বাদ।

রাজিয়া সুলতানা ১২৩৬ সালে দিল্লির প্রথম মহিলা শাসক (সুলতান) ছিলেন এবং ১২৪০ সাল পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব চালিয়েছিলেন। নতুন সংস্করণে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে। নতুন পাঠ্যপুস্তকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নুরজাহানের কোনও উল্লেখ নেই। এর পাশাপাশি বাদ টিপু সুলতান। টিপুর পূর্বসূরি হায়দার আলিকেও নতুন পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে টিপু সুলতান এবং ব্রিটিশদের মধ্যে সংঘটিত চারটি অ্যাংলো-মহীশূর যুদ্ধের পাঠও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে, ফের প্রশ্নবিদ্ধ বিজেপি জমানার খণ্ডিত ইতিহাসের পাঠ্যসূচি।

মোদির মিথ্যাচার

(প্রথম পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছে করেই সত্য লুকিয়েছেন। এখানে শিল্পপতিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দূরত্ব একটি হোয়াটসঅ্যাপ, সমস্যার এক মিনিটেই সমাধান।

মোদি : বাংলায় নারী নির্যাতন চলছে। আরজি কর হয়েছে, আবার একটি কলেজেও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

তৃণমূল : আরজি করে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। কসবার ঘটনার ক্ষেত্রেও পুলিশ কয়েকঘণ্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেফতার করেছে। কিন্তু বিজেপি-শাসিত রাজ্যে হাসপাতালে ঢুকে নার্সের বুকের উপর বসে গলা কেটেছে দুষ্কৃতী। ওড়িশার কলেজে শিক্ষকের যৌন হেনস্তার জেরে আত্মহত্যা করল ছাত্রী, রাস্তায় বসে সাক্ষী মালিকদের মতো সোনার মেয়েরা বিজেপির সাংসদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ করেছেন। বিলকিসের ধর্ষকদের দলে টানছিল বিজেপি। উত্তরপ্রদেশ, মণিপুর, মহারাষ্ট্রে কী হচ্ছে প্রতিদিন?

মোদি : অনুপ্রবেশকারীদের হয়ে কথা বলছে তৃণমূল। বেআইনি অনুপ্রবেশে সংবিধান মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তৃণমূল : এটা প্রধানমন্ত্রী আত্মঘাতী গোল করেছেন। সীমান্ত পাহারা দেয় কেন্দ্রের বিএসএফ। ব্যর্থতার জন্য প্রধানমন্ত্রীর উচিত সীমান্তের দায়িত্বে থাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে শোকজ করা।

মোদি : বাঙালি অস্মিতা-রক্ষাই বিজেপির প্রথম লক্ষ্য। বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেন বলে ধ্রুপদী ভাষার সম্মান দিয়েছেন।

তৃণমূল : বহু মহিলা, পুরুষ ভয়ে পালিয়ে চলে আসছেন। রাজবংশীরা এখানকার নাগরিক। ভারতের নাগরিক। সমস্ত তথ্যপ্রমাণ দেওয়ার পর নোটিশ দিচ্ছেন। কারণ, তাঁরা বাংলায় কথা বলছেন। গুজরাতে ব্যবসায়ীকে পুলিশ জিজ্ঞাসা করছে, আপনি বাঙালি? কারণ, তাঁর দোকানের সামনে বাংলায় লেখা। বাংলা লেখা অপরাধ? আপনি নিজেই নিয়ম লঙ্ঘন করছেন।

মোদি : প্রতিবেশী অসম-ওড়িশা অনেক উন্নতি করছে। বাংলা পিছিয়ে যাচ্ছে।

তৃণমূল : ওড়িশা এখন দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য। মাত্র ১০ দিনে ৮ জন নাবালিকা ছাত্রী ধর্ষিতা হয়। অসমে ১৯ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বাঙালি বলে, রাজবংশীদেরও হেনস্তা করা হচ্ছে।

মোদি : শিক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বাংলায়।

তৃণমূল : মধ্যপ্রদেশের ব্যাপম কেলেঙ্কারি মানুষ ভোলেনি। কী হয়েছিল সেখানে? তদন্ত প্রক্রিয়ায় কতজনের রহস্যমৃত্যু হয়েছে? সিপিএমের জমানায় ত্রিপুরায় ১০৩২৩ জনের চাকরি গিয়েছিল। বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষমতায় এলে চাকরি দেওয়ার। কিন্তু কিছুই করেনি আজ পর্যন্ত। সিপিএমের প্রত্যেক হোলটাইমারদের বাড়িতে একটা করে সরকারি চাকরি বাঁধা ছিল।

মোদি : বড়রা আমার প্রণাম নেবেন, ছোটরা ভালবাসা। জয় মা দুর্গা, জয় মা কালী।

তৃণমূল : এখন হঠাৎ বাংলার কথা মনে পড়েছে? জয় শ্রীরামকে তো ব্র্যান্ড বানিয়েছিলেন! আমরাও রামকে শ্রদ্ধা করি। আসলে প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপির ধর্মান্ধ এবং দেউলিয়া রাজনীতি ধরা পড়ে গিয়েছে। তাই এখন জয় শ্রীরাম থেকে সরে এসে জয় মা দুর্গা, জয় মা কালী বলতে হচ্ছে। এখন বাংলা প্রীতি দেখাচ্ছেন? অথচ গত ১১ বছরে বাংলা থেকে একজনকেও পূর্ণমন্ত্রী করেননি। এই নাকি তাঁর বাংলাপ্রেম। ২০১৪ থেকে ২০২৫ জয় শ্রীরাম, ২০২৫-২০২৬ জয় মা দুর্গা, জয় মা কালী। আর ছাব্বিশের পর বলবেন, জয় বাংলা।

একুশে জুলাই : শ্রদ্ধা ও আবেগের

(প্রথম পাতার পর) শহিদদের পুষ্পস্তবক দেওয়ার দিন। ফলে মহামান্য কোর্টের যদি মনে হয় কোর্টের দিকে যাতায়াতের জন্য খোলা থাকবে, তবে অন্য দল যখন মিছিল-মিটিং করছে, কেউ নবান্ন অভিযান ডাকছে, উত্তরকন্যা অভিযান ডাকছে তখন বলতে পারছেন না! প্রতিবার বেছে বেছে একুশে জুলাইয়ের দিনটা মুছে দিতে চায় কারা! যারা অন্তরাত্মায় সিপিএম। একাধিক পেশার মধ্যেও একজন-দু'জন কমরেডদের, সিপিএমের আত্মা থেকে গিয়েছে। কুণালের সংযোজন, অনেকের টার্গেট ২১ জুলাই। একুশে জুলাই কতগুলো মৃতদেহ? মেয়ো রোড-ধর্মতলা- ব্রেবোর্ন রোডে নেত্রীকে খুনের চেষ্টা। একুশে জুলাই দিনটা শহিদতর্পণের দিন। সিপিএমের তো কলঙ্কের রেকর্ডের শেষ নেই। সব থেকে পরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। বাংলার ইতিহাসে সবথেকে বড় সন্ত্রাস রশিদ কেলেঙ্কারি। লালবাজার, রাইটার্সের থেকে ১০০ মিটার দূরে একটা আস্ত বাড়ি উড়ে গেল জাস্ট আরডিএক্স ব্লাস্ট করে। বিজন সেতুর ওপর আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী হত্যা। বাংলার বৃহত্তর গণহত্যা নেতাই। মোট মৃত ন'জন। চারজন গৃহবধূ। এগুলো কারা ভুলিয়ে দিতে চাইছে? বছরে একটা দিন একুশে জুলাই। একটা রাজনৈতিক আন্দোলনের পূর্বসূরি যাঁরা ছিলেন, সবাই সেদিন তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে চায়। আশা করি রাতের বেলা সানগ্লাস পরে কেউ বিচার করবেন না। অন্যরা যখন রাস্তা আটকে নবান্ন চলো, তমুক চলো এসব করে— তখন এগুলোকে যেন মনে রাখা হয়। মানুষ মন থেকে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে চান। একটা বড় স্রোত যখন আসে, তখন এই অপচেষ্টাগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

স্টার জলসায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'লক্ষ্মী ঝাঁপি'। এই মেগার মাধ্যমে বহুদিন পর ছোটপর্দায় ফিরছেন সৌরভ চক্রবর্তী। বিপরীতে শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায়

বীরাঙ্গনা

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'হইচই'-এর আগামী ওয়েব সিরিজ 'বীরাঙ্গনা'। অভিনয়ে সন্দীপ্তা সেন ও নিরঞ্জন মণ্ডল। নির্ঝর মিত্র পরিচালিত এই ক্রাইম থ্রিলারের ট্রেলার সামনে এসেছে। দর্শকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে আগ্রহ। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

পরপর খুন! তিন মহিলা। ফাল্গুনী সাধুখাঁ, শ্রেয়া ঘোষ, তানিয়া গুপ্ত। সম্ভবত কেউ তাদের বিষ খেতে বাধ্য করছে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য হাজির এক বীরাঙ্গনা। পুলিশ ইন্সপেক্টর চিত্রা বসু। তাঁর ভয়ে কাঁপে গোটা শহর। অপরাধীদের উচিত শিক্ষা দেন। শহর জুড়ে খোঁজ চালান অধরা খুনির। ভয়ঙ্কর সিরিয়াল কিলারের। যিনি পরপর মহিলাদের খুন করে চলেছে। তাকে দ্রুত পাকড়াও করতে তৎপর ইন্সপেক্টর চিত্রা বসু। তাঁর ধারণা, এই ধরনের খুনের ঘটনা আরও ঘটতে পারে। তার আগে হাতেনাতে ধরতে হবে অপরাধীকে। শেষপর্যন্ত কী হয়, জানার জন্য দেখতে হবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'হইচই'-এর আগামী ওয়েব সিরিজ 'বীরাঙ্গনা'।

সামনে এসেছে এই ক্রাইম থ্রিলারের ঝকঝকে ট্রেলার। দর্শকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে বিপুল আগ্রহ।

সোশাল মিডিয়ায় ট্রেন্ড করছে ট্রেলার। ক্যাপশনে লেখা, 'সিঁদুরের লাল রং মুছে যাচ্ছে রক্তের দাগে আর সানাইয়ের সুর পরিণত হচ্ছে কান্নায়। শহরকে এক সিরিয়াল কিলার-এর আতঙ্ক থেকে কি বাঁচাতে পারবে চিত্রা বসু? আসছে বীরাঙ্গনা সত্যের সন্ধানে।'

নির্ঝর মিত্র পরিচালিত এই নতুন সিরিজের ঘোষণা হয়েছিল বহু আগেই। সেই সময়েই জানা গিয়েছিল, সিরিজের মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন সন্দীপ্তা সেন। ছোটপর্দার দুর্গা তিনি। এবার ইন্সপেক্টর চিত্রা বসুর ভূমিকায়। ট্রেলারে তাঁর উপস্থিতি দর্শকদের মন জিতে নিয়েছে। সন্দীপ্তাকে আগে এইরকম চরিত্রে দেখা যায়নি। তাঁর চরিত্রের অনেকগুলি স্তর রয়েছে। জানা গেছে, চিত্রার মা নেই। একা বাবার কাছে বড় হয়েছেন তিনি। সেই কারণেই চিত্রা ভীষণ সাহসী আর যে কোনও পরিস্থিতিতেই একা লড়াই করে নিতে পারেন। ছিনিয়ে আনতে পারেন জয়।

নিজের চরিত্র নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে সন্দীপ্তা বলছেন, 'বীরাঙ্গনায় চিত্রার চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে নিজের মধ্যে অনেকটা বদল আনতে হয়েছে। একজন মহিলা পুলিশ অফিসার হিসেবে আমাকে প্রথমবার দেখবেন দর্শকেরা। আমায় বহুবার নো মেকআপ লুকে অর্থাৎ কোনও রূপটান ছাড়াই দেখানো হয়েছে। একাধিক অ্যাকশন দৃশ্যে অভিনয় করতে হয়েছে। পুলিশের পোশাক পরেই ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে অধিকাংশ সময়। শারীরিক এমনকী মানসিকভাবে এই চরিত্রটা আমার কাছে ভীষণ চ্যালেঞ্জিং ছিল। নির্ঝর মিত্রকে অনেক ধন্যবাদ আমায় এরকম একটা চরিত্রে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এবার আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি চিত্রাকে দর্শকদের কেমন লাগল, সেটা জানার জন্য।'

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এক স্বাধীন পেশার নাম 'ডিজিটাল ক্রিয়েশন'। এই কাজটি যাঁরা করে থাকেন তাঁরা হলেন 'ডিজিটাল ক্রিয়েটর'। নিজের ছন্দে নিজেকে জনদরবারে মেলে ধরার এক স্বাধীন পেশা এটা। অনলাইনে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে, যেমন ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট তৈরি করে তাঁরা তা দর্শকদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। এঁদের মধ্যে 'লাফটারসেন' নিরঞ্জন মণ্ডল অন্যতম। মোবাইলের রিল স্ক্রোল করতে করতে তাঁর ভিডিও এলেই মুখে হাসি ফোটে দর্শকদের। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্বাদের কনটেন্ট বানিয়ে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল, রীতিমতো পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন। নিরঞ্জন প্রথমবার পা রাখছেন ওটিটির পর্দায়। 'বীরাঙ্গনা' ওয়েব সিরিজে নতুন ভূমিকায় তাঁকে দেখার জন্য মুখিয়ে দর্শকেরা। এখানে তিনি অভিনয় করছেন চিরায়ু তালুকদারের চরিত্রে। চরিত্রটি মূলত একজন খলনায়কের। তাকে পাকড়াও করতে পুলিশ অফিসারকে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়। ট্রেলারে নিরঞ্জনের স্মার্ট লুক প্রশংসা পেয়েছে। নজর কেড়েছে সন্দীপ্তার সঙ্গে তাঁর কেমিস্ট্রি এবং লুকোচুরি খেলা।

জানা গেছে, খলনায়ক হলেও, চিরায়ু ভীষণ ভদ্র, নরম স্বভাবের, ঠান্ডা মাথার, সুভাষী একজন মানুষ। শহরের বেশকিছু মহিলা একের পর এক খুন হয়ে যায়। এমন মহিলারাই খুন হয়, যারা বিয়ে করতে যাচ্ছে। কিন্তু তাদেরই কেন খুন করা হচ্ছে? অপরাধটা কোথায়? এর পিছনে চিরায়ুর কোনও ভূমিকা আছে কি? নাকি আছেন অন্য কেউ? উত্তর লুকিয়ে রয়েছে সিরিজের অন্দরমহলে।

নিজের চরিত্র নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে নিরঞ্জন বলেছেন, 'আমার কাছে যেন এখনও সবটা অবিশ্বাস্য লাগছে। ভীষণভাবে উচ্ছ্বসিত। তবে একটু ভয়ও করছে। হইচই আমাকে একটা প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে। সেইসঙ্গে নির্ঝরদা এই চরিত্রটার জন্য আমার উপর ভরসা করেছেন। ভেবে ভাল লাগছে। এই চরিত্রটা খুব গভীর এবং আবেগপ্রবণ। সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষ আমায় যেভাবে চেনেন তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই অভিনয়টা একেবারেই আমার কমফোর্ট জোনের বাইরে গিয়ে করা। এটা আমার কাছে অনেক বড় একটা সুযোগ। এখানে থেকে আমি শিখছি, বাড়ছি।'

সন্দীপ্তা সেন এবং নিরঞ্জন মণ্ডল ছাড়াও সিরিজে দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে আদিত্য সেনগুপ্ত, প্রতীক দত্তকে। সবমিলিয়ে জমজমাট ক্রাইম থ্রিলার হতে চলেছে 'বীরাঙ্গনা'। ২৫ জুলাই হাজির হবে দর্শকের সামনে।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আলাদা সুবিধা নয়, বিরাটের ভাইপো আর্যবীর সবার সঙ্গে মিলেই প্র্যাকটিস করছে। দাবি কোচ শরণদীপ সিংয়ের

বিশ্বকাপ দলে যুবরাজকে নিতেই চাননি নির্বাচকরা

২০১১ বিশ্বকাপ ফিরে দেখলেন কার্স্টেন

মুম্বই, ১৮ জুলাই : ২০১১ বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। আর টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটার হয়েছিলেন যুবরাজ সিং। কিন্তু নির্বাচকরা তাঁকে ১৫ জনের দলে নিতে চাননি। অধিনায়ক ধোনিকে পাশে নিয়ে নির্বাচকদের কোচ গ্যারি কার্স্টেন বুঝিয়েছিলেন, যুবির অভিজ্ঞতা দলের কাজে লাগবে।

একটি ওয়েবসাইটকে কার্স্টেন বলেছেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে অনেক টালবাহানার পর আমরা যুবরাজকে নিতে পেরেছিলাম। খুব সহজ নির্বাচন ছিল না সেটা। অনেক লড়তে হয়েছিল। কিন্তু আমি আর ধোনি যুবরাজের অভিজ্ঞতাকে দলে চাইছিলাম। তারপর বিশ্বকাপে কী হয়েছিল আপনারা জানেন। আমি বরাবরই ওকে পছন্দ করেছি। ওর সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। মাঝেমাঝে যুবরাজ হতাশ করত, তবু আমি ওকে পছন্দ করতাম। ওর ব্যাটিং খুব ভাল লাগত। তাই চাইতাম রান করুক।

যুবরাজের পিছনে দলের মেন্টাল কন্ডিশনিং কোচ প্যাডি আপটন অনেক সময় দিয়েছেন বলে জানান ভারতের বিশ্বকাপ জয়ী দলের কোচ। কার্স্টেনের কথায়, প্যাডি যুবরাজকে বিশ্বকাপের জন্য তৈরি করেছিল। যুবরাজও নিজে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেকে বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত করেছে। বিশ্বকাপে যুবরাজ ৩৮২ রান করেছিলেন। স্ট্রাইক রেট ছিল ৮০। ১৫টি উইকেটও নিয়েছিলেন। চেন্নাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনি সেঞ্চুরি করেন। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেন পাঁচ উইকেট। এছাড়া আমেদাবাদে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে যুবরাজ হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন।

১৪ বছর আগের কথা টেনে কার্স্টেন ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যুবরাজকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন কীভাবে নির্বাচকদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে অভিজ্ঞ যুবরাজকে বিশ্বকাপের দলে প্রয়োজন। মুম্বইয়ে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ফাইনালে ধোনি যখন জয়সূচক স্ট্রোক খেললেন, তখন নন স্ট্রাইকার এন্ডে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাঁ হাতি অলরাউন্ডার।

পেনাল্টির নতুন নিয়ম

জুরিখ, ১৮ জুলাই : সামনের বছর ফুটবল বিশ্বকাপ। প্রথমবার ৪৮ দেশের বিশ্বকাপের আগে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে এগিয়েছে ফুটবলের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। ভার-এর ক্ষেত্রে একাধিক পরিবর্তনের পাশাপাশি পেনাল্টির নিয়মেও বদল আনতে চলেছে আইএফএবি। ১৩৪ বছর পুরনো পেনাল্টির নিয়ম বদলানোর পথে তারা। কী সেই পরিবর্তন? পেনাল্টির ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্পট কিক নেওয়ার পর তা ক্রসবার, পোস্ট বা গোলকিপারের গায়ে লেগে ফিরে আসে। সেক্ষেত্রে ফিরতি বলে ফের গোল করার সুযোগ থাকে। কিন্তু এই নিয়ম এবার বদলে যেতে চলেছে। নতুন নিয়মে ফিরতি বল থেকে আর গোল করা যাবে না। পরিবর্তে গোল কিক দেওয়া হবে। পেনাল্টির ক্ষেত্রে ফিরতি বলে গোল করার দ্বিতীয় সুযোগ নিয়ে অনেকক্ষেত্রেই বিতর্ক হয়। কারণ, পেনাল্টি পাওয়া সংশ্লিষ্ট দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা ফিরতি বলে গোল করার জন্য বক্সের মধ্যে ঢুকে পড়েন। এতে একটা দলকে 'অন্যায় সুবিধা' দেওয়ার দাবি ওঠে। নতুন নিয়মে আর কোনও বিতর্ক থাকবে না।

ফিটনেস সমস্যা ছিল না রোহিতের

দাবি সাপোর্ট স্টাফের

মুম্বই, ১৮ জুলাই : রোহিত শর্মার ফিটনেস নিয়ে যাবতীয় জল্পনা নস্যাৎ করে দিলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন সাপোর্ট স্টাফ সোহম দেশাই। তিনি স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ ছিলেন। সোহম দাবি করেছিলেন, রোহিতের ফিটনেস নিয়ে কোনও সমস্যা ছিল না। প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ড সফরের ঠিক আগে টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন রোহিত। সোহম এক ইংরেজি দৈনিককে জানিয়েছেন, লোকে ভাবে রোহিত ফিটনেস নিয়ে খাটে না। কিন্তু ইতিহাস দেখুন। রোহিত চার বছর ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দিয়েছে। এর মধ্যে মিস করেছে একটি-দুটি ম্যাচ। যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এটা কিন্তু ফ্লুক-এ সম্ভব হয়নি। নিশ্চয়ই ও এজন্য খেটেছে। রোহিত এর থেকেও ভাল করতে পারে। আর এটা ও-ই করবে। কিন্তু রোহিতকে নিয়ে ভুল ধারণার কোনও অর্থ হয় না। রোহিত শুধু এক বার্তায় টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। তিনি জানান, সাদা পোশাকে দেশের হয়ে খেলা তাঁর কাছে সম্মানের ছিল। এত বছর ধরে তাঁর পাশে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। রোহিত জানান তিনি একদিনের ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন।

শচীনকেও বেগ দিয়েছে, স্টার্কের প্রশংসায় পন্টিং

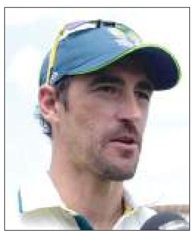

মেলবোর্ন, ১৮ জুলাই : সাবাইনা পার্কে মিচেল স্টার্কের স্বপ্নের স্পেল নিয়ে চর্চা চলছে। টেস্ট ইতিহাসে দ্রুততম ৫ উইকেটের বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলার। বিধ্বংসী স্টার্কে লজ্জার রেকর্ড গড়ে টেস্টে ২৭ রানে অল আউট হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে জোড়া বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রিকি পন্টিং উচ্ছ্বসিত স্টার্কের এই পারফরম্যান্সে। তারকা ফাস্ট বোলারের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি শচীন তেন্ডুলকরের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন পন্টিং।

আইসিসি রিভিউয়ে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্টার্কের একটি স্পেলের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন পন্টিং, যা অস্ট্রেলীয় ফাস্ট বোলার করেছিলেন শচীনকে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, আমার এখনও মনে রয়েছে স্টার্কের একটি স্পেল। শচীনের বিরুদ্ধে স্পেলটা করেছিল। একটি শর্ট বল শচীনের বগলের নিচে এসে লাগে। আর একটি ওর কাঁধে। কোনওরকমে একটা শর্ট বল শর্ট লেগে খেলে দেয়। যখন দেখা যায় একজন বোলারের এমন পেস রয়েছে এবং উইকেট থেকে বাউন্স আদায় করে নিচ্ছে, শচীন তেন্ডুলকরও তাকে সামলাতে সমস্যায় পড়ছে, তখন আমাদের বুঝতে হবে বোলারের মধ্যে সত্যিই স্পেশ্যাল কিছু রয়েছে। ভবিষ্যতের তারকাকে সেদিনই চেনা গিয়েছিল।

পন্টিং আরও বলেন, স্টার্ক একটা দুর্দান্ত কেরিয়ার তৈরি করেছে টেস্টে ৪০০-র উপর উইকেট তুলে নিয়ে। যারা ওকে শুরুর দিকে দেখেছে তারা জানবে যে, শুরুতেই বোঝা গিয়েছিল ও দেশের হয়ে ১০০ টেস্ট খেলবে কিংবা ৪০০-৫০০ উইকেট নেবে। বলের গতি কমেনি। টানা ১৪০ কিমি বা তার বেশি গতিতে বল করে। কখনও ১৫০ কিমিও ছাপিয়ে যায়। ডানহাতি ব্যাটারদের ক্ষেত্রে নতুন বল ভিতরে আনার ক্ষেত্রেও দুর্দান্ত দক্ষতা রয়েছে স্টার্কের মধ্যে।

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে খেলুক কুলদীপ

বাঁহাতি চায়নাম্যান বোলারকে চান রাহানে-ক্লার্ক

লন্ডন, ১৮ জুলাই : পাঁচ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর নেতৃত্বেই ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ভারত। এখন জাতীয় দলের বাইরে অজিঙ্ক রাহানে। কিন্তু শুভমন গিলদের চলতি ইংল্যান্ড সফরের প্রতিটি মুহূর্তে নজর রয়েছে মুম্বইকরের। লর্ডসে ভারতীয় দলের ২২ রানে হারের ক্ষত ভুলে সিরিজে সমতা ফেরাতে অতিরিক্ত একজন বোলার খেলানোর পরামর্শ দিয়েছেন রাহানে। বাঁ-হাতি চায়নাম্যান স্পিনার কুলদীপ যাদবই যে তাঁর পছন্দের সেই বোলার, সরাসরি না বললেও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন অভিজ্ঞ ব্যাটার। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্কও চাইছেন চতুর্থ টেস্টে ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে কুলদীপকে দেখতে।

> জাদেজা দুর্দান্ত। ওয়াশিংটন সুন্দরও দারুণ বোলিং করেছে। ব্যাটেও কিছু অবদান রেখেছে। কিন্তু আমি খোলাখুলি বলছি, এরপরেও আমি কুলদীপকে প্রথম একাদশে দেখতে চাই।
> — ক্লার্ক

নিজের ইউ টিউব চ্যানেলে রাহানে বলেছেন, আমরা সকলেই দেখতে পাচ্ছি, ইংল্যান্ডে এবার টেস্টের চতুর্থ ও পঞ্চম দিন ব্যাট করা একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সহজে রান করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে লর্ডসে ইংল্যান্ড বেশ ভাল বোলিং করেছে। কিন্তু ভারত প্রথম ইনিংসে বড় স্কোর করার সুযোগ হাতছাড়া করেছে। আমার মনে হয়, ম্যাঞ্চেস্টারে একজন অতিরিক্ত বোলার খেলানো উচিত। কারণ, টেস্ট জিততে হলে ২০ উইকেট নেওয়া প্রয়োজন।

সরাসরি না বললেও কুলদীপকে খেলানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন রাহানে। বলেছেন, অতিরিক্ত বোলার হিসেবে প্রথম সারির একজনকে চাইছি আমি। ক্লার্কের মতো অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক অবশ্য সরাসরি জানিয়ে দিলেন, তিনি কুলদীপকে যে কোনও মূল্যে প্রথম একাদশে দেখতে চান। ক্লার্ক বলেছেন, জাদেজা দুর্দান্ত। ওয়াশিংটন সুন্দরও দারুণ বোলিং করেছে। ব্যাটেও কিছু অবদান রেখেছে। কিন্তু আমি খোলাখুলি বলছি, এরপরেও আমি কুলদীপকে প্রথম একাদশে দেখতে চাই। কীভাবে জানি না, তবে ওকে খেলানো উচিত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স হল অফ ফেম সম্মান জানাল প্রয়াত লিভারপুল ফুটবলার দিয়েগো জোটাকে

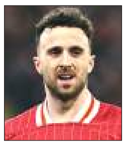

ডুরান্ডের টিকিট নিয়ে উদ্যোগ ক্রীড়ামন্ত্রীর

প্রতিবেদন : গত মরশুমের ডুরান্ড কাপে টিকিট বণ্টনে বৈষম্যের অভিযোগ উঠেছিল। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দু'দলই টিকিট নিয়ে ডুরান্ড কমিটির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ছিল না। এবার শুরু থেকে টিকিট বণ্টনে স্বচ্ছতা রাখতে উদ্যোগী হয়েছেন স্বয়ং ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সেনাবাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে নিয়ে ডুরান্ডে অংশগ্রহণকারী চারটি ক্লাব মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান ও ডায়মন্ড হারবারের প্রতিনিধি এবং আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গত ১৬ জুলাই নবমহাকরণে ক্রীড়া দফতরের অফিসে বৈঠকে বসেছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী। বৈঠকে উপস্থিতি ছিলেন ক্রীড়া দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ কুমার সিনহা-সহ বিভাগীয় অন্যান্য কর্তারা। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ডার্বি-সহ কলকাতার চারটি ক্লাবকে কতগুলি টিকিট দেওয়া হবে।

২৩ জুলাই ডুরান্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে নামছে ইস্টবেঙ্গল। তাই সেই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে সবচেয়ে বেশি মোট ৭০০০ টিকিট দেওয়া হবে। মোহনবাগানকে ১০০০, মহামেডানকে ৫০০ এবং ডায়মন্ড হারবারকে ৫০০ টিকিট দেওয়া হবে আয়োজক কমিটির তরফে। আইএফএ পাবে মোট ১২০০ টিকিট।

ডার্বি ছাড়া যুবভারতীতে ম্যাচের জন্য মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান ও ডায়মন্ড হারবার চারটি দলকেই দেওয়া হবে ৫২৮৯টি করে বিনামূল্যের টিকিট। আইএফএ-র প্রাপ্য ফ্রি টিকিটের সংখ্যা ১৩৪৩। শুধু দুই প্রধানের ম্যাচ নয়, ডুরান্ডে কলকাতার চারটি দল পরস্পরের মধ্যে মুখোমুখি হলে সেই সব ম্যাচকেই ডার্বি ধরে টিকিট বণ্টন করা হবে। তাই বড় ম্যাচগুলিতে বাংলার চার ক্লাবই পাবে ৫২৩৪টি করে বিনামূল্যের টিকিট। আইএফএ পাবে মোট ১৩৩৮ টিকিট।

ডার্বিতে দামের টিকিট চারটি ক্লাবকে দেওয়া হবে। সেখানে দুই প্রধান ৫১০০ টিকিট কিনতে পারবে। মহামেডান ও ডায়মন্ড হারবার কিনতে পারবে ২১০০ টিকিট। আইএফএ-কে দামের টিকিট দেওয়া হবে ৫২৫টি। অনলাইনের বাইরে ডার্বি টিকিট ক্লাবের কাউন্টার থেকে বিক্রি করা যাবে। কিশোরভারতীতে ম্যাচে বিনামূল্যের টিকিট চারটি দলই পাবে ২২৩০টি করে। আইএফএ পাবে ৬২০টি।

শেষ চারে অর্জুন, হার প্রজ্ঞানন্দের

লাস ভেগাস, ১৮ জুলাই : পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই হারের মুখে পড়তে হল রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দকে। লাস ভেগাসে ফ্রিস্টাইল চেস গ্র্যান্ড স্লাম ট্যুরের পঞ্চম রাউন্ডে আমেরিকার গ্র্যান্ডমাস্টার বিশ্বের তিন নম্বর ফাবিয়ানো করুয়ানার কাছে হেরে খেতাবি লড়াই থেকে ছিটকে গেলেন প্রজ্ঞা। তবে আর এক ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগাইসি প্রথম ভারতীয় দাবাড়ু হিসেবে ফ্রিস্টাইল চেস গ্র্যান্ড স্লাম ট্যুরের সেমিফাইনালে উঠে ইতিহাস গড়লেন।

কোয়ার্টার ফাইনালে ২১ বছরের অর্জুন হারালেন বিশ্বের সাত নম্বর দাবাড়ু উজবেকিস্তানের নোদিরবেক আবদুসাত্তোরোভকে। ভারতীয় তরুণ জিতলেন ১.৫-০.৫ ব্যবধানে। দুর্দান্ত ওপেনিংয়েই চমক দিয়েছেন অর্জুন। প্রথম র‍্যাপিড গেমে জেতার পর দ্বিতীয় লড়াই ড্র রেখে ছিটকে দেন উজবেক গ্র্যান্ডমাস্টারকে। ভারতের অর্জুন এবং প্রজ্ঞাকে হারানো করুয়ানা ছাড়া বাকি দুই সেমিফাইনালিস্ট হলেন লেভোন আরোনিয়ান এবং হান্স নিয়েমন। শনিবার মার্কিন সময় সন্ধ্যার দিকে সেমিফাইনালে অর্জুন খেলবেন আর্মেনিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার লেভোনের বিরুদ্ধে। কোয়ার্টার ফাইনাল জিতে মূল্যবান এলো পয়েন্ট সংগ্রহ করেছেন অর্জুন। ইতিমধ্যেই ২৮০০ রেটিং পয়েন্টের সীমানা অতিক্রম করেছেন তিনি। অন্য সেমিফাইনালে মার্কিন গ্র্যান্ডমাস্টার করুয়ানা মুখোমুখি হান্স নিয়েমনের।

সুযোগ নষ্ট, ড্র ডায়মন্ড হারবারের

প্রতিবেদন : টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে গ্রুপ শীর্ষে থাকা ইউনাইটেড কলকাতা এসসি-র দৌড় থামিয়ে দেওয়াই শুধু নয়, সুযোগ নষ্ট করে জয় হাতছাড়া করল ডায়মন্ড হারবার এফসি। শুক্রবার বিধাননগর পুরসভা কমপ্লেক্সের মাঠে দু'দলের মধ্যে ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়। পাঁচ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'বি'-তে তৃতীয় স্থানে ডায়মন্ড হারবার। এক ম্যাচ বেশি খেলে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রইল ইউনাইটেড কলকাতা। তবে গত মরশুমের কলকাতা লিগ ধরলে এদিনের ম্যাচ ধরে টানা ২০ ম্যাচে অপরাজিত ডায়মন্ড হারবার।

ডুরান্ড কাপকে মাথায় রেখে এদিনের কঠিন ম্যাচেও জবি জাস্টিন, নরহরি শ্রেষ্ঠাদের মতো সিনিয়র দলের খেলোয়াড়দের খেলাননি ডায়মন্ড হারবার কোচ। তারুণ্যে ভরসা রেখেই নেমেছিল দল। কিন্তু বিশাল দাস, নয়ন টুডু, কিমা, পবন, সুপ্রতীপ হাজরা, আকাশ হেমব্রমরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, কলকাতা লিগের মঞ্চ কাজে লাগিয়ে তাঁরা আই লিগের দলে জায়গা করে নিতে কতটা মরিয়া।

টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে নেমেছিল ইউনাইটেড কলকাতা। অন্যদিকে, জয়ের হ্যাটট্রিক করে খেলতে নেমেছিল ডায়মন্ড হারবার। গোটা ম্যাচেই আধিপত্য নিয়ে খেলেছে ডায়মন্ড। একাধিক গোলের সহজ সুযোগ পেয়েছিল তারা। কিন্তু গোল আসেনি। বিশাল, আকাশরা গোল করতে পারলে পুরো তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারত ডায়মন্ড হারবার। পাল্টা প্রতিআক্রমণে সুযোগ পেয়েছিল ইউনাইটেড কলকাতাও। কিন্তু ডায়মন্ড হারবারের তিন কাঠির নিচে এদিন দুর্ভেদ্য ছিলেন সুস্নাত মালিক। বেশ কয়েকটি দুর্দান্ত সেভ করেন তিনি। অনবদ্য একটি সেভে কিংবদন্তি গর্ডন ব্যাঙ্কসকে মনে করিয়ে দিয়েছেন সুস্নাত। জয় হাতছাড়া হলেও দলের পারফরম্যান্সে খুশি ডায়মন্ড হারবারের কোচ এবং কর্তারা। ক্লাবের সচিব তথা প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য বললেন, ডায়মন্ড হারবার টিম গেম খেলেছে। তরুণরা দুর্দান্ত খেলেছে। শুধু গোলটাই হয়নি। গোলে সুস্নাত ছিল অসাধারণ। একটি সেভ তো চোখে ভাসছে।

ম্যাচের একটি মুহূর্ত। বল দখলের লড়াইয়ে দুই দলের ফুটবলাররা।

আইনি যুদ্ধ জিতে আই লিগ কাশীর

জরিমানা ফেডারেশনকেও

প্রতিবেদন : আই লিগ শেষ হওয়ার প্রায় সাড়ে তিন মাস পর জানা গেল আসল চ্যাম্পিয়নের নাম। শুক্রবার লুসানের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে ইন্টার কাশীর পক্ষে রায় দিলেন। খারিজ হয়ে গেল কাশীর বিরুদ্ধে অবৈধভাবে বিদেশি ফুটবলার খেলানোর অভিযোগ নিয়ে ফেডারেশনের অ্যাপিল কমিটির রায়। ইন্টার কাশীই ২০২৪-২৫ মরশুমের আই লিগ চ্যাম্পিয়ন। নিয়মানুযায়ী আন্তোনিও হাবাসের দলই এবার আইএসএলে খেলবে। অপেক্ষা এখন আইএসএল নিয়ে জটিলতা কাটার। আদালতে ফের ধাক্কা খেয়ে বিপাকে এআইএফএফ। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে মোটা অঙ্কের জরিমানাও করা হয়েছে ক্যাসের তরফে। কাশীর বিরুদ্ধে মামলা হেরে জরিমানা গুনতে হবে চার্চিল ব্রাদার্স, রিয়াল কাশ্মীর ও নামধারী এফসি-কেও। ক্যাসের নির্দেশে অনুযায়ী, ৪২ পয়েন্ট নিয়ে কাশী সবার উপরে শেষ করছে। চার্চিল পয়েন্ট হারিয়ে ৪০, রিয়াল কাশ্মীর ৩৭ এবং নামধারী ২৯ পয়েন্টে শেষ করবে। পাশাপাশি লুসানের আদালত জানিয়েছে, মামলার খরচের ৫৫ শতাংশ দেবে ফেডারেশন। এছাড়া ১৫ শতাংশ করে দেবে চার্চিল, নামধারী এবং কাশ্মীর। শুধু তাই নয়, আইনি লড়াই করতে কাশীর যে খরচ হয়েছে তাও দিতে হবে মামলার চার পক্ষকে।

ইস্টবেঙ্গলে বিদেশি ত্রয়ী, ডুরান্ডে পূর্ণশক্তির বাগান

প্রতিবেদন : শুক্রবার একসঙ্গে তিন নতুন বিদেশি সইয়ের সরকারি ঘোষণা করল ইস্টবেঙ্গল। পাশাপাশি ডুরান্ডের নক আউট পর্বে পূর্ণশক্তির দল খেলানোর পরিকল্পনা মোহনবাগানের। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ থেকে সব ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়ে ডুরান্ডের প্রস্তুতি শুরু করে দিতে চাইছে সবুজ-মেরুন শিবির। ২ অথবা ৩ অগাস্ট হেড কোচ জোসে মোলিনার শহরে চলে আসার কথা। জেসন কামিন্স, জেমি ম্যাকলারেন-সহ বাকি বিদেশিরা অগাস্টের প্রথম সপ্তাহেই চলে আসতে পারে। ৯ অগাস্ট ডুরান্ডে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ দু'একজন বিদেশি নিয়ে খেলতে পারে মোহনবাগান। তবে নক আউট পর্বে উঠলে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই মাঠে নামার ভাবনা ম্যানেজমেন্টের।

বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শহরে চলে আসেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি প্যালেস্তাইনের মিডফিল্ডার মহম্মদ রশিদ। সঙ্গে গ্রিক স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস। কলকাতা বিমানবন্দরে অনেক রাতেও লাল-হলুদ সমর্থকদের ভালবাসায় আপ্লুত রশিদ। শুক্রবার বিকেলেই দলের বাকিদের সঙ্গে যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে প্রস্তুতিতে নেমে পড়েন প্যালেস্তাইনের মিডিও। প্রথমদিন অবশ্য বল নিয়ে সেভাবে অনুশীলন করেননি। মূলত ফিজিক্যাল ট্রেনিংই করেন রশিদ। অনুশীলনে দিমিত্রিয়সের ফিটনেসের দিকেও নজর ছিল ট্রেনার জেভিয়ার সাঞ্চেজের। শহরে এসে অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন কোচ অস্কার ব্রুজোর নতুন স্প্যানিশ সহকারী আদ্রিয়ান মার্টিনেজ। এদিন রশিদের সঙ্গে আরও দুই নতুন বিদেশি ব্রাজিলের মিগুয়েল ফিগুয়েরা এবং আর্জেন্টাইন সেন্টার ব্যাক কেভিন সিবিলির সঙ্গে চুক্তির কথাও জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

দিমি-নন্দদের সঙ্গে রশিদ। শুক্রবার।

ইডেনে কোচেদের ওয়ার্কশপ

প্রতিবেদন : বাংলার সিনিয়র ও বয়স ভিত্তিক কোচেদের নিয়ে বিসিসিআই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এর দু'দিনের ওয়ার্কশপ শেষ হল শুক্রবার। ইডেনে বৃহস্পতিবার এই ওয়ার্কশপ শুরু হয়েছিল। বাংলার সিনিয়র দল, অনূর্ধ্ব ২৩, ১৯, ১৬, ১৩, ভিশন ২৮-এর সঙ্গে জড়িত কোচেরা এতে অংশ নিয়েছেন। ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ওয়ার্কশপে আলোচনা হয়েছে। এরমধ্যে আছে লিডারশিপ গ্রুপ তৈরি করা, দলের মধ্যে কোর টিমের মূল্যায়ন করা, এজ গ্রুপে একটা ধাপ থেকে আরেক ধাপে যাওয়া, স্কিল অধিগ্রহণ করা, আধুনিক কোচিং সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা ইত্যাদি।

সিনিয়র থেকে এজ গ্রুপ, বাংলার কোচেদের নিয়ে ওয়ার্কশপ হল সিএবিতে।

মাঠে ময়দানে
19 July, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২০২৩-২৪-এ শুধু আইপিএল থেকে বোর্ডের আয় ৫৭৬১ কোটি। আর মোট আয় ৯৭৪২ কোটি

করুণ হয়তো বাদ, সোবার্সকে টপকানোর সুযোগ জাদেজার

বল নিয়ে ভারতের আপত্তি গুরুত্ব পেল

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৮ জুলাই : মাত্র একদিন বেকেনহ্যাম মাঠে গা ঘামিয়ে ভারতীয় দল ম্যাঞ্চেস্টার পাড়ি দিয়েছে। এখানে সিরিজের মহা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ শুরু হচ্ছে বুধবার থেকে। শুভমন গিলরা ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের উইকেট, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে অনেকটা সময় পাচ্ছেন।

এর মধ্যে আরেকটা ভাল খবর এসেছে। ডিউকস বল নিয়ে শুভমনের তীব্র আপত্তির পর সংস্থার তরফে অভিযোগ খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে। কোম্পানির শীর্ষকর্তা দিলীপ জাজোদিয়া বলেছেন, আমরা দরকার মতো সব পদক্ষেপ নেব। শুভমনের অভিযোগ ছিল যে তাড়াতাড়ি বলের আকার নষ্ট হচ্ছে। বল নরম হয়ে যাওয়ার কথাও বলেছেন তিনি। শুভমনের আপত্তি— এ তো বোলাররা মুশকিলে পড়ছেন!

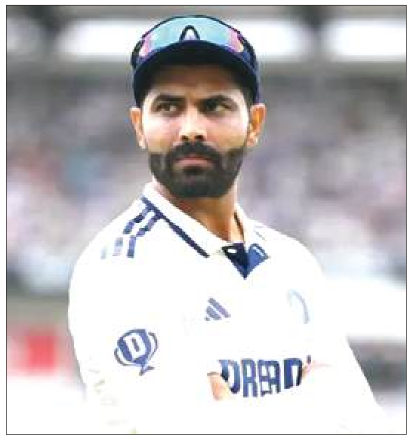

নতুন বলের আকার এত তাড়াতাড়ি নষ্ট হচ্ছে কী করে? আম্পায়ারকে প্রশ্ন শুভমনের। (ডানদিকে) নজিরের সামনে থাকা জাদেজা।

টেস্টের এখনও অনেক বাকি। কিন্তু শোনা যাচ্ছে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সবুজ উইকেট হতে পারে। তাহলে সিমাররা সুবিধা পাবেন। সিরিজে ভারত ১-২ পিছিয়ে আছে। ফলে বুমরা হয়তো খেলবেন। সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে অবশ্য বলেছেন, আমরা পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেব। কিন্তু ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে না জিতলে সিরিজে জেতার সম্ভাবনা নষ্ট হবে। ফলে ঝুঁকি নিয়েও হয়তো বুমরাকে খেলানো হবে। শুভমন আবার বলে দিয়েছেন, চতুর্থ টেস্টে ঋষভের না খেলার সম্ভাবনা নেই। প্রশ্ন হল তিনি শুধু ব্যাট করবেন?

উইকেট তেমন বুঝলে স্পিনার কমিয়ে বাড়তি সিমার খেলানোর কথা ভাবছেন গম্ভীররা। সেক্ষেত্রে অর্শদীপের কথা ভাবা হচ্ছিল। তিনি আবার বেকেনহ্যামের প্র্যাকটিসে হাতে চোট পেয়েছেন। এদিকে, করুণ নায়ারের বাদ পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। প্রথম তিন টেস্টে তিনি কিছু করতে পারেননি। ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল করুণের। কিন্তু টেস্টে তিনি ব্যর্থই। ফলে সাই সুদর্শনকে ফেরানোর কথা ভাবা হচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘ অপেক্ষার পরও অভিমন্যু ঈশ্বরণের কথা ভাবা হবে না কেন? অপেক্ষার লাইনে রয়েছেন ধ্রুব জুরেলও। ঋষভ খেলতে না পারলে তিনি দলে আসবেন।

এদিকে, রবীন্দ্র জাদেজা লর্ডসে কেন বেশি ডিফেন্সিভ খেলতে গেলেন কেন, তা নিয়ে প্রাক্তনরা অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। জাদেজা কিন্তু এই সিরিজে ৩২৭ রান করে ফেলেছেন। চারটি হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে তাঁর নামের পাশে। জাদেজার সামনে এখন কিংবদন্তি ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার গারফিল্ড সোবার্সকে টপকে যাওয়ার হাতছানি। আর মাত্র ৫৮ রান করলেই জাদেজা ইংল্যান্ডে সোবার্সের ১০৯৭ রানকে টপকে যাবেন। সোবার্স অবশ্য ১৬ ইনিংসে এই রান করেছেন। জাদেজার ৯৪২ রান করতে লেগেছে ২৭ ইনিংস। অর্থাৎ তিনি কিছুটা পিছিয়ে সোবার্সের থেকে।

অবিশ্বাস্য লড়াই করেছে জাড্ডু, প্রশংসায় গম্ভীর

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৮ জুলাই : লর্ডস টেস্টে মাত্র ২২ রানে হারের ক্ষত এখনও শুকোয়নি ভারতীয় শিবিরে। ভক্তদের মধ্যে এখনও চর্চা চলছে হার নিয়ে। রবীন্দ্র জাদেজা দুর্দান্ত লড়াই করেছেন ঠিকই, কিন্তু সুনীল গাভাসকরের মতো কেউ কেউ মনে করছেন, একটু আগ্রাসী ব্যাটিং করে ঝুঁকি নিতে পারতেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। কোচ গৌতম গম্ভীর বা টিমের বাকিরা কী মনে করছেন? শুক্রবার বিসিসিআই-এর পোস্ট করা একটি ভিডিওতে তার উত্তর মিলল। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট জাদেজার পাশেই দাঁড়াচ্ছে। বোর্ডের শেয়ার করা ভিডিওতে গম্ভীর বলেছেন, জাড্ডুর লড়াই ছিল অবিশ্বাস্য। যেভাবে জাদেজা ব্যাট করেছে, তা সত্যিই অসাধারণ। লর্ডসে জাদেজার লড়াইয়ের সঙ্গী সিরাজও বললেন, জাড্ডু ভাই অসাধারণ। সেটা ব্যাটিং, ফিল্ডিং, বোলিং সব বিভাগেই। সব কিছুতেই ওর উন্নতি দেখার মতো। দল যখনই বিপদে পড়ে তখনই জাড্ডু ভাই রান করে। ওর মতো খেলোয়াড় হয় না। আমরা ভাগ্যবান যে, জাদেজার মতো খেলোয়াড় আমাদের দলে আছে। জাদেজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ গম্ভীরের ডেপুটিরাও। সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে বলছেন, জাদেজার ব্যাটিং সর্বোচ্চ মানের। শেষ দুটো টেস্টে খুবই ধারাবাহিক। ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক বলছেন, আমি মনে করি, জাড্ডু চাপের মুখেই সবচেয়ে ভাল খেলে।

লর্ডসে হারের যন্ত্রণা ভুলে ম্যাঞ্চেস্টারে নতুন লড়াইয়ের অক্সিজেন পেতে ভারতীয় শিবিরে সকলে মজা করেই সময় কাটাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার লন্ডন থেকে বাসে কেন্টের মাঠে অনুশীলনে যাওয়ার সময় ক্রিকেটারদের খোশমেজাজে দেখা গিয়েছে। শুভমন গিলদের ড্রেসিংরুমে হনুমান চালিসা, জনপ্রিয় পাঞ্জাবি গান, ইংরেজি পপ শোনা গিয়েছে। জসপ্রীত বুমরা ও ঋষভ পন্থের মধ্যে খুনসুটিও দেখা গিয়েছে।

স্টোকসকে দেখে শিখুক শুভমন, বার্তা গাওয়ারের

লন্ডন, ১৮ জুলাই : অধিনায়ক শুভমনের পাশেই আছেন তিনি। তরুণ অধিনায়ক যেভাবে প্রথম দুটি টেস্টে নিজেকে তুলে ধরেছেন তাতে তিনি মুগ্ধ। কিন্তু ডেভিড গাওয়ার এটাও বলছেন যে, শুভমনকে আরও শিখতে হবে। এই সিরিজেই হাতের সামনে আছে বেন স্টোকস। যে কিনা সামনে থেকে দলকে নেতৃত্বে দিচ্ছে।

প্রাক্তন বাঁহাতি বলেছেন, ভীষণ হাই প্রেশার সিরিজ এটা। তার উপর সিরিজের আগে সামনে দাঁড়িয়েছে দুই মহাতারকা রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। কিন্তু শুভমন অনেক পরিণত মানসিকতা দেখিয়ে দলকে নেতৃত্বে দিচ্ছে। এরসঙ্গে ব্যাট হাতেও অসাধারণ করছে। প্রসঙ্গত, এই সিরিজে ইতিমধ্যেই তিন টেস্টে শুভমন ৬০৭ রান করে ফেলেছেন ১০১.১৭ রান গড় নিয়ে।

গাওয়ারের কথায়, একটা দল তৈরি করার পিছনে অনেকগুলি ব্যাপার থাকে। এই সিরিজের শুরুতে যেমন লোকের নজর ছিল বিরাট, রোহিতের অনুপস্থিতির দিকে। কিন্তু শুভমন এগিয়ে এসেছে। প্রথম দুটি টেস্টে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে। এরপর গাওয়ার আরও যোগ করেছেন, চব্বিশ বছর বয়সে শুভমন তরুণ ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আর সেটাও একটা ভীষণ টানটান লড়াইয়ের সিরিজে। আমার কাছে অবশ্য বয়স কোনও বিষয় নয়। অধিনায়ক হতে গেলে চৌত্রিশ হতে হবে এমন ব্যাপার নেই। চব্বিশেও হতে পারে। তোমার যদি প্রতিভা থাকে, মাথা চলে ও টেকনিক থাকে তাহলে এটা সম্ভব।

এরপর প্রাক্তন স্টাইলিশ ব্যাটার স্টোকসের কথা টেনে এনেছেন। তিনি বলেন, শুভমনের নেতৃত্ব ভাল লাগলেও হোম অফ ক্রিকেটে নজর কেড়েছে স্টোকসের নেতৃত্ব। ও সামনে থেকে নেতৃত্বে দিয়েছে। লর্ডসে স্টোকসের কথা ভাবুন। আমরা এই স্টোকসকেই মিস করছিলাম। ২০১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে লর্ডসে ওকে এভাবেই দেখেছি। নব্বই মাইল গতিতে বল করে বোলিংয়ের নেতৃত্ব দিয়েছে। আসলে তোমাকে সেরা প্লেয়ারদের ছন্দে পেতে হবে। তাহলেই ম্যাচে এগিয়ে যেতে পারবে।

কিপিং না করলে খেলো না ঋষভ

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের আগে শাস্ত্রী

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৮ জুলাই : লর্ডস টেস্টের প্রথম দিন হাতের আঙুলে চোট পেয়েছিলেন। ম্যাচের বাকি সময়ে আর উইকেটকিপিং করতে পারেননি ঋষভ পন্থ। ব্যাটিংয়ের সময় শট খেলার পর অস্বস্তিবোধও করেন। তবে ব্যাটার হিসেবে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে চতুর্থ টেস্ট খেলার জন্য প্রস্তুত ঋষভ। কিন্তু কিপিং করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেড কোচ রবি শাস্ত্রী মনে করছেন, কিপিং না করলে পন্থকে ম্যাঞ্চেস্টারে খেলানো উচিত নয়। শুধু ব্যাটার হিসেবে তাঁকে খেলানোর চেয়ে একজন ফিট কিপার-ব্যাটারকেই দলে রাখা ভাল।

আইসিসি-কে শাস্ত্রী বলেছেন, পন্থ যদি চতুর্থ টেস্টে শুধু ব্যাটার হিসেবে খেলে তাহলেও ওকে ফিল্ডিং করতে হবে। তাতে ওর আঙুলের চোট আরও বাড়তে পারে। আর কিপিং করলেও গ্লাভসের সঙ্গে আলাদা একটা সুরক্ষাকবচ থাকা উচিত। কিপিং গ্লাভস ছাড়া শুধু ফিল্ডিং করলে কিন্তু আঙুলের অবস্থা খারাপ হবে। ভারতীয় দল নিশ্চয় এত গুরুত্বপূর্ণ টেস্টে ঋষভকে বাইরে রাখতে চাইবে না। কিন্তু টিমের চাহিদা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। শাস্ত্রীর পরামর্শ, শুধু ব্যাটিং নয়, ম্যাচ খেললে কিপিংটাও করতে হবে ঋষভকে। প্রাক্তন অলরাউন্ডার বলেন, ঋষভকে কিপিং এবং ব্যাটিং দুটোই করতে হবে। কোনও একটা দায়িত্ব পালন করলে হবে না। যদি আঙুলে চিড় ধরে থাকে, তাহলে সে বিশ্রাম নিক। ওভালে শেষ টেস্টের জন্য তৈরি হোক। না হলে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট শুরুর আগে বাকি পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে হবে।

এমনই বরষা

গ্রীষ্ম হোক বা বর্ষা, গৃহিণীরাই কিন্তু একমাত্র ভরসা। যতই রোজগেরে হন, বাড়ির খুঁটিনাটি দেখে রাখার দায় তাঁরই। বিশেষ করে এই ভরা বর্ষায়। প্যাচপেচে ঘাম, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, আধশুকনো জামাকাপড়, পোকামাকড়, সংক্রমণ, ডায়েরিয়া— কী নেই! এখন তাই ঘর-বাড়ি হোক বা বাড়ির সদস্য, বর্ষাকালে সবার চাই বাড়তি যত্ন এবং সতর্কতা। কী করবেন, রইল তারই নানা টিপস। লিখছেন

শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

বর্ষায় ঘর-বাড়ি-আসবাব

বর্ষা নিয়ে কবি-সাহিত্যিকরা যতই আপ্লুত থাকুন না কেন যিনি সকাল থেকে রাত ঘরকন্না করেন তিনিই বোঝেন বর্ষার বিড়ম্বনা। একদিকে মুষলধারে বৃষ্টি, অন্যদিকে অনুষঙ্গে দিনযাপনের দুর্ভোগ। গুমোট গরম, লোডশেডিং, প্যাচপেচে ঘাম, স্যাঁতসেঁতে ঘর, আধশুকনো গুমোগন্ধ-ধরা জামাকাপড়, জলকাদা, পোকামাকড়, সাপখোপে শেষ হবে লিস্টি। বর্ষাকাল মানেই বাড়তি সতর্কতা এবং বাড়তি যত্ন। সেই সঙ্গে বাড়তি ঝামেলাও। কী কী খেয়াল রাখবেন। কী করবেন আর কোনটা করবেন না তার ফিরিস্তি খুব কম নয়।

» বর্ষায় সবচেয়ে জ্বালা-যন্ত্রণা দেয় পোকামাকড়। এই সময় আর্দ্রতা বাড়ে, যা কাঠের আসবাবের সবচেয়ে ক্ষতি করে কারণ কাঠ আর্দ্রতা টানে এবং ছত্রাক ও পোকামাকড়ের জন্ম দেয়। বর্ষার সময় প্রথমেই দেওয়াল থেকে আসবাব একটু সরিয়ে আনুন।

» কাঠের আসবাবপত্রে ফাঙ্গাস পড়লে বার্নিশ নষ্ট হয়ে যায়। এ-সমস্যা থেকে মুক্ত থাকতে বর্ষার শুরুতেই জল আর ভিনিগার মিশিয়ে স্প্রে করে ফার্নিচার মুছে নিন। কোনও হার্ডওয়্যারের দোকানে পাওয়া যায় একধরনের স্পিরিট সেটাও ফাঙ্গাস রোধে খুব ভাল কাজ দেয়।

» নিমপাতা বা কর্পূরের থলি এই সময় খুব কাজে দেবে। ছোট ছোট প্যাকেটে নিমপাতা বা কর্পূর রেখে মুখটা আটকে দিন। এবার ওগুলো আপনার ড্রয়ার এবং ওয়ারড্রোব বা বদ্ধ জায়গায় রাখুন। অতিরিক্ত আর্দ্রতা দূর করা থেকে, দুর্গন্ধ এবং ছত্রাক দূর খুব কার্যকরী একটা উপায়। কর্পূর বা ন্যাপথলিন আর্দ্রতা শুষে নেয় তাই এগুলো কাঠের পোকামাকড় ও অন্যান্য কিট থেকেও রক্ষা পাবেন।

» একটি অ্যান্টিফাঙ্গাল স্প্রে তৈরি করুন। একটি স্প্রে বোতলে ১ কাপ জল, ১ টেবিল চামচ সাদা ভিনিগার এবং ৫ ফোঁটা টি ট্রি অয়েল মিশিয়ে নিন। এটা ফ্রিজে রেখে দিন সপ্তাহে একবার বা দু'বার আসবাবপত্রে হালকাভাবে স্প্রে করুন।

» আসবাবপত্র শুকনো কাপড় দিয়ে মুছুন। ভেজা কাপড় এড়িয়ে চলুন। ভেজা কাপড় ব্যবহারের ফলে ছোপ ছোপ দাগ হয়ে যেতে পারে এতে আসবাব নষ্ট হয়ে যায়।

» তাপমাত্রা ঠিক রাখতে ও স্যাঁতসেঁতে ভাব কাটাতে হিউমিডিফায়ারস উপকারী। ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকলে আসবাবও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

» বৃষ্টির সময় ছাড়া ঘরের জানলা খুলে রাখুন যাতে পর্যাপ্ত আলো, হাওয়া, বাতাস খেলে।

» বর্ষায় কাঠের আসবাবে দাগ দেখলে জলের মধ্যে খাবার সোডা মিশিয়ে একটি কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতে পারেন কিংবা চা-পাতা ফোটানো ঠান্ডা জল দিয়ে পালিশ করুন। এতে ঝকঝকে থাকবে আসবাব।

» বর্ষা মানেই দেওয়ালে ফাটল, জল চুঁইয়ে পড়া। ঘরের ছাদ, দেওয়াল ও কোণে ভিজে ভাব থাকলেই বুঝতে হবে নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা রয়েছে। মাটি থেকে যদি ভিজে ভাব ওঠে, তাহলে মাটিতে জলের পাইপ বসানোর কোনও সমস্যা থাকতে পারে। কোনও কারণ ছাড়াই স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল হতে পারে ঘরের অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে। এগুলো দেখে নিন।

» ছত্রাক বিষাক্ত। দেওয়ালের ভিতরে, চিমনির মধ্যেও এরা জন্মাতে পারে। তাই এর থেকে নিষ্কৃতি পেতে গেলে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে পারেন। বোরাক্স ও ভিনিগার মিশিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাটি ঘষতে হবে।

» বর্ষার আগে একজন মিস্ত্রি ডেকে বাড়ির বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ভাল করে দেখে নিন। অন্য দিকে পাইপও নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে অ্যাসিড বৃষ্টি হলে, তাই এই ক্ষয় প্রতিরোধ করতে পারে এমন পাইপ লাগান।

» ঘরে রাখা কিছু গাছ অতিরিক্ত আর্দ্রতা বাড়ায়। তাই বর্ষার আগে সেগুলো জানলার ধারে রাখা ভাল।

বর্ষায় জামাকাপড়

» বৃষ্টিতে ভিজে গেলে দ্রুত জামাকাপড় ধুয়ে ফেলুন। এতে কাপড়ে দুর্গন্ধ বা ফাঙ্গাস ধরবে না।

» ডিটারজেন্টের সঙ্গে ভিনিগার ও বেকিং সোডা দিয়ে জামাকাপড় কাচুন। এতে ফাঙ্গাস দূর করতে ভিনিগার ও বেকিং সোডা দুর্গন্ধ দূর করতে ভাল কাজ করে।

» বৃষ্টিতে বাইরে কাপড় শুকাতে না পারলে, ঘরের ভেতরে শুকোন। খেয়াল রাখবেন, সেই ঘরে যেন পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল থাকে।

» কিছু কাপড় আছে যেগুলি সাধারণ ভাবে শুকোনো কঠিন। এই ধরনের কাপড়ের জন্য ড্রাই ক্লিন করে নিন।

» বর্ষাকালে কাপড়ে ফাঙ্গাস বা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই কাপড় ধোয়ার সময় জীবাণুনাশক ব্যবহার করুন। ঘামে ভেজা কাপড় কাচার আগে কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর কাপড় ধুয়ে জীবাণুনাশক তরলে চুবিয়ে তারপর শুকিয়ে নিন।

» ভেজা কাপড় ইস্ত্রি করলে সেটি আরও ভালভাবে শুকিয়ে যায় এবং জীবাণু-মুক্ত হয়। তাই ইস্ত্রি করতে পারেন।

» ওয়ারড্রোব বা আলমারিতে শুকনো কাপড় ভাঁজ করে রাখার সময় তা দুর্গন্ধমুক্ত রাখতে চক বা সিলিকনের পাউচ রেখে দিতে পারেন।

বর্ষায় জুতো-বিভ্রাট

» রাবার, সিনথেটিক বা জলরোধী পিভিসি, সিন্থেটিক মেটিরিয়ালের জুতো বর্ষার জন্য ভাল। এই মেটিরিয়াল জল শোষণ করে না এবং সহজে পরিষ্কার করা যায়। অ্যান্টি-স্কিড সোলের জুতো বেছে নিন এতে দৌড়ে ট্রাম-বাসে চাপতে গিয়ে পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা কমবে।

(এরপর ১৮ পাতায়)

এমনই বরষা

(১৭ পাতার পর)

» জিন্স, টপ হোক কিংবা পালাজো, সালোয়ার সব ধরনের পোশাকের সঙ্গেই স্লাইডার পরুন। বর্ষার জন্য এই জুতো বেশ ভাল। ভিজে গেলেও কোনও ক্ষতি হবে না। স্লিপার কিংবা স্যান্ডেল এই সময়ের জন্য ভাল। পা ঢাকা ক্রক্স পরতে পারেন বর্ষায় জুতো নিয়ে ঝক্কি পোহাতে না চাইলে। কারণ বর্ষায় ভেজা পা নিয়ে দীর্ঘসময় চাপা জুতো পরলে পায়ে ছত্রাকের সংক্রমণ হতে পারে। এক্ষেত্রে ক্রকসের ছোট ছোট ছিদ্রযুক্ত ডিজাইন থাকায় হাওয়া-বাতাস খেলবে এবং পা দ্রুত শুকবে।

» এই সময় জুতোয় গন্ধ একটা বড় সমস্যা কারণ ছত্রাক জন্মায় জুতোয়। তাই জুতোর মধ্যে সামান্য ট্যালকম পাউডার বা বেকিং সোডা ছড়িয়ে রাখুন। অ্যান্টি-ফাঙ্গাল বা অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল স্প্রে করতে পারেন। জলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা টিট্রি অয়েল বা নিমতেল মিশিয়ে জুতোর ভিতর ছিটিয়ে দিন।

» যদি বেশ কয়েকদিন টানা বৃষ্টি হয় তাহলে চামড়ার জুতো ও ব্যাগ শু-র‍্যাক বা আলমারি থেকে বের করে আলো-বাতাসপূর্ণ জায়গায় কিছুক্ষণ রেখে দিন। যদি ড্যামভাব থাকে তাহলে চলে যাবে। চামড়ার জিনিসের জন্য আলাদা শাইনার পাওয়া যায়। উজ্জ্বলতা বাড়াতে শাইনার ব্যবহার করতে পারেন।

বিদ্যুৎ আর জলের সমস্যায়

» বর্ষায় সবচেয়ে চাপের হল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। ঝড়-বৃষ্টির দাপটে সবার আগে নজর দিন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দিকে। কারণ শর্ট সার্কিটের সম্ভাবনা প্রবল থাকে। ঝড়ে বা অতিবৃষ্টিতে লোডশেডিং একটা আমঘটনা আর কারেন্ট না থাকলে জলের আকাল হবেই। তাই বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলো দেখে নিন বৃষ্টির জলের কাছাকাছি কিছু না থাকে বা কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে। পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখুন পর্যাপ্ত। স্নান বা অন্যান্য কাজের জল স্টোর করে রাখুন এতে ভোগান্তি কমবে।

» এইসময় মশার উপদ্রব খুব বাড়ে সেই সঙ্গে বাড়ে ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়া তাই মশার কয়েল জ্বালান। কয়েল ব্যবহারের সময় জানলা খোলা রাখুন। মশার স্প্রে বা মশারি ব্যবহার করুন।

» হাতের কাছে শুকনো খাবার, জলের বোতল, ফার্স্ট-এড-এর জিনিসপত্র, রেইনকোট, ছাতা মজুত রাখুন। ঝড়-বৃষ্টি জানলা যতটা সম্ভব বন্ধ রাখুন।

» ঘরের চারপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। ঝোপঝাড়, আবর্জনা এবং শুকনো পাতা সরিয়ে ফেলুন, যেখানে সাপ আশ্রয় নিতে পারে। ইঁদুর থাকলে বাড়িতে ব্যবস্থা নিন। কারণ ইঁদুর থাকলে সাপ আসতে পারে। বাড়ির চারপাশে ব্লিচিং পাউডার নিয়মিত ছড়ান এবং ন্যাপথলিন বল ছড়িয়ে রাখুন এতে সাপখোপ, পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবেন।

বর্ষায় ভাল থাকতে হাইড্রেটেড থাকুন

বৃষ্টির ফোঁটায় প্রকৃতি সুন্দর হয়ে উঠলেও শরীরকে সুস্থ রাখতে চাই পর্যাপ্ত পরিমাণে জল। জল ছাড়া জল জাতীয় পানীয় যেমন ডাবের জল, ফলের রস, ভেষজ চা, স্যুপ খেয়ে শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে হবে। এইসময় আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাতাসে বেশি তাই তেষ্টা কম পাবে, তা সত্ত্বেও জল বেশি করে খেতে হবে। পর্যাপ্ত জল এই সময় শরীরে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করবে, এর ফলে যে-কোনও সংক্রমণের ঝুঁকি কমবে। জল শরীরের ভিতরটা ময়েশ্চারাইজ করবে যা ত্বক ও চুলের শুষ্কতার হাত থেকে বাঁচাবে। এই সময় কেউ কেউ কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগেন। জল হজমের প্রক্রিয়াকে উন্নত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। শরীরকে ঠান্ডা রাখে এবং অতিরিক্ত ঘাম থেকে ডিহাইড্রেশন রোধ করে।

ব্যাল্যান্সড ডায়েট

» বর্ষার ব্যাল্যান্সড ডায়েট আপনার শরীরে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে। কারণ এই সময় কমবেশি পেটের সমস্যা, অ্যালার্জি, ত্বকের সংক্রমণ, চুলের সংক্রমণ, হজমের গোলমাল, ডায়েরিয়া ইত্যাদিতে ভোগেন। তাই বুঝে খান। রোজ একটা করে মরশুমি ফল খান। আপেল, মুসাম্বি, কলা, পেয়ারা খেতে পারেন। মরশুমি ফল হিসেবে আম উপকারী। বিশেষ করে ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল এবং খাবার খেলে রোগ-প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাবে। তবে ডায়াবেটিস থাকলে আম কম খান। সামুদ্রিক মাছ এড়িয়ে চলুন। সবুজ সবজি, ড্রাই ফ্রুটস খান, এগুলো শরীরে ইমিউনিটি বাড়াবে। দই বা দইয়ের ঘোল রাখুন রোজকার পাতে। উচ্ছে, পেঁপে, লাউ থাকুক পাতে। এতে শরীরে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ঘাটতি দেখা দেবে না।

» এই সময় সকালে হার্বাল টি, লিকার চায়ে অল্প মধু, গোলমরিচ, পুদিনা বা তুলসীপাতা দিয়ে খান। হঠাৎ বৃষ্টির আবহাওয়ায় হাঁচি, কাশি, সর্দির প্রকোপ থেকে মুক্তি পাবেন। রাস্তার খাবার, জাঙ্ক ফুড এই সময় এড়িয়ে গেলেই ভাল। বিশেষ করে রাস্তার জল একদম নয়। কারণ এর থেকে ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এই সময় অনেক বেশি।

» এই সময় কাঁচা নুন বা রান্নায় অতিরিক্ত নুন খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। অতিরিক্ত নোনতা খাবার শরীরে জল বাড়িয়ে দেয় ফলে ব্লটিং-এর মতো সমস্যা দেখা দেয়। ফাইবার যেমন ওটস, বার্লি, ব্রাউন রাইস রাখুন পাতে।

» বর্ষায় রান্নাঘরে রয়েছে মহৌষধী হলুদ। হলুদে রয়েছে কারকিউমিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি উপাদান। হলুদ ব্লোটিং দূর করে, হজমে সাহায্য করে। রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে। রাতে গরম দুধে হলুদ মিশিয়ে খান এতে সর্দি-কাশির উপশম হবে।

» আদা, রসুন এবং মধু হল প্রাকৃতিক উপাদান যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। আদা এবং রসুন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিভাইরাল বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সহায়ক। বর্ষার সর্দিগর্মিতে মধু খান। মধু গলাব্যথা উপশম করতে এবং কাশি কমাতে সাহায্য করে।

সংক্রমণ থেকে বাঁচুন

» বর্ষায় চোখে সংক্রমণ হয় অনেকের। যেমন কনজাংটিভাইটিস। চোখ চুলকালে, চোখ দিয়ে জল পড়লে, চোখে পিঁচুটি কাটলে বারবার জলের ঝাপটা দিন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাইজিনিক থাকুন

» বাইরে থেকে ফিরে পা খুব ভাল করে অ্যান্টিসেপটিক লোশনে ধুয়ে নিন। স্নানের সময় জলে কয়েক ফোঁটা অডিকোলন ফেলে স্নান করুন। খাবার খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে নিন। হ্যান্ড স্যানিটাইজার সঙ্গে রাখুন। যদি কোনও কারণে ভিজে বাড়ি ফেরেন সঙ্গে সঙ্গে স্নান করে নিন।

» রাস্তার ধারের কাটা ফল, ফলের রস, আখের রস এড়িয়ে চলুন। এর থেকে ডায়েরিয়া হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ডায়েরিয়া হলে সারাদিন ওআরএস খেতে থাকুন।

শরীরচর্চা

» বর্ষাকালে হাঁটতে বা দৌড়তে যান নিয়মিত। যদি সময়ের অভাব থাকে তবে বাড়িতেই করে নিন শরীরচর্চা। শরীরচর্চায় এন্ডোরফিন নামক হরমোন নিঃসরণ হয় যা মেজাজ ভাল রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে শরীরে মেদ জমতে দেয় না। রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে। তাই সবসময় শরীরচর্চার মধ্যে থাকুন।

মন ভাল রাখুন

» অপর্যাপ্ত সূর্যের আলো বর্ষাকালে মনকে বিষণ্ণ করে তোলে। একে বলে মনসুন ডিপ্রেশন বা এসডি সিন্ড্রোম যার পুরো কথাটা হল সিজনাল এফেক্টিভ ডিজঅর্ডার। এর ফলে হঠাৎ হঠাৎ মেজাজের পরিবর্তন হয়, নিস্তেজ লাগে, একটা আলস্য কাজ করে। তাই রোদ উঠলেই একটু রোদের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করুন। সূর্যের আলো ভিটামিন ডি সরবরাহ করে যা মনকে মুহূর্তে চাঙ্গা করে তোলে। প্রতিদিন ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমোনো দরকার। ঘুমের অভাব মেজাজকে আরও খারাপ করতে পারে। নিজের পছন্দের কাজ বেশি করুন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
অর্ধেক আকাশ
19 July, 2025 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in
১৯
১৯ জুলাই ২০২৫
শনিবার

বর্ষায় চুলের সমস্যা

বর্ষায় কমবেশি চুলের সমস্যায় ভোগেন সবাই। চুলপড়া, খুশকি, চুলে গন্ধ, চুল নিষ্প্রাণ, ছন্নছাড়া— এগুলো খুব সমস্যার এই ঋতুর। কী করবেন, কী করবেন না। বর্ষায় চুলের সমস্যা আর তার প্রতিকার নিয়ে লিখলেন **কাকলি পাল বিশ্বাস**

‘বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি, এ কোন অপরূপ সৃষ্টি’— কিন্তু বাস্তবে কি আমরা সবাই বৃষ্টি খুব ভালবাসি? সাহিত্যে বর্ষা বা বৃষ্টি রোম্যান্টিকতার হাত ধরেই এসেছে। কিন্তু বাড়ির বাইরে বেরোতে হলে এই রোম্যান্টিক বৃষ্টিই হয়ে ওঠে প্রচণ্ড বিরক্তিকর। এই যেমন ধরুন না কেন পিউলির কথা। একরাশ মেঘবরণ চুল ওর। আর বর্ষাকাল আসলেই পিউলির মাথায় হাত পড়ে যায়। কারণ বর্ষার জলে ভিজে ওর চুল হয়ে ওঠে রুক্ষ-সূক্ষ্ম। এর সঙ্গে আবার চুল ওঠার সমস্যাও দেখা যায়। পিউলির মতো বর্ষাকালে চুলের সমস্যা অনেকেরই দেখা যায়।

এখন গ্রীষ্মের সেই প্রবল দাবদাহ থেকে সামান্য মুক্তি মিললেও প্যাচপেচে ঘাম আর ভ্যাপসা দমবন্ধকর আবহাওয়া থেকে কিন্তু মুক্তি মেলেনি। বর্ষার বৃষ্টি কবিতা নিয়ে এলেও আরাম নিয়ে আসেনি। আর এই আবহাওয়া পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি যেটা এনেছে তা হল চুলের সমস্যা। এই সময় বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার মাত্রা বেড়ে দ্বিগুণ। ফলে সেই ভিজে-ভাব চুলকেও প্রভাবিত করে। স্নান করলে চট করে চুল শুকতে চায় না, শ্যাম্পু করলেও চুলে আঠালো-ভাব, তেল দিলেই গন্ধ হয়ে যায় এর ফলে চুল নিয়ে এক বিশ্রী অবস্থায় পড়েন মহিলারা। এমতাবস্থায় কী করবেন—

চুল-পড়া

বর্ষাকালে চুল-পড়া এক বড় এবং সাধারণ ঘটনা। হেন কেউ নেই যিনি এই সমস্যায় ভোগেন না। এই সময় চুল পড়ার প্রধান কারণ হচ্ছে এই সময় বাতাস অতিরিক্ত আর্দ্র থাকে আর এই আর্দ্রতা চুলের ফলিকলকে দুর্বল করে চুল পড়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও অনেক সময় বৃষ্টির জন্য মাথার ত্বক বা চুলের গোড়া স্যাঁতসেঁতে ও ভেজাভাব থাকে এর ফলে ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ বেড়ে যায়। আর তাই চুল ঝরে যাওয়ার সমস্যা বেড়ে যায়।

চুল-পড়া রোধে

এই সময় যাতে চুল কম পড়ে তার জন্য মাথার ত্বক সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। চুলের ধরন অনুযায়ী সঠিক শ্যাম্পু বেছে নিয়ে মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়াও বৃষ্টির জলে যদি চুল ভিজে যায় তাহলে সেই চুল দ্রুত শুকিয়ে নিতে হবে যাতে মাথার ত্বক ভেজা না থাকে। সপ্তাহে একদিন বা দু’দিন মাথার ত্বকে একটু হালকা গরম তেল মালিশ করে নিন। এতে ত্বকের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পাবে এবং পাশাপাশি চুলের গোড়া মজবুত হবে।

এ ছাড়াও চুলের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য এই সময় প্রোটিন ভিটামিন-সহ অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য অর্থাৎ মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, বিভিন্ন ধরনের বাদাম খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে।

ঘরোয়া প্যাক

পরিমাণমতো মেথি সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালবেলার সেই মেথি মিহি করে বেটে নিন। এবার এর সঙ্গে এক বড়চামচ টকদই মিশিয়ে সমস্ত চুলে খুব ভালভাবে মিশ্রণটা লাগিয়ে নিতে হবে। ৪৫ মিনিট পরে ভাল করে শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিতে হবে।

খুশকির সমস্যা

আমাদের মাথার ত্বকে এক ধরনের ছত্রাক থাকে যে ছত্রাকটি আর্দ্র পরিবেশে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। আর এর জন্য বর্ষাকালে মাথায় খুশকি বেড়ে যায়। এছাড়াও বৃষ্টির জল অনেক ক্ষেত্রে দূষিত হয়। এই জল মাথার ত্বকে প্রবেশ করলে খুশকির বৃদ্ধি ঘটে। এছাড়াও বর্ষাকালে মাথায় ঘাম বেশি হয়ে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি করে, যেটা খুশকি বেড়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়াও বৃষ্টির কারণে মাথার ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক বা তৈলাক্ত হয়ে গেলেও খুশকি হতে পারে।

খুশকির সমস্যা দূর করতে

সব সময় মাথার ত্বক শুকনো রাখতে হবে। নিয়মিত চুল উপযুক্ত শ্যাম্পু দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে, না হলে ময়লা এবং মৃত ত্বকের কোষ জমে খুশকির সমস্যা বেড়ে যাবে।

ঘরোয়া প্যাক

দশ-বারোটা নিমপাতা নিয়ে ভাল করে বেটে নিয়ে এর সঙ্গে চার-চামচ অলিভ অয়েল মিশিয়ে নিতে হবে। (এরপর ২০ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

19 July, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

বর্ষায় চুলের সমস্যা

(১৯ পাতার পর)
এবার মিশ্রণটি ভাল করে মাথায় ত্বক ও চুলের গোড়ায় লাগিয়ে নিতে হবে। একঘণ্টা পরে ভাল করে উপযুক্ত শ্যাম্পু দিয়ে চুলটা ধুয়ে নিতে হবে।

এ-ছাড়াও খুশকি দূর করতে আগের দিন রাতে মেথি জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরদিন সকালে সেই মেথি ভাল করে বেটে নিয়ে পরিমাণমতো গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। এবার ওই মিশ্রণটি মাথার ত্বকে লাগিয়ে নিতে হবে। ৩০ মিনিট পর ভাল শ্যাম্পু দিয়ে চুলটা ধুয়ে নিতে হবে।

চুলের দুর্গন্ধ

বর্ষাকালে চুলে গন্ধ হওয়ার পেছনে দায়ী হচ্ছে বাতাসের অতিরিক্ত আর্দ্রতা। আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ার জন্য চুল সহজে শুকাতে চায় না ফলে

এই সময় চুলের গোড়ায় ঘাম এবং ময়লা জমে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। এছাড়াও এই সময় চুল যদি ভালভাবে না শুকানো হয় তাহলেও চুলে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও এই সময় বাতাসে ধুলোবালি এবং ময়লা বেশি থাকে যেগুলো চুলের গোড়ায় জমে গিয়ে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে। এছাড়া মাথার ত্বকে যদি ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের সংক্রমণ হয়, তাহলেও চুলে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়।

দুর্গন্ধ দূর করতে

চুলের দুর্গন্ধের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই সময় চুল পরিষ্কার রাখতে হবে। এছাড়াও চুল সবসময় শুকনো রাখতে হবে। যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল শ্যাম্পু ব্যবহার করা যেতে পারে। পরিমাণমতো তুলসীর পাতা নিয়ে সেটাকে জলে দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। এবার ঠান্ডা হলে সেই জল দিয়ে স্নান করতে হবে। আসলে তুলসীর জল চুলের দুর্গন্ধ দূর করতে অত্যন্ত উপযোগী। তুলসীর জল অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল গুণাগুণসম্পন্ন হয়। যেটা ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াকে মেরে চুলকে দুর্গন্ধমুক্ত করতে সাহায্য করে। এছাড়াও এক কাপ জলে এক টেবিল-চামচ লেবুর রস ভালভাবে মিশিয়ে নিয়ে সেই মিশ্রণটি দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলতে হবে। সপ্তাহে তিন-চারদিন এটা করলে চুল দুর্গন্ধমুক্ত হবে।

ঘরোয়া প্যাক

হাফকাপ দইয়ের সঙ্গে এক টেবিল-চামচ দারুচিনিগুঁড়ো মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর ওই মিশ্রণটি ভাল করে মাথার ত্বকে ও চুলে লাগিয়ে নিতে হবে। ১৫ মিনিট মাথায় রাখার পর উষ্ণ গরমজলে মাথাটা ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।

বর্ষায় কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট

এই সময় কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ যেহেতু এই সময় চুলের আর্দ্রতা বেশি থাকে সেই কারণে অতিরিক্ত রাসায়নিক চুলের ক্ষতি করতে পারে।

কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট এই সময় চুলের বহু সমস্যা ডেকে আনতে পারে। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকায় চুল এমনিই আর্দ্র থাকে। কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট চুলের প্রাকৃতিক আর্দ্রতাকে আরও কমিয়ে দেয়। আর এর ফলে চুল রুক্ষসূক্ষ্ম হয়ে যায়। এছাড়াও কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট চুলের প্রোটিনকে দুর্বল করে দেয়, এর ফলে চুল ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং চুলের উজ্জ্বলতা কমে যায়। এছাড়াও মাথার ত্বকের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয় কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট। যার ফলে মাথায় ত্বকে খুশকি-সহ নানারকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও যাদের চুল কালার করা আছে তাদের চুল এমনিতেই সংবেদনশীল হয়ে থাকে। সেই জন্য বর্ষাকালে যাদের চুল রং করা আছে তাদের ক্ষেত্রে কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট আরও ক্ষতিকারক হতে পারে।

তাই কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট নয় ঘরোয়া উপায়ে চুল ভাল রাখতে হবে বর্ষাকালে। চুলের গোড়ায় এবং মাথার ত্বকে তেল লাগান। বর্ষাকালে অনেকে চুলে তেল মাখতে চান না। কিন্তু এই সময় যদি নিয়মিত চুলে তেল লাগানো যায় তাহলে চুল নরম, আর উজ্জ্বল থাকবে। নারকেল তেল, আমন্ড অয়েল, সরষের তেল, অলিভ অয়েল— এই তেলগুলো চুলে লাগালে বর্ষাকালে চুলের বহু সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। নারকেল তেল চুলের গোড়া মজবুত করে। যদি নিয়মিত নারকেল তেল মাখা হয় তাহলে চুল নির্জীব হয়ে যাওয়া বা জট পাকানোর মতো সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করে। সরষে তেলের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্য। আর তাই এই তেলমাখা খুবই উপকারী। অলিভ অয়েলের মধ্যেও আছে প্রয়োজনীয় ফ্যাট আর ফ্যাটি অ্যাসিড। এই তেল চুলের গোড়া মজবুত করতে সাহায্য করে। এই তেলগুলো চুলের গোড়ায় নিয়মিত ম্যাসাজ করলে চুল-পড়া কমবে, খুশকি দূর হবে এবং চুল হবে আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল।

বর্ষায় চুলের প্যাক

» পরিমাণমতো নারকেল তেল গরম করে নিয়ে তার মধ্যে একটি পাকা কলা ভালভাবে মিশিয়ে নিন। এবার ওই মিশ্রণটি ভাল করে চুলে লাগিয়ে নিন। তিরিশ মিনিট পরে প্রথমে জল দিয়ে এবং তারপরে শ্যাম্পু দিয়ে ভাল করে চুলটা ধুয়ে নিন।

» আজকাল সবার বাড়িতেই অ্যালোভেরা গাছ থাকে। টাটকা অ্যালোভেরা জেল বের করে নিতে হবে। এবার সেটা ভাল করে মাথার ত্বকে লাগিয়ে নিতে হবে। ৩০ মিনিট পর ভাল করে জল দিয়ে চুলটা ধুয়ে ফেলতে হবে।

» আধকাপ দইয়ের সঙ্গে দু-চামচ মধু ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। চুলটা ভিজিয়ে নিয়ে এই প্যাকটি ভাল করে ভেজা চুলে লাগিয়ে নিতে হবে। আধঘণ্টা পরে হালকা গরম জলে চুলটা ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।

হেনা চুলের বন্ধু

বর্ষাকালে চুলের সঠিক যত্ন নেওয়ার জন্য হেনা ব্যবহার করা যেতে পারে। হেনা চুলের জন্য খুবই উপকারী। খুশকি দূর করা এবং চুল পড়া কমাতেও হেনার জুড়ি মেলা ভার। হেনা চুলের প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার ধরে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও হেনা চুলকে নরম এবং উজ্জ্বল করে।

পরিমাণমতো হেনা পাউডারের সঙ্গে ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে নিন। এবার ওই মিশ্রণটি ভাল করে মাথার ত্বকে এবং চুলে লাগিয়ে নিন। ২০ থেকে ৩০ মিনিট পর ভাল করে চুলটা ধুয়ে ফেলুন। এই প্যাকটি চুলকে মসৃণ ও উজ্জ্বল করে।

এছাড়াও টকদইয়ের সঙ্গে হেনা মিশিয়ে মিশ্রণটি চুলে লাগালে চুল নরম ও উজ্জ্বল হয়। আবার মেথি সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকালে বেটে হেনার সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণটি চুলে লাগান। এটি চুলের গোড়া মজবুত করতে সাহায্য করে। পরিমাণমতো আমলা পাউডারের সাথে হেনা মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি চুলে লাগালে চুল-পড়া কমে এবং চুলের উজ্জ্বলতা বাড়ে। অ্যালোভেরা জেলের সাথে হেনা মিশিয়ে চুলে লাগালে চুল নরম ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়।

বর্ষায় চুল ভাল রাখতে

» বর্ষাকালে মাথার ত্বক নিয়মিত পরিষ্কার রাখা খুব জরুরি। সপ্তাহে ২-৩ দিন হালকা গরম জল দিয়ে চুল ধুয়ে নিলে মাথার ত্বকে ময়লা, তেল এবং ঘাম জমতে পারবে না, এতে চুলের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

» নিয়মিত তেল ম্যাসাজ করা চুলের জন্য খুব উপকারী। সপ্তাহে অন্তত দু'বার নারকেল তেল, অলিভ অয়েল বা আমন্ড তেল ব্যবহার করে চুলের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত ম্যাসাজ করুন। এটি চুলের শুষ্কতা দূর করে এবং চুলের ফলিকলকে মজবুত করে।

» বর্ষাকালে চুল তার আর্দ্রতা হারায়, তাই এই সময় চুলের উপযুক্ত শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হবে যেটা চুলকে ময়েশ্চারাইজ করবে।

» বৃষ্টির জল এড়িয়ে চলতে হবে, যদি চুল বৃষ্টির জলে ভিজে যায়, তবে চুল আলতো করে মুছে নিয়ে প্রাকৃতিকভাবে শুকিয়ে নিতে হবে।

» বর্ষাকালে চুলের ডগা ফেটে যেতে পারে, তাই নিয়মিত চুল ছাঁটলে এই সমস্যা এড়ানো যায়।

» চুল আঁচড়ানোর জন্য বড় দাঁড়ার চিরুনি ব্যবহার করুন।

» পর্যাপ্ত প্রোটিন, ভিটামিন এবং মিনারেলসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে, এগুলো চুলের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে।